দশমঃ স্কন্ধঃ

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

১। গর্গঃ পুরোহিতো রাজন্ যদূনাং সুমহাতপাঃ।
ব্রজং জগাম নন্দস্য বসুদেবপ্রচোদিতঃ॥

১। অন্বয় ঃ শ্রীশুক উবাচ—হে রাজন্! (পরীক্ষিৎ) বসুদেব প্রচোদিতঃ (বসুদেবেন প্রেরিতঃ সন্) যদূনাং পুরোহিতঃ সুমহাতপাঃ (তপস্বিশ্রেষ্ঠঃ) গর্গঃ নন্দস্য ব্রজং জগাম (গতঃ)।

১। মূলানুবাদ ঃ শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ! অনির্বচনীয় ভাগ্যবান্ যদুকুল-পুরোহিত গর্গাচার্য বসুদেব কর্তৃক প্রেরিত হয়ে শ্রীনন্দ-গোকুলে আগমন করলেন।

১। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ এবমৈশ্বর্য্যসম্বলিতং বাল্যচরিতমস্মরমারণ-প্রসঙ্গেন লীলান্তর ব্যন্তরিতমপ্যুক্ত্বা পুনঃ পরাবৃত্য কেবলং বাল্যস্বাভাবিকং পরমমনোহরং যথাক্রমং কথয়ন্নাদৌ 'দিগবিশিব-শতাহে'—ইতি জ্যোতিঃশাস্ত্রাভিপ্রায়েণ প্রায়ঃ শততম-দিনে নামকরণমাহ—গর্গ ইত্যাদিনা, জনা ইত্যন্তেন। হে রাজন্নিতি পূর্ব্বলীলাশ্রবণসুখাবিষ্টং রাজানং কথান্তরেঽবধাপয়তি—সুমহাতপা অনির্ব্বচনীয়-ভাগ্যবান্, যেন শ্রীবসুদেবস্য শ্রীনন্দস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চৈবং পরমাত্মীয়তাং প্রাপ্ত ইতি ভাবঃ॥ জী॰ ১॥

১। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এইরূপে ঐশ্বর্য-সম্বলিত বাল্যলীলা প্রসঙ্গের সহিত অন্য এক প্রকার লীলা—মায়ের বিশ্বদর্শন যা একেবারেই ভিন্ন প্রকার, তা বলবার পর পুনরায় নিজ কথা প্রসঙ্গে ফিরে এসে বাল্য-স্বাভাবিক পরম মনোহর লীলা যথাক্রমে বলতে গিয়ে প্রথমে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অভিপ্রায় অনুসারে প্রায় একশত দিনে যে নামকরণ উৎসব হয়, তাই বলা হচ্ছে—গর্গ ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে 'জনা ইতি' পর্যন্ত।

হে রাজন্—এই সম্বোধনে পূর্বলীলা-শ্রবণ সুখাবিষ্ট রাজাকে কথান্তরে অবধানপর করা হচ্ছে। **সুমহাতপাঃ**—অনির্বচনীয় ভাগ্যবান্—যে ভাগ্যে শ্রীগর্গমুনি শ্রীবসুদেবের, শ্রীনন্দের এবং শ্রীকৃষ্ণের পরমাত্মীয়তা প্রাপ্ত, এইরূপ ভাব॥ জী॰ ১॥

২। তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতঃ প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ।
আনর্চ্চাধোক্ষজধিয়া প্রণিপাতপুরঃসরম্ ॥
৩ সুপবিষ্টং কৃতাতিথ্যং গিরা সুনৃতয়া মুনিম্।
নন্দয়িত্বাব্রবীদ্ ব্রহ্মন্ পূর্ণস্য করবাম কিম্ ॥

২-৩। **অন্বয়** ঃ তং (গর্গমুনিং) দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতঃ (নন্দমহারাজঃ) প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ অধোক্ষজধিয়াঃ (ভগবানয়ং সাক্ষাৎদ্ভুতঃ ইতি বুদ্ধ্যা) প্রণিপাত পুরঃসরং আনর্চ্চ (পূজয়ামাস)।

সুপবিষ্টং (সুখেন আসীনং) কৃতাতিথ্যং (কৃতং বিহিতম্ আতিথ্যং কার্য্যং যস্মৈতং) মুনিং সুনৃতয়া (মধুরয়া) গিরা (বাচা) নন্দয়িত্বা (হে) ব্রহ্মণ! পূর্ণস্য (তব) কিং করবাম [ইতি] অব্রবীৎ (উবাচ)।

২-৩। **মূলানুবাদ** ঃ নন্দমহারাজ তাঁকে দেখে পরমপ্রীত হয়ে আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে ভগবদবুদ্ধিতে প্রণাম পূর্বক পূজা করলেন। অনন্তর সুখে উপবিষ্ট মুনিবরকে আতিথ্যে সন্তুষ্ট করে মধুর বাক্যে বললেন—হে ব্রহ্মন্! পূর্ণকাম আপনার কি সেবা করতে পারি?

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ অষ্টমে নামকরণং রিঙ্গণং গব্যমোষণম্। মৃদ্ভক্ষণং বিশ্বরূপ দর্শনঞ্চ নিগদ্যতে। অসুরবধ প্রসঙ্গ সঙ্গত্যৈব তৃণাবর্ত্তবধমুক্ত্বা তৎপ্রাচীনানি নামকরণাদীনি চরিতান্যনুস্মৃত্য বক্তু-মুপক্রমতে। গর্গঃ পুরোহিত ইত্যাদিনা ॥ বি০ ১ ॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ অষ্টম অধ্যায়ে নামকরণ, হামাগুড়ি, ননীচুরি, মৃদ্ভক্ষণ এবং বিশ্বরূপ দর্শন বর্ণিত হয়েছে।

অসুর বধ প্রসঙ্গ সামঞ্জস্যে তৃণাবর্ত বধ বলে সেই প্রাচীন নামকরণাদি লীলা স্মরণ করে, তা বলবার জন্য উপক্রম করছেন—'গর্গ পুরোহিত' ইত্যাদি বাক্যে ॥ বি০ ১ ॥

২-৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ আনর্চ্চ নন্দ ইতি শেষঃ, অধোক্ষজধিয়া পরমেশ্বর ইব ভক্ত্যেত্যর্থঃ। সুপবিষ্টং পাদপ্রক্ষালনাদিনা পথি শ্রমাপনোদনেন সদাসনে সুখোপবিষ্টং কৃতমাতিথ্যং মধু-পর্কাদ্যর্পণ-লক্ষণং যস্য তং সুনৃতয়া মধুরস্তোত্ররূপয়া মুনিং নন্দাভিপ্রেতশ্রবণায় প্রাক্কৃতমৌনমিত্যর্থঃ; পূর্ণস্য শ্রীভগবদ্ভক্ত্যা সিদ্ধসর্ব্বার্থস্য; তত্র হেতুঃ—ব্রহ্মন্ হে সর্ব্ববেদার্থজ্ঞানেন বৃহত্তম, 'ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য' (শ্রীভা০ ২।২।৩৪) ইত্যাদিনা, 'বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ' (শ্রীগী০ ১৫।১৫) ইত্যাদিনা চ তদুক্তাবেব তাৎপর্য্যবসানাৎ ॥ জী০ ২-৩ ॥

২-৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ **অধোক্ষজ ধিয়া**-পরমেশ্বর তুল্য ভক্তি পূর্বক। **সুপবিষ্টং**—পাদপ্রক্ষালনাদি দ্বারা পথশ্রম দূর করে সুন্দর আসনে সুখে উপবিষ্ট। **কৃতমাতিথ্যং**-আতিথ্য বিধান করলেন। কিরূপ? মধুপর্কাদি অর্পণ লক্ষণযুক্ত আতিথ্য। **সুনৃতয়া গিরা**—মধুর স্তোত্রে। **মুনিং**—নন্দের অভিপ্রেত বিষয় শ্রবণ করাবার জন্য উহার প্রাক্কর্ম মৌন ধারণ। **পূর্ণস্য**—শ্রীভগবদ্ভক্তিদ্বারা সিদ্ধ-সর্বার্থ আপনার। এ বিষয়ে হেতু—**ব্রহ্মন্**—হে সর্ববেদার্থ জ্ঞানে বৃহত্তম—'ভগবান্ ব্রহ্ম'—(ভা০ ২।

৪। মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ ॥

৪। **অন্বয়** ঃ [হে ভগবন্, মহদ্বিচলনং (মহাজনানাং স্বাশ্রমাদন্যত্র গমনং) দীনচেতসাং গৃহিণাং নৃণাং নিঃশ্রেয়সায় (পরমমঙ্গলায়) কল্পতে (ভবতি ক্বচিৎ ন অন্যথা (ভবতি)।

৪। **মূলানুবাদ** ঃ হে ভগবন্! আপনাদের মতো মহতগণের যে নিজ আশ্রম ছেড়ে অন্যত্র গমন, এ কেবল দীনচিত্ত গৃহব্রত লোকদের মঙ্গলের জন্যই হয়ে থাকে। এ ছাড়া অন্য কোন কারণ হতে পারে না।

---

২ ৩৪), আরও 'বেদৈশ্চ সর্বৈঃ'—(গী০ ১৫।১৫) ইত্যাদি দ্বারা বলা হয়েছে, বিশেষ ভাবে বেদ আলোচনার পর্যবসান কৃষ্ণভক্তিতেই হয়ে থাকে ॥ জী০ ২-৩ ॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ মহতাং শ্রীভগবৎসেবাদিনিষ্ঠত্বাদ্বিশেষেণ চলনং স্ব-স্থানাদন্যত্র দূরে গমনম্; নৃণামিতি—স্বভাবত ঐহিকপারলৌকিক-কর্ম্মপরাণামিত্যর্থঃ, তত্রাপি গৃহিণাং জায়াপুত্রাদীনামপি তত্তদ্ধিতব্যগ্রাণামতএব দীনচেতসাং নিঃশ্রেয়সায় সর্ব্বমঙ্গলায়; ভগবন্ হে সর্ব্বজ্ঞ ইত্যর্থঃ—'প্রবৃত্তিঞ্চেৎ'ইত্যাদি বচনাৎ; অতো বিজ্ঞানাং ভবদ্বিধানামজ্ঞেষু মদ্বিধেষু কৃপয়া স্বয়মাগমনমুচিতবেতি ভাবঃ। কল্পতে ঘটতে, অন্যথা দীনজননিঃশ্রেয়সার্থ-ব্যতিরেকেণ কদাচিদপি ন ঘটতে, মহতাং নিঃশ্রেয়স-স্বাভাব্যাৎ ॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ **মহদ্বিচলনং**—মহতগণের নিজস্থান থেকে দূরে অন্যত্র গমন হয় না—যেহেতু তাঁরা শ্রীভগবৎসেবানিষ্ঠ। **নৃণাং গৃহিণাং**—'নৃণা' স্বভাবত ঐহিক পারলৌকিক কর্মপর—'তত্রাপি গৃহিণাং' এর উপরও আবার স্ত্রীপুত্রাদির ঐহিকাদি মঙ্গলের জন্য ব্যগ্র—অতএব দীনচিত্ত জনদের **নিঃশ্রেয়সায়**—সর্বমঙ্গলের জন্য। **ভগবন্**—হে সর্বজ্ঞ। অতএব আপনাদের মতো বিজ্ঞের আমাদের মতো অজ্ঞের নিকট কৃপা করে স্বয়ম্ আগমন করাই উচিত বটে, এইরূপ ভাব। **কল্পতে**—ঘটে। **নান্যথা ক্বচিৎ**—অন্যথা দীনজনের সর্বমঙ্গল ব্যতিরেকে অন্য কারণে দূরে গমন কদাপি ঘটে না।—যেহেতু মহতগণের মঙ্গল বিধান করাই স্বভাব ॥ জী০ ৪ ॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ পূর্ণস্য তব কিং করবাম অপি তু ন কিমপি কর্ত্তুমর্হাম ইত্যর্থো বা। কিং শব্দস্য প্রশ্নার্থত্বাৎ পূর্ণস্য তব কিং অপেক্ষিতং বর্ত্ততে তদ্ ব্রূহি বয়ং করবামেত্যর্থো বা। আদ্যে মম ত্বদ্গৃহাগমনস্য বৈয়র্থ্যং। দ্বিতীয়ে পূর্ণত্বস্যেতি চেন্মৈবমুভয়ত্রাপ্যুভয়ং ন ব্যর্থং, প্রত্যুতাভিনন্দনীয়ত্বাৎ পরম সার্থকং; কৃপাপারবশ্যাৎ সনৎকুমার বামনাদীনাং পরম পূর্ণানামপি পৃথু বলি প্রভৃতি গৃহাগমনস্য দৃষ্টত্বাদিত্যাহ মহতাং স্বাশ্রমাদন্যত্র বিচলনং গৃহিণাং নিঃশ্রেয়সায় পরম মঙ্গলায় কল্পতে সমর্থং ভবতি তদেব তেষামপেক্ষিতমপীত্যর্থঃ নৃণামিতি গৃহিষ্বপি মধ্যে নৃণামেব ন তু দেবাদীনাং এবং নৃষ্বপি মধ্যে গৃহিণামেব ন তু ব্রহ্মচার্য্যাদীনাম্। তত্রাপি দীনং তৃণাদপি দুর্ভগম্মন্যং চেতো যেষামিতি তেষ্বেব মহৎকৃপাধিক্যসম্ভবাৎ ন তৃত্তমম্মন্যকঠোরবক্রচেতসামিত্যর্থঃ ॥ বি০ ৪ ॥

৫। জ্যোতিষাময়নং সাক্ষাৎ যত্তজ্‌জ্ঞানমতীন্দ্রিয়ম্‌।
প্রণীতং ভবতা যেন পুমান্ বেদ পরাবরম্‌॥

৫। **অন্বয় ঃ** যৎ অতীন্দ্রিয়ং জ্ঞানং (সর্ব্বাগোচর জ্ঞানং যৎ) জ্যোতিষাম্ অয়নং (গ্রহাদীনাম্ জ্ঞাপক জ্যোতিঃশাস্ত্রং বর্ত্ততে তৎ) ভবতা প্রণীতং (কৃতং) যেন পুমান্ পরাবরং (পূর্বজন্মকৃতং কর্ম তস্মিন্ জন্মনি ভাবিফলং) বেদ (জানাতি)।

৫। **মূলানুবাদ ঃ** হে মুনিবর! এই যে জ্যোতিঃশাস্ত্র যার থেকে অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞান হয়, তা আপনারই প্রণীত। যে কোনও ব্যক্তি এই শাস্ত্র বলে ভূত ভবিষ্যত জানতে পারে।

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** আপনি পূর্ণ—পূর্ণের কি সেবা করা যেতে পারে—কিছুই করার ক্ষমতা নেই আমার। অথবা, 'কিং' শব্দের প্রশ্নার্থ ধরে—পূর্ণ আপনার অপেক্ষিত বস্তু কি আছে, তা বলুন আমরা সমাধান করব। আচ্ছা যদি বলেন—প্রথম কথা, আমার পক্ষে তোমার ঘরে আসাই নিরর্থক। দ্বিতীয় কথা, আমি পূর্ণ—পূর্ণের পক্ষে দূরে কোথাও গমনও নিরর্থক। এরই উত্তরে—এরূপ কথা বলতে পারেন না। উভয় ক্ষেত্রেই উভয় গমনই নিরর্থক নয়। প্রত্যুত অভিনন্দনীয় হওয়ার দরুণ পরম সার্থক। কারণ কৃপা পারবশ্য হেতু পরম পূর্ণ সনৎকুমার-বামনাদির পৃথু-বলি প্রভৃতির গৃহে গমন শাস্ত্রে দেখা যায়। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—মহতাং ইতি। **মহদ্‌বিচলনং**—মহতগণের নিজ আশ্রম থেকে অন্যত্র যে যাওয়া, তা গৃহীগণের **নিঃশ্রেয়সায়**—পরমমঙ্গল বিধানে **কল্পতে**—সমর্থ হয়। ইহাই গৃহীগণের অপেক্ষিতও বটে। **নৃণাম্ গৃহিণাং**—গৃহীগণের মধ্যেও মনুষ্যগণেরই (মঙ্গল বিধানে সমর্থ্য) দেবতাদের নয়। এবং মনুষ্যগণের মধ্যেও গৃহীগণেরই (মঙ্গল বিধান সমর্থ)—ব্রহ্মচারীদের নয়। এর মধ্যেও আবার **দীনচেতসাম্**—যাঁদের চিত্তে তৃণাদপি সুনীচ ভাব বর্তমান, তাঁদেরই (মঙ্গল বিধানে সমর্থ)—কারণ এদের প্রতিই মহৎকৃপাধিক্য। নিজেদের উত্তমমাননাকারী কঠোর বক্র চিত্ত জনদের প্রতি নয়॥ বি০ ৪॥

৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** জ্যোতিষাং গ্রহাণাময়নমিতি—'করণে ল্যুট'। অয়তে-র্গত্যর্থতয়া জ্ঞানার্থত্বাৎ করণস্যাপি হেতুত্বাৎ তৎপ্রতিপাদকমিত্যেবার্থঃ; তচ্চ প্রণীতমিত্যুক্ত্যা জ্যোতিঃশাস্ত্র-মিত্যেব পর্য্যবসীয়তে। কীদৃশং তৎ জ্ঞানম্? জ্ঞানান্তরস্যাপি সাধনং, তথা অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়াগোচর-জ্ঞান-জনকত্বাত্তদতিক্রান্তম্; তদেবং বিশেষণদ্বয়স্যাতীন্দ্রিয়জ্ঞানসাধনমিত্যেব নির্গলিতোঽর্থঃ; যদ্বা, অয়নং জ্ঞান-সাধনং শাস্ত্রমিত্যর্থঃ, যদ্‌যস্মাত্তত্তদ্‌বেদাদিষু বিখ্যাতমতীন্দ্রিয়ং জ্ঞানং স্যাৎ ইতি পরং পূর্ব্বজন্মবৃত্তম্, অবরম্—এতজ্জন্মভাবিফলং তদ্‌বেদেতি বলয়োস্তত্ত্ববতা কথনীয়মিতি ভাবঃ। তত্র পূর্ব্বজন্মবৃত্তজিজ্ঞাসা তু পূর্ব্ব-জন্মনি শুভাদস্মিন্নপি শুভং ভাবীত্যভিপ্রায়েণ, অতএবাগ্রে শ্রীভগবতঃ পূর্ব্ববৃত্তকথনম্। পুমান্ যঃ কশ্চিৎ পুরুষ ইতিতচ্ছাস্ত্রস্য সুগমত্বাদি-গুণ উক্তঃ॥ জী০ ৫॥

৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ জ্যোতিষাময়নং**—'অয়ন'—যার দ্বারা গমন করা হয়—গমনার্থ ধাতুর জ্ঞানার্থ ব্যবহারে—যদ্দারা জ্ঞানের অধিগম হয়—জ্যোতিষাদি শাস্ত্র গ্রহগণের প্রতি-

৬। ত্বং হি ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সংস্কারান্ কর্ত্তুমর্হসি।
বালয়োরনয়োর্নৃণাং জন্মনা ব্রাহ্মণো গুরুঃ॥

৬। অন্বয় ঃ ত্বং হি ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠঃ (মহাভাগবতোত্তমঃ) জন্মনা ব্রাহ্মণঃ নৃণাং গুরুঃ অনয়োঃ বালয়োঃ (যশোদা রোহিণী কুমারয়োঃ) সংস্কারান্ (নামকরণাদীন্) কর্ত্তুমর্হসি (কুরু)।

৬। মূলানুবাদ ঃ আপনি যে কেবল জ্যোতিষশ্রেষ্ঠ, তাই নয়। আপনি মহাভাগবতোত্তম। অতএব এ বালদ্বয়ের সংস্কারকার্য করবার যোগ্যপাত্র।ব্রাহ্মণ তো শুধু জাতির বলেই মনুষ্য মাত্রের গুরু।

পাদক **প্রণীতং**—ইহা আপনার দ্বারা প্রণীত—'প্রণীত' এই বাক্য প্রয়োগে—ইহা যে জ্যোতিঃশাস্ত্র তাই বুঝা যাচ্ছে সেই জ্ঞান কিরূপ? অপর জ্ঞানেরও সাধন, তথা **অতীন্দ্রিয়ম্**—ইন্দ্রিয় অগোচর জ্ঞানজনক বলে তাকেও অতিক্রান্ত করে বর্তমান। এইরূপে বিশেষণ দ্বয়ের নির্গলিত অর্থ হচ্ছে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান সাধন জ্যোতিঃশাস্ত্র। অথবা, **অয়নং**—জ্ঞান সাধন শাস্ত্র। **যৎ**—যার থেকে **তৎ**—আপনাদের ভিতরে বিখ্যাত অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বিরাজিত। **পরাবরম্**—'পরং' পূর্বজন্মবৃত্তান্ত। 'অবরম' এই জন্মের ভাবী ফল। এই শাস্ত্র থেকেই লোকে এই সব জানে। অতএব প্রার্থনা আপনি কৃপা করে এই বালকের এই সব বলুন এখানে পূর্বজন্মবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসার হেতু—পূর্ব জন্মের শুভ থেকে এই জন্মের শুভও জন্মায়। এই প্রার্থনার উত্তরেই অগ্রে শ্রীভগবানের পূর্ব বৃত্তান্ত কথন। পুমান্ যে কোন ব্যক্তি—এর দ্বারা এই শাস্ত্রের সুগমত্ব বলা হল॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ বালকদ্বয় নামকরণার্থং প্রার্থনা বীজং সৃজন্নাহ। জ্যোতিষাং গ্রহাদীনাং অয়নং জ্ঞাপকং জ্যোতিঃশাস্ত্রং যদ্যতঃ অতীন্দ্রিয়ং জ্ঞানং ভবেত্তদ্ভবতা জ্ঞায়ত ইতি কিং বক্তব্যং ত্বয়া প্রণীতং কৃতং যেনান্যোঽপি পুমান্ পরমুত্তরকাল ভাবি বস্তু অপরং পূর্ব্বকালভূতং বস্তু বেদ জানাতি তেন বার্দ্ধকে মম জাতস্য পুত্রস্য জন্মলগ্নাদিকং বিচার্য্য হস্তপাদাদি লক্ষণঞ্চ দৃষ্ট্বা ভদ্রাভদ্রাদিকং কথনীয়মিতি ভাবঃ॥বি০৫॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বালকদ্বয়ের নামকরণের জন্য প্রার্থনার উপক্রম করে বললেন **জ্যোতিষা ময়নং**—গ্রহাদির—জ্ঞাপক—জ্যোতিষ শাস্ত্র। **যদ্**—যার থেকে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান হয়, তা আপনি জানেন, এ আর বলবার কি আছে, ইহা আপনার দ্বারা **প্রণীতং**—নির্মিত; যার অধ্যায়নে অন্য লোকেও **পরাবরম্**—পরম্' ভবিষ্যতে যা হবে সেই বস্তু, 'অবরম্' অতীতকালে যা হয়েছিল সেই বস্তু **বেদ**—জানে। অতএব বার্ধক্যে জাত আমার এই পুত্রের জন্মলগ্নাদি বিচার করে ও হস্তপদাদি লক্ষণ দেখে ভালমন্দ সব বলে দিন, এইরূপ ভাব॥ বি০ ৫॥

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ হি যতো ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো—মহাভাগবতোত্তমত্বাৎ, অতএব সংস্কারান্ জাত্যনুরূপান্ জন্মনা জাত্যৈব, কিং পুনর্জ্ঞানাদিনেত্যর্থঃ॥ জী০ ৬॥

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ আপনি **হি**—যেহেতু, ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ হওয়ারার কারণ আপনি ভাগবতোত্তম। অতএব জাতি অনুরূপ সংস্কার কার্য করবার যোগ্য। **জন্মনা**—জাতির গুণেই আপনি যোগ্য, জ্ঞানের কথা আর বলবার কি আছে॥ জী০ ৬॥

শ্রীগর্গ উবাচ।

৭। যদূনামহমাচার্য্যঃ খ্যাতশ্চ ভুবি সর্ব্বদা
সুতং ময়া সংস্কৃতং তে মন্যতে দেবকীসুতম্॥

৮। কংসঃ পাপমতিঃ সখ্যং তব চানকদুন্দুভেঃ।
দেবক্যা অষ্টমো গর্ভো ন স্ত্রী ভবিতুমর্হতি॥

৯। ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ শ্রুত্বা দেবক্যা দারিকাবচঃ।
অপি হন্তাগতাশঙ্কস্তর্হি তন্নোঽনয়ো ভবেৎ॥

৭-৯। অন্বয়ঃ শ্রীগর্গ উবাচ—অহং যদূনাম্ আচার্যঃ সর্ব্বদা ভুবি খ্যাতঃ চ (অতএব) ময়া সংস্কৃতং তে সুতং (দেবকী সুতং) মন্যতে (জনঃ কংসো বা জ্ঞাস্যতি)।

পাপমতিঃ কংসঃ তব আনকদুন্দুভেঃ (বসুদেবস্য) সখ্যং, দেবক্যাঃ অষ্টমোগর্ভঃ স্ত্রী ভবিতুং ন অর্হতি দারিকাবচঃ শ্রুত্বা (যোগমায়ায়া বাক্যং আকর্ণ্য) ইতি চ সঞ্চিন্তয়ন্ (নির্ধারয়ন্) গতাশঙ্কঃ অপি (যদি) হন্তা (অস্যঃ শিশোঃ বিনাশকঃ ভবতি) তর্হি তং নঃ (অস্মাকং) অনয়ঃ অনিষ্টং) ভবেৎ।

৭-৯। মূলানুবাদঃ তোমার সঙ্গে যে বসুদেবের সখ্যভাব, তা পাপমতি কংসের জানা, আরও 'তোমার বধকর্তা কোনও স্থানে বাড়ছে' দেবকীকন্যার এই আকশবাণী অনুসারে তার ধারণা হয়ে আছে, দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান কখনও কন্যা হতে পারে না—এই অবস্থায় এখন যদুকুলের আচার্যরূপে পৃথিবীর সর্বত্র পরিচিত আমি তোমার পুত্রের নামকরণ সংস্কার করলে দেবকীপুত্রঘাতক কংস যদি আশঙ্কাগ্রস্ত হয়ে উঠে তবে আমাদের এই সংস্কার কর্ম মহা অন্যায় রূপে পরিগণিত হবে।

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কিঞ্চ এতাদৃশমহানুভাবস্যপি তব মদ্গৃহাগমনং মন্নিশ্রেয়সায়ৈব তচ্চ মম নিঃশ্রেয়সমৈহিকং পারলৌকিকঞ্চ তত্রৈহিকং নিঃশ্রেয়সমস্য নিষ্পাদ্যমেকং ত্বচ্চরণেষু নিবেদয়ামি কৃপয়া শৃণ্বিত্যাহ ত্বমিতি। ন কেবলং জ্যোতির্বিদামেব ত্বং শ্রেষ্ঠ ইতি ভাবঃ। তেনোভয়গুণযুক্তত্বাত্ত্বমেব দৈবজ্ঞো মন্ত্রবিচ্চ কর্ত্তুমর্হসীত্যর্থঃ। নন্বু তদ্গুণাকরণীয়মিতি চেত্তত্রাহ নৃণামিতি॥ বি০ ৬॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আরও এতাদৃশ মহানুভব আপনার আমার ঘরে আগমন আমার মঙ্গলের জন্যই হয়েছে। সেই মঙ্গল দু প্রকার—ঐহিক এবং পারলৌকিক। এর মধ্যে ঐহিক মঙ্গল যা আজ নিষ্পাদ্য, তাই আপনার চরণে নিবেদন করছি, কৃপা করে শুনুন—এই আশয়ে ত্বম ইতি। **ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠ**—আপনি যে কেবল জ্যোতিষগণের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ তাই নয়—আপনি ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ, কারণ আপনি মহাভাগবতোত্তম। তাই উভয় গুণযুক্ত বলে দৈবজ্ঞ এবং মন্ত্রবিদ্ আপনিই সংস্কার কার্য করবার উপযুক্ত পাত্র। আচ্ছা, এতো গুরুদেব দ্বারাই করণীয়। এর উত্তরে বলা হচ্ছে—নৃণাম্ ইতি। অর্থাৎ জাতির গুণেই ব্রাহ্মণ মনুষ্যগণের গুরু॥ বি০ ৬॥

৭-৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ যদূনামিতি ত্রিকম্। সর্ব্বতঃ সর্ব্বস্যাং পাপমতির্দুষ্ট-বুদ্ধিঃ, অপি হন্তা ইতি সম্ভাবনার্থস্যাপি শব্দস্য যদীত্যর্থঃ,হন্তা দেবকীপুত্রাদিহননশীলঃ কংসো যদি প্রাপ্তাশঙ্কঃ স্যাত্তর্হি সংস্কারকর্ম্মাস্মাকং মহানেবানয়োঽন্যায়রূপঃ স্যাদিত্যর্থঃ। টীকায়ান্তু হন্তা গন্তা তদা সত্য এবেতি ব্যাখ্যেয়ম্॥

তত্রেদং জ্ঞেয়ম্—বিবিক্তে নামকরণদিৎসয়া ভয়মুৎপাদয়তি, বস্তুতস্তু গত্যর্থাদ্ধন-ধাতোর্গমনেন প্রাপ্স্যতি আয়াস্যতীত্যর্থঃ। অপীত্যেব পাঠো যুক্তঃ। যদ্যপি দেবকীকন্যা-বাক্যে—'জাতঃ খলু তবান্তকৃৎ' (শ্রীভা০ ১০।৪।১২) যত্র ক্বচিৎ পূর্ব্বশত্রুরিত্যুক্ত্যা প্রত্যুতানকদুন্দুভি-সম্বন্ধশঙ্কাপযাত্যেব, তথা তাদৃশবদ্ধস্য পুত্রসঞ্চারে সখ্যমপ্যকিঞ্চিৎকরং স্যাৎ, তথাপি পাপমতিত্বাদ্দুর্ম্মন্ত্রপ্রবীণত্বেনেদমাশঙ্কিষ্যত এবেতি ভাবঃ। মচ্ছত্রুরেবাসৌ অস্য পুত্রতয়া জাতঃ, কিন্ত্বস্যৈব শিক্ষয়া দারিকায়মানো মাং ছলয়ন্ নন্দগৃহং প্রবিষ্ট ইতি॥

৭-৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ যদূনাম্ ইতি—এই তিনটি শ্লোকে শ্রীগর্গ বলছেন—কংস সর্বতোভাবে সকলের সম্বন্ধেই **পাপমতিঃ**—দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন। **অপি হন্তা ইতি**—সম্ভাবনা সূচক 'অপি' শব্দে এখানে 'যদি'। 'হন্তা' দেবকীপুত্র হননশীল কংস যদি প্রাপ্ত-আশঙ্ক্য হয়, তবে আমাদের এই সংস্কার কর্ম একটা মহান্ অন্যায় কর্ম হবে। 'হন্তা' শব্দের অর্থ 'গন্তা' ধরলে ব্যাখ্যা এইরূপ হবে—নির্জনে নামকরণাদির ইচ্ছায় গর্গাচার্য নন্দমহারাজের চিত্তে ভয় জন্মাচ্ছেন—'হন্তা' হননশীল কংস ইত্যাদি কথায়। বস্তুতঃ হন্ ধাতুর অর্থ 'গতি' ধরে ['হন্তা'—গমনেন প্রাপ্স্যতি আয়াস্যতি ইত্যর্থঃ] অর্থ হবে, যদি কংস এসে যায়। যদ্যপি দেবকী কন্যা মায়ার বাক্যে [জাতঃ খলু তবান্তকৃৎ—ভা০ ১০।৪।১২] এইরূপ উক্ত হল, যথা—'তোমার পূর্বশত্রু গোকুলে কোনও এক স্থানে আছে'—এর দ্বারা বসুদেব সম্বন্ধে আশঙ্কা দূর হয়ে গেল—তথা তাদৃশ জেল-বন্দির পক্ষে নন্দের পুত্র সঞ্চার সম্বন্ধে (মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ পাঠিয়ে) সখ্যতাও অকিঞ্চিৎকর—তথাপি কংস পাপমতি হেতু দুষ্টমন্ত্রণার প্রবীণতায় আশঙ্কা করবে, আমার জাত শত্রু বিষ্ণু বসুদেবের পুত্ররূপে জাত—কিন্তু এই বসুদেবের শিক্ষায় ঐ কন্যারূপে আমাকে ছলনা করে নন্দগৃহে গিয়ে প্রবেশ করে আছে॥ জী০ ৭-৯॥

৭-৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ স্বয়ং বিভ্যদত্যুৎসাহিনং নন্দঞ্চ কংসাদ্ভীষমাণঃ সুগুপ্তমেবৈতৎ কারয়েত্যভিপ্রায়েণ প্রত্যাচক্ষাণ ইবাহ যদূনামিতি। তব যদুত্বেঽপি ক্ষত্রিয়ত্বাভাবান্ন যদুত্বখ্যাতিঃ। অহন্তু যদুপুরোহিতত্বেন খ্যাতঃ মৎকৃত্যমিদং ন গুপ্তং স্থাস্যতীতি ভাবঃ॥

সর্ব্বতঃ সর্ব্বাস্যাং মন্যতে মংস্যতে নন্বেতাবৎ কোঽনুসন্ধাস্যতে তত্রাহ কংসস্তদপি ত্বয়িতু ব্রহ্মবাদিনি সোঽপি ন দ্রোহমাচরিষ্যতীতি চেদত আহ পাপমতিঃ। মাদৃশান্ জিঘাংসত্যেবেতি ভাবঃ। কিঞ্চ তদাপ্য-বশ্যমপকরিষ্যত্যেবেত্যাহ সখ্যমিতি। বসুদেবদ্রোহিণঃ কংসস্য বসুদেবসখে ত্বয্যপি দ্রোহসম্ভবাদিতি ভাবঃ। তত্রৈবং কুযুক্তিং ত্রক্ষ্যতীত্যাহ দেবক্যা ইতি দেবকীদারিকাবচঃ শ্রুত্বা অষ্টমো গর্ভো ন স্ত্রীভবিতুমর্হতীতি চিন্তয়ন্ ইত্যন্বয়ঃ। মচ্ছত্রুর্বিষ্ণুরেব দেবক্যা গর্ভে জাত এব কিন্তু বসুদেবশিক্ষয়া তস্য সখ্যুর্নন্দস্য গৃহে প্রবিষ্ট ইতি। দেবকীদারিকা বচ ইতি মদিষ্টদেবী দুর্গৈব দেবকীদারিকারূপা ভূত্বা যত্র ক্বচিজ্জাত ইতি পদেন

শ্রীনন্দ উবাচ।

**১০। অলক্ষিতোঽস্মিন্ রহসি মামকৈরপি গোব্রজে।
কুরু দ্বিজাতিসংস্কারং স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকম্॥**

১০। অন্বয় ঃ শ্রীনন্দ উবাচ—অস্মিন্ গোব্রজে (গোষ্ঠে) মামকৈঃ অপি (মমজনৈরপি) অলক্ষিতঃ রহসি (গূঢ়ং) স্বস্তিবাচপূর্বকং দ্বিজাতি সংস্কারং (দ্বিজাতীনাং সংস্কারমাত্রং) কুরু।

১০। মূলানুবাদ ঃ শ্রীনন্দমহারাজ বললেন—হে আচার্য! এই গোশালার একান্ত নির্জন স্থানে, আমার আত্মীয় স্বজনদেরও অজ্ঞাতে কেবল স্বস্তিবাচন করেই দ্বিজাতি-সংস্কার করে দিন।

দেবক্যামপি জন্মসম্ভাব্যবিষ্ণুনিষেধশঙ্কয়ৈব মাং স্পষ্টমনুক্ত্বা তমন্বিষ্য শীঘ্রং জহীতি মামভিব্যঞ্জয়ামাসেতি চিন্তয়ন্ তদন্বেষণে প্রবৃত্তো মন্নামকরণলিঙ্গেন আগতো নন্দগৃহে বসুদেবসুতোঽস্তীত্যাশঙ্কা যস্য তথাভূতঃ সন্নাগত্য যদি হন্তা হনিষ্যতি তর্হি নোঽস্মাকং মহান্ অনয়ঃ। যদীতি অপীতি চ পাঠঃ॥ বি° ৭-৯॥

৭-৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ নিজে ভয় পাচ্ছেন, তাই অতি উৎসাহী নন্দকে কংসের ভয় দেখিয়ে—এই কার্য অতি গোপনে করাও, এই অভিপ্রায়ে বিরুদ্ধবাদীর মতো বলছেন—যদূনাম্ ইতি। আপনি যদুকুলোদ্ভব হলেও ক্ষত্রিয় নন বলে আপনার যাদব বলে খ্যাতি নেই। কিন্তু আমি যদুকুল পুরোহিত বলে বিখ্যাত এই সংসারে। অতএব আমার কৃত এই সংস্কার কার্য গোপন থাকবে না, সন্দেহের সৃজন করবে। এইরূপ কথার ধ্বনি।

আচ্ছা, সর্বত্র সকলে সংশয় করবে, এই যে কথাটা বলা হল, একি ঠিক হল? কে এতটা অনুসন্ধানপর হয়ে বসে আছে, এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—অহো সে হল কংসরাজ, আর হে নন্দ, তুমি হলে ব্রহ্মবাদী, সে কি তোমার আচরণের দ্রোহ না করে পারে? তবু যদি প্রশ্ন তোল, না করবে না—এরই উত্তরে বলছি শোন—সে হল 'পাপমতি', আমাদের মতো লোকদের হত্যা করবার চেষ্টা সে করবেই। আর তোমার অনিষ্ট তো অবশ্য করবে—এই আশয়ে বলা হচ্ছে **সখ্যং**—বসুদেব দ্রোহী কংসের বসুদেব-সখা তোমার প্রতি দ্রোহ করার সম্ভাবনা অবশ্য করা যায়। এখানে এইরূপ কুযুক্তি দাঁড় করান হচ্ছে—**দেবক্যা ইতি**—দেবকী-কন্যার বাক্য শুনে কংস চিন্তা করতে লাগলেন—অষ্টমগর্ভ স্ত্রী হবে, এরূপ ধরে নেওয়া সমীচীন হয় নি দেখছি। আমার শত্রু বিষ্ণুই দেবকী গর্ভে নিশ্চয় জাত হয়েছে, কিন্তু বসুদেবের শিক্ষানুসারে তার সখা নন্দের ঘরে প্রবিষ্ট হয়ে আছে। **দেবকীদারিকা বচ ইতি**—আমার ইষ্টদেবী দুর্গাই দেবকীকন্যা হয়ে আকাশবাণী করলেন—'তোমাকে যে বধ করবে, সে কোনও এক স্থানে জন্ম নিয়েছে'। এইরূপে অস্পষ্ট কথায় বিষ্ণুর জন্মস্থান সম্ভাবনার মধ্যে ফেলে দিয়ে দেবী যেন ইঙ্গিত করছেন, তাকে অন্বেষণ করে বের করে শীঘ্র বধ বধ কর। এইরূপ চিন্তা করত তার শত্রুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত কংস আমার এই নামকরণ-লক্ষণ ধরে 'নন্দঘরে বসুদেবপুত্র আছে' এরূপ আশঙ্ক করে এখানে এসে পড়ে যদি **হন্তা**—হত্যা করে, তা হলে আমাদের মহান্ এক অনর্থপাত হবে॥ বি° ৭-৯॥

শ্রী শুক উবাচ।

১১। এবং সম্প্রার্থিতো বিপ্রঃ স্বচিকীর্ষিতমেব তৎ।
চকার নামকরণং গূঢ়ো রহসি বালয়োঃ॥

১১। অন্বয় ঃ শ্রীশুক উবাচ—[পরীক্ষিতং প্রতি] এবং সংপ্রার্থিতঃ বিপ্রঃ (গর্গঃ) স্বচিকীর্ষিতং এব (স্বাভিলষিতম্ এব) তৎ বালয়োঃ নামকরণং গূঢ়ঃ (গুপ্তসন্) রহসি (নর্জনে) চকার (সম্পাদিতবান্)।

১১। মূলানুবাদ ঃ গর্গাচার্যের নিজেরও ইচ্ছা ছিল এইরূপই, তাই নন্দ কর্তৃক এইরূপে সানুনয়ে প্রার্থিত হয়ে বালক দ্বয়ের নামকরণ নির্জনে চুপি চুপি করে দিলেন।

১০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ গোব্রজ ইতি—স্থানসংস্কারানপেক্ষা চ দর্শিতা; রহসীতি—দিনে গবাং সপালানাং বনে গমনাৎ। দ্বিজাতিসংস্কারং যথাস্বং ক্ষত্রবৈশ্যানুরূপ নামকরণলক্ষণম্; 'পুণ্যাহ-স্বস্তি-ঋদ্ধয়ঃ'—ত্রিস্ত্রিরুক্ত্যা স্বস্তিবাচনং স্যাৎ। স্বস্তিবাচনমন্ত্রাণাং পঠনঞ্চ স্বস্তিবাচনম্; যথা—'পুনন্তু মা দেবজনাঃ পুনন্তু মনসা ধিয়ঃ। পুনন্তু বিশ্বা ভূতানি জাতবেদঃ পুনীহি মাম্॥'—ইত্যাদি-মন্ত্রাঃ; তচ্চ সর্ব্ব-কর্মস্বাবশ্যকং, ন বহির্লোকবেদ্যঞ্চ, অতঃ কেবলং তৎপূর্ব্বকম্॥ জী০ ১০॥

১০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ গোব্রজে ইতি—গোশালায় (সংস্কার কর্ম করুন)—এইরূপে স্থান সম্বন্ধে বাইরের কারুর অপেক্ষাশূন্যতা দেখান হল। **রহসি**—নির্জনে, দিনে ধেনুবৃন্দ রাখালদের সহিত বনে যাওয়া হেতু নির্জন। **দ্বিজাতি সংস্কারং**—যথাযথ ক্ষত্রীয়-বৈশ্য জাতি অনুরূপ নামকরণলক্ষণ দ্বিজাতি-সংস্কার। **স্বস্তিবাচন**—মঙ্গলকর্মার ম্ভ কর্মের বিঘ্নশান্তির জন্য অভ্যর্থিত ব্রাহ্মণ দ্বারা পুণ্যাহ, স্বস্তি ও ঋদ্ধি—এই তিনেরই তিনবার বাচন স্বস্তিবাচন-মন্ত্রের পঠনও স্বস্তিবাচন, যথা—'পুনন্তু মা দেবজনাঃ পুনন্তু মনসা ধিয়ঃ। পুনন্তু বিশ্বা ভূতানি জাতবেদঃ পুনীহি মাম্॥' ইত্যাদি মন্ত্র। ইহা সর্ব কর্মেই আবশ্যক বহির্লোক বেদ্যও নয়—অতএব কেবল স্বস্তিবাচন পূর্বক মূল কর্ম আরম্ভ করুন, এরূপ বলা হল॥ জী০ ১০॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ভাগ্যবশাদেব মদ্গৃহমায়াতমীদৃশমাচার্য্যং কদা পুনরহং লপ্স্যে তস্মাদ্বাদিত্রাদ্যুৎসবাঙ্গং দিনান্তরে সবিস্তারং করিষ্যে সাম্প্রতমস্য কেবলং শাস্ত্রীয়মাবশ্যকং কৃত্যমেবৈতদ্দ্বারা কারয়ামীতি মনসি বিভাব্যাহ—অলক্ষিত ইতি। মামকৈর্ভ্রাত্রাদিভিরপি গোব্রজে ইতি স্থানস স্কারোঽপি নাপেক্ষ্যঃ। রহসীতি দিনে সপালানাং গবাং বন গমনাৎ। দ্বিজাতিসংস্কারং বালয়োরনয়োঃ ক্ষত্রবৈশ্যানুরূপ নামকরণং লক্ষণং। পুণ্যাহস্বস্তিঋদ্ধয়স্ত্রি স্ত্রিরুক্ত্যা স্বস্তিবাচনং ভবেৎ তস্য সর্ব্বকর্ম্মস্বাবশ্যকত্বাৎ তৎপূর্ব্বকম্॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ভাগ্যবশে আজ আমার ঘরে আগত—ঈদৃশ আচার্য কবে আবার আমি পাবো—অতএব বাদ্যাদি উৎসবাঙ্গ অন্যদিন সবিস্তারে করা যাবে, সম্প্রতি অদ্য কেবল শাস্ত্রীয় আবশ্যক কর্ম এঁর দ্বারা করান যাক্। মনে মনে এরূপ চিন্তা করে বললেন—অলক্ষিত ইতি। **মামকৈ**—ভাইদেরও অলক্ষিতে। **গোব্রজে**—গোশালা পবিত্র স্থান, কাজেই স্থান সংস্কারেরও অপেক্ষা নেই।

শ্রীগর্গ উবাচ।

১২। অয়ং হি রোহিণীপুত্রো রময়ন্ সুহৃদো গুণৈঃ।
আখ্যাস্যতে রাম ইতি বলাধিক্যাদ্বলং বিদুঃ।
যদূনামপৃথগ্ ভাবাৎ সঙ্কর্ষণমুশন্ত্যপি॥

১২। **অন্বয়ঃ** অয়ং রোহিণী পুত্রঃ হি গুণৈঃ সুহৃদঃ (বান্ধবান্) রময়ন্ (আনন্দয়ন্) রামঃ ইতি আখ্যাস্যতে, বলাধিক্যাং বলং বিদুঃ (জনাঃ জানন্তি) যদূনাম্ অপৃথগ্ভাবাৎ (ভবদীনাং বসুদেবাদীনাম্ উভয় কুলস্যাকর্ষণাৎ) সঙ্কর্ষণং (সম্যক্ কর্ষতি ইতি সঙ্কর্ষনঃ তং) অপি উশন্তি (বক্ষ্যন্তি)।

১২। **মূলানুবাদ ঃ** গর্গাচার্য বললেন—এই যে রোহিণীনন্দন নামক বালকটি এ নিজ গুণে বন্ধুবর্গকে আনন্দ দান করবে বলে রাম নামে বিখ্যাত হবে। বলের প্রাচুর্যে উচ্ছল, তাই লোকে একে 'বল' নামে জানে। আর তোমাদের সকল যাদবের এতে সমান পিতৃভাব থাকায় দুই কুলকেই নিজেতে আকর্ষণ করত 'সঙ্কর্ষণ' নামে অভিহিত হবে।

রহসি ইতি—নির্জনে—কারণ দিনের বেলায় রাখালদের সহিত ধেনুবৃন্দের বন-গমন হয়েছে। **দ্বিজাতি সংস্কারং**—রামকৃষ্ণ এই দুজনের ক্ষত্রিয়-বৈশ্য অনুরূপ নামকরণ-লক্ষণ মঙ্গল আচরণ করুন। **স্বস্তিবাচন**—পুণ্যাহ, স্বস্তি ও ঋদ্ধি—এই তিনেরই তিনবার বাচন। স্বস্তিবাচন মন্ত্রের পাঠনও স্বস্তিবাচন। ইহা সর্বকর্মেই আবশ্যক হেতু এইটি পূর্বে পাঠ করে নেওয়ার কথা হল॥ জী° ১০॥

১১। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** তদ্ব্রজজনৈরপ্যলক্ষিততয়া রহসি তাদৃশসংস্কারমাত্রকরণং স্বস্য কর্ত্তুমিষ্টমেব। নন্ু শ্রীভগবদৈশ্বর্য্যাভিজ্ঞেন তেন কুতস্তৎকৃতৌ সঙ্কোচো ন কৃতঃ? তত্রাহ—বালয়োরিতি, লোকহিতার্থং স্বভক্তপ্রমোদার্থং প্রকটিত-বাল্যলীলয়োস্তয়োস্তদনুরূপা লীলা তদীয়ৈশ্বর্য্য-জ্ঞানিনামপি মোহিনীতি ভাবঃ। তত্র রহঃস্থানে বালকদ্বয়ানয়ন-তদ্দর্শনজ গর্গানন্দ শুভাশীর্ব্বাদাদিবর্ণনমূহ্যম্॥ জী° ১১॥

১১। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ** সেই ব্রজজনদেরও অলক্ষিত ভাবে নির্জনে তাদৃশ সংস্কারমাত্র কর্ম গর্গাচার্যের নিজেরও করারই ইচ্ছা। আচ্ছা শ্রীভগবদ্ঐশ্বর্য-অভিজ্ঞ গর্গাচার্য সেই কর্ম করতে সঙ্কোচ কেন করলেন না? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—**বালয়ো ইতি**—লোকহিতার্থ ও স্বভক্ত-প্রমোদার্থ প্রকটিত বাল্যলীলা রাম-দামোদরের তদোচিত লীলা শ্রীগর্গাদি তদীয় ঐশ্বর্যজ্ঞানিদেরও মোহিনী ইতি ভাব। সেই নির্জন স্থানে বালকদ্বয়ের আনায়ন এবং তদ্দর্শনজ গর্গানন্দ ও গর্গের শুভাশীর্বাদ প্রভৃতি বর্ণন উহ্য আছে॥ জী° ১১॥

১২। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** অয়ং বৈ ইতি সার্দ্ধকম্, অয়ং হীতি ক্বচিৎ; অয়মিত ঙ্গুল্যা নির্দিশ্য করেণ স্পৃষ্ট্বা বা বোধয়তি, এবমগ্রেঽপ্যস্যেতি তত্র প্রকটার্থঃ; রোহিণীপুত্র ইত্যেতদপ্যেকং নামেত্যর্থঃ; শ্রীবসুদেবাদীন্ ভবদাদীংশ্চ। আখ্যাস্যৎ ইতি—নাম্নোঽস্য মৎকর্তৃকত্বং ব্যাজমাত্রমেব, কিন্তু তাদৃশতয়া স্বয়মেব খ্যাতির্ভবিষ্যতীত্যর্থঃ; এবমুত্তরত্রাপি। বিদুরিতি—বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবত্ত্বম্ এবমুত্তরত্রাপি

এনমিতি শেষঃ। যদূনাং শ্রীবসুদেবাদীনাং ভবদাদীনাঞ্চাপৃথগ্‌ভাবান্নির্বিশেষ-পিতৃত্বাদি-ভাবাৎ তেনোভয়-কুলস্যাপি স্বস্মিন্নাকর্ষণাদিত্যর্থঃ। এষামপি যাদবত্বেন তদৈক্যং, দ্বারকাতো ব্রজমাগতস্য রামস্য বচনেন হরিবংশে ব্যক্তম্—'প্রত্যুবাচ ততো রামঃ সর্ব্বাস্তানভিতঃ স্থিতান্। যাদবেষ্বপি সর্ব্বেষু ভবন্তো মম বান্ধবাঃ॥' ইতি, 'যদূনামহমাচার্য্যঃ' ইতি তু প্রসিদ্ধিমাত্রমবলম্ব্য প্রোক্তম্। অপি-শব্দাৎ নামান্তরাণ্যপি সূচিতানি। উতেতি পাঠে স এবার্থঃ। প্রকটার্থে তু শোভনং হৃদ্‌যেষাং তান্ সাত্বতান্ আত্মারামাদীন্ রময়ন্ রামঃ, বিদুর্জনাস্তীতি নাম্নাং সদাতনত্বং ব্যঞ্জয়তি, এবমুত্তরত্রাপি। কিঞ্চ, সংকর্ষণনাম্নোঽপি নিরুক্ত্যন্তরম্ অপি-শব্দাজ্‌জ্ঞেয়ম্॥ জী০ ১২॥

১২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অয়ং হি—'অয়ং'—অঙ্গুলি নির্দেশে বললেন এই বালকটি, অথবা হাতে গা ছুঁয়ে বললেন এই বালকটি। **রোহিণীপুত্রঃ ইতি**—'রোহিণীপুত্র'—এই একটি নাম। **সুহৃদো**—শ্রীবসুদেবাদিকে এবং তোমাদিকে। **আখ্যাস্যৎ ইতি**—আমি এর নাম করণ করছি, এ ছলমাত্র, কিন্তু তাদৃশভাবে নিজে নিজেই প্রখ্যাত হবে। **যদূনাম্ অপৃথগ্‌ভাবাৎ**—'যদূনা' শ্রীবসু-দেবাদির এবং তোমাদের এই বালকে 'অপৃথগ্' নির্বিশেষ পিতৃত্বাদি ভাব হেতু এই বালকের দ্বারা নিজেতে উভয় কুলেরই আকর্ষণ হেতু নাম হবে সঙ্কর্ষণ। শ্রীনন্দাদিও যাদব হওয়া হেতু শ্রীনন্দ-বসুদেবের মধ্যে ঐক্য। এই কথা দ্বারকা থেকে ব্রজে আগত রামের বাক্যে শ্রীহরিবংশে ব্যক্ত আছে, যথা—"তাকে ঘিরে দাঁড়ানো নন্দাদির প্রতি রাম বললেন—সকল যাদবের মধ্যেও আপনারা আমার বান্ধব অতি প্রিয়।" এই-রূপে 'যদুদের মহাচার্য'—এইরূপ প্রসিদ্ধিমাত্র অবলম্বন করেই কিন্তু বলা হয়েছে এখানে সাত শ্লোকে। 'অপি' শব্দে অপর নামও যে আছে, তাই সূচিত হল। প্রকাশ্য অর্থ ঃ শোভন হৃদয় যাঁদের সেই আত্মা-রামদের রমণ অর্থাৎ আনন্দ দান করা হেতু **বিদুঃ**—এই জগতে রাম নামে জানবে, এইরূপে নামের নিত্যতা ধ্বনিত হল। আরও, সঙ্কর্ষণ নামেরও অপর বুৎপত্তিগত অর্থ হবে, 'অপি' শব্দে এইরূপ জানতে হবে॥ জী০ ১২॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ যদূনাং বসুদেবাদীনাং ভবদাদীনাঞ্চ অপৃথগ্‌ভাবাৎ নির্ব্বিশেষপিতৃত্বাদি ভাবাৎ স্বস্মিন্নুভয়কুলস্যাকর্ষণাৎ। তচ্চ হরিবংশে—প্রত্যুবাচ ততো রামঃ সর্ব্বাংস্তান ভিতঃস্থিতান্। যাদ-বেষ্বপি সর্ব্বেষু ভবন্তো মম বল্লভা ইতি তদ্বচনেনৈব ব্যক্তং গর্ভসঙ্কর্ষণন্তু ন প্রকাশয়তি॥ বি০ ১২॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ যদূনামপৃথক্‌ভাবাৎ—শ্রীগর্গমুনি বললেন—হে নন্দ! বসুদেবাদির এবং তোমাদের সকল যদুগণের অভিন্ন পিতৃভাবাদি থাকা হেতু বলরামের নিজেতে উভয়কুলের আকর্ষণ থাকা হেতু নাম হল সঙ্কর্ষণ। ইহা তার বচনেই ব্যক্ত আছে, যথা—"অতঃপর রাম পার্শ্বস্থিত তাদের সকলের প্রতি বললেন—সকল যাদবগণের মধ্যে আপনারা আমার প্রিয়" দেবকীর গর্ভ থেকে আকর্ষণ করে এনে রোহিণী মায়ের গর্ভে-যে স্থাপন, তা কিন্তু প্রকাশ করলেন না গর্গমুনি এখানে॥ বি১২॥

১৩। আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্যগৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

১৩। অন্বয় ঃ অস্য (যশোদাকুমারস্য) অনুযুগং(প্রতিযুগং)তনূঃ গৃহ্ণতঃ(প্রকটয়তঃ) হি (নিশ্চয়ার্থে) শুক্লঃ রক্তঃ তথা পীতঃ (ইতি) ত্রয়ঃ বর্ণাঃ আসন্ ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ (কৃষ্ণরূপং প্রাপ্তঃ)।

১৩। মূলানুবাদ ঃ তোমার এই পুত্র যুগে যুগে তনু ধারণ করে—পূর্বে এঁর তনু শুক্ল-রক্ত ও পীত এই তিন বর্ণের ছিল। ইদানী জগন্মোহন কৃষ্ণ রূপ প্রাপ্ত হল।

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ এবং জন্মক্রমাপেক্ষাদৌ শ্রীবলদেবস্য নামানি ব্যজ্য শ্রীকৃষ্ণস্য নামানি প্রকাশয়ন্নাহ—আসন্নিতি। তত্র প্রকটার্থোঽয়ম্—অনুযুগং যুগে যুগে বারং বারং তনূর্গৃহ্ণতোঽস্য শুক্লাদিবর্ণাস্ত্রয় আসন্, ইদানীং ত্বৎপুত্রত্বে তু জগন্মোহনশ্যামবর্ণতামেবায়ং গতঃ; এতদুক্তং ভবতি —তনূর্গৃহ্ণত ইতি, স্বাতন্ত্র্যোক্ত্যা যোগপ্রভাব ইবোক্তঃ; তত্র চ শুক্লাদিরূপগ্রহণেন শ্রীনারায়ণ স্বভাবস্য ব্যক্ত্যা তদুপাসনাযোগ এব পর্য্যবসায়িতঃ, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব তদংশভূত-শুক্লাদ্যুপাদনয়া তত্তৎসাম্যাদিপ্রাপ্ত্যা শুক্লতাদি-প্রাপ্তিঃ, সম্প্রতি তু কৃষ্ণতাপ্রসিদ্ধ-সাক্ষান্নারায়ণোপাসনয়া তৎসাম্যপ্রাপ্ত্যা কৃষ্ণতাপ্রাপ্তিরিতি বক্ষ্যতে চ—'নারায়ণ-সমো গুণৈঃ' (শ্রীভা০ ১০।৮।১৯) ইতীত্থং পূর্ব্ববৃত্তমুক্তং, পরমভাগবতঃ শ্রীনন্দশ্চ তোষিতঃ; এবং পরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত্যৈতৎ স্বরূপনিষ্ঠত্বাৎ কৃষ্ণেত্যেব তাবন্মুখ্যং নাম জ্ঞেয়ম্। অতো নাম্নাপি কৃষ্ণতাং গত ইত্যর্থোঽপি জ্ঞেয় ইত্যভিপ্রায়ঃ। অপ্রকটবাস্তবার্থশ্চায়ম্—অনুযুগং যুগে যুগে তনূর্গৃহ্ণতঃ প্রকটয়তস্ত্রয়ো বর্ণা আসন্ প্রকটা বভূবুঃ; তত্র যো যঃ শুক্লঃ প্রাদুর্ভাবঃ, যো যো রক্তঃ, যো যঃ পীতশ্চ, উপলক্ষকাশ্চৈতে বর্ণান্তরবতাং, স সর্ব্বোঽপীদানীমস্যাবির্ভাবসময়ে কৃষ্ণতামেতদরূপতামতস্মিন্নন্তর্ভূততামেব গতঃ, সর্ব্বাংশমে-বাদায় স্বয়মবতীর্ণত্বাৎ; অতঃ স্বয়ং কৃষ্ণত্বাৎ সর্ব্বনিজাংশস্য কৃষ্ণীকর্ত্তৃত্বাৎ সর্ব্বাকর্ষকত্বাচ্চ মুখ্যং তাবৎ কৃষ্ণেতি নাম। অতঃ 'কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতি-বাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥'—ইত্যাদিকা। নিরুক্তিরপ্যন্তর্ভবতি, কৃষ্ণনামে সর্ব্ববৃহত্তমানন্দ এব সর্ব্বান্তর্ভাবাৎ। অতঃ স্বাভাবিকমেবৈত-ন্মহানাম, যত্র প্রণবে বেদা ইব তান্যন্যান্যপি নামানি রূপে রূপাণীবান্তর্ভূতানি, যুক্তঞ্চ বিশেষ্যরূপস্য তস্যান্য-নামগণবিশেষণকত্বাৎ। উক্তঞ্চ প্রভাসখণ্ডে—'মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাম্'—ইত্যাদৌ, 'সকলনিগমবল্লী সৎফলম্'—ইত্যন্তে কৃষ্ণনামেতি, 'নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ' ইতি চ, যস্যাস্য প্রথমমপ্যক্ষরং মহামন্ত্রত্বেন প্রসিদ্ধম্॥ জী০ ১৩॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এইরূপে জন্মক্রমের অপেক্ষায় প্রথমে শ্রীবল-দেবের নাম সমূহ বলে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের নামসমূহ প্রকাশ করে বলতে আরম্ভ করলেন—আসন্ ইতি।

এখানে প্রকাশ্য অর্থ এইরূপ ঃ অনুযুগং—যুগে যুগে বার বার তনু ধারণকারী এঁর শুক্লাদি তিনটি বর্ণ ছিল। **ইদানীং কৃষ্ণতাংগতঃ**—ইদানীং তোমার পুত্ররূপে কিন্তু জগন্মোহন শ্যামবর্ণরূপ এ প্রাপ্ত হয়েছে। এই কথা বলতে গিয়ে **অনুগৃহ্ণত ইতি**—'তনুধারণকারী' এরূপ বাক্য ব্যবহারে কৃষ্ণের

তনুধারণে স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পাচ্ছে—এ যেন তার যোগপ্রভাব, এভাবেই কথাটা বলা হয়েছে এখানে। এর মধ্যেও আবার শুক্লাদি রূপ গ্রহণে এঁর শ্রীনারায়ণের স্বভাব প্রকাশের দ্বারা শ্রীনারায়ণের উপাসনা যোগই যে এঁর যোগ, তা নির্ধারিত হচ্ছে। পূর্ব পূর্ব শ্রীনারায়ণ-অংশভূত শুক্লাদির উপাসনা দ্বারা শুক্লাদির সহিত সাম্যাদি প্রাপ্তি দ্বারা শুক্লতাদি নাম ও বর্ণের প্রাপ্তি। সম্প্রতি কৃষ্ণতা প্রসিদ্ধ সাক্ষাৎ নারায়ণ উপাসনা দ্বারা তৎসাম্য প্রাপ্তি দ্বারা কৃষ্ণতা প্রাপ্তি—এরূপ বলাও হয়, যথা—"নারায়ণ-সমো গুণৈঃ"—ভা০ ১০।৮।১৯। অর্থাৎ 'তোমার এ-পুত্র গুণে নারায়ণ সম। এইরূপে পূর্ব জন্মের বৃত্তান্ত বলা হল এবং পরমভাগবত নন্দকে পরিতুষ্ট করা হল। স্বরূপনিষ্ঠতা হেতু পরম উৎকর্ষতা প্রাপ্ত 'কৃষ্ণ' এই নামটি সর্বমুখ্য নাম, এরূপ জানতে হবে। অতএব নামের দ্বারাও কৃষ্ণতা প্রাপ্ত, এরূপ অর্থও জানতে হবে—ইহাই অভিপ্রায়।

গোপন বাস্তব অর্থ এইরূপ ঃ

অনুযুগং—যুগে যুগে **তনূ গৃহ্ণতঃ**—তনুপ্রকটকারী এঁর **ত্রয়ো বর্ণা আসন্**—তিনটি বর্ণ প্রকাশ হয়েছিল। এর মধ্যে যে যে শুক্ল যে যে রক্ত, যে যে পীত এবং অন্যান্য বর্ণের অবতার হয়েছিল, সেই নিখিল অবতারগণ ইদানীং এই আবির্ভাব সময়ে **কৃষ্ণতাং গতঃ**—সম্মুখের এই 'রূপত্ব' প্রাপ্ত হল অর্থাৎ এই রূপের অন্তর্ভুততা প্রাপ্ত হল—কারণ স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হন তখন সর্বাংশ নিয়েই হন। অতএব এই যে সম্মুখে তোমার পুত্রটি এ স্বয়ং কৃষ্ণ বলে, নিজের সকল অংশকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে বলে এবং জীবাদি নিখিল বস্তুর আকর্ষক বলে সর্বমুখ্য কৃষ্ণ নামে অভিহিত। [অতএব 'কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নিবৃত্তি বাচক তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।'—ইত্যাদিকা নিরুক্তি-রপ্যন্তর্ভবতি, সর্ববৃহত্তমানন্দ এব সর্বান্তর্ভাবাৎ। অতঃ স্বাভাবিকমেবৈতন্মহানাম,] অতএব 'কৃষি' সত্তাবাচক 'ণ' নিবৃত্তিবাচক—এই দুয়ের ঐক্যকে পরংব্রহ্ম 'কৃষ্ণ' বলা হয় ইত্যাদি বুৎপত্তিগত অর্থও 'কৃষ্ণ' নামের মধ্যে আছে—ইহা সর্ববৃহত্তম আনন্দস্বরূপ, কারণ সব কিছুরই অন্তর্নিবেশ এতে আছে। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই ইহা **মহানাম**। প্রণবে যেমন বেদ সমূহ অন্তর্ভুক্ত আছে, কৃষ্ণরূপে যেমন অন্যান্য রূপ অন্তর্ভুক্ত থাকে সেইরূপ এই **মহানামে**—সেই নিখিল অবতারের অন্যান্য নাম সকল অন্তর্ভুক্ত থাকে। ইহা যুক্তি যুক্তও বটে, কারণ বিশেষ্য রূপ এই 'মহানামের' বিশেষণের মতো অন্যসব নাম। প্রভাসখণ্ডে বলা আছে—'মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাম্' অর্থাৎ 'এই কৃষ্ণনাম মধুর হতেও মধুর পরম মধুর—ইহা নিখিল মঙ্গলেরও মঙ্গল স্বরূপ।'—এই কৃষ্ণনাম নিখিল শ্রুতিলতার রসাল সুমিষ্ট ফল।—হে পরন্তপ! আমার বহু বহু নামের মধ্যে সর্বমুখ্য নাম হল কৃষ্ণ নাম। এই কৃষ্ণ নামের প্রথম অক্ষর 'কৃ'ও মহামন্ত্র বলে প্রসিদ্ধ।

[শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভ—আসন্নিতি। প্রকাশ্য অর্থঃ প্রতি যুগে তনুধারণকারী ভগবানের শুক্লাদি বর্ণ তিনটি এই বালকের পূর্বে ছিল। তারই বিবরণ শুক্ল ইত্যাদি। ইদানীং তোমার পুত্রত্ব অবসরে **কৃষ্ণতাং গতঃ**—সাক্ষাৎ নারায়ণতা প্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ রূপগুণাদিতে নারায়ণের তুল্যতাই প্রাপ্ত হয়েছে।

এরই পর (১৯) উপসংহার শ্লোকে সেই কথাই বলা হয়েছে—'নারায়ণ সমোগুণৈরিতি'। এইরূপে সেই সেই উপাসনা প্রভাবরূপ পূর্ব বৃত্তান্তও বলা হল। অতএব পরমোৎকর্ষরূপ কৃষ্ণবর্ণ-নারায়ণের স্বরূপনিষ্ঠতা হেতু 'কৃষ্ণ', এইরূপই তোমার এই বালকের মুখ্য নাম হবে—এইরূপ ভাব।] ॥ জী০ ১৩ ॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তব পুত্রস্তয়ং কোঽপিমহাপুরুষ এব শ্রীনন্দং বোধয়ন্নাহ আসন্নিতি। প্রতিযুগং তনূর্গৃহ্ণতোঽস্য শুক্লাদয়স্ত্রয়োবর্ণা আসন্। গৃহ্ণত ইতি স্বাতন্ত্র্যোক্ত্যা যোগপ্রভাবো দর্শিতঃ। ইদানীং দ্বাপরান্তে কৃষ্ণতাং গত ইতি। সত্যাদ্যবতারাণাং চতুর্ণাং শুক্লাদীনামুপাসনা সিদ্ধত্বেন তত্তৎসারূপ্য প্রাপ্যেতি ভাবো নন্দং বোধয়িতুমীপ্সিতঃ। বস্তুতস্তু অস্যাবতারিণস্তত্তদ্বর্ণবন্তোঽবতারা অংশা এব ইদানীময়মবতারী পূর্ণঃ কৃষ্ণত্বং প্রাপ্তঃ। যদ্বা যঃ শুক্লঃ যো রক্তঃ য পীতশ্চ। উপলক্ষণমেতৎ যো যোঽন্যো মন্বন্তরাবতার-লীলাবতার-পুরুষাবতারাদিশ্চ স সর্ব্বোঽপি ইদানীমংশিনোঽস্যাবতারসময়ে কৃষ্ণতামেতদ্রূপতামস্মিন্নন্তর্ভূততাং গতঃ সর্ব্বাংশমাদায়ৈবাবতীর্ণত্বাৎ। নন্থ কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুরিতি। ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসাবিতিদ্বাপরেভগবান্ শ্যাম ইতি কলৌ কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণমিত্যেকাদশোক্তেঃ। কথ্যন্তে বর্ণনামভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ। রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলাবিতি ভাগবতামৃতোক্তেশ্চ পীতোঽয়ং কিং যুগীয়োঽবতারঃ নচ আসন্নিতি ভূতকাল নির্দ্দেশেন ক্রম প্রাপ্ত্যা পীতোঽপি দ্বাপরযুগাবতার ইতি বাচ্যং যুগাবতারপ্রকরণপঠিতত্বাৎ, নচ তত্রস্থ শ্যাম পদস্য পীতার্থত্বমত্রস্থ পীতপদস্য বা শ্যামার্থত্বং কল্প্যমিতি তথা পীত ইত্যকার প্রশ্লেষেণাপীতঃ শ্যাম ইতি বা বাচ্যং সর্ব্বথাপি ব্যাখ্যানে অনুযুগমিতি বীপ্সাপ্রয়োগাৎ তনূরিতি বহুবচনাচ্চ। বীপ্সয়া চৈকৈকস্মিন্নপি যুগে বর্ণত্রয়স্য প্রাপ্তের্নাভিমতার্থলাভঃ। নচেদানীমিতি পদেন কলিযুগস্যাদিমোঽংশ এববাচনীয় ইতি বাচ্যম্। কৃষ্ণাবতারস্য দ্বাপরান্তর্ভবত্বেন প্রসিদ্ধেঃ। "যস্মিন্নহনি যর্হ্যেব ভগবানুৎসসর্জ্জ গাং। তদৈবেহানু বৃত্তোঽসাবধর্ম্মপ্রভবঃ কলিরিতি" প্রথমোক্তেশ্চ। কৃষ্ণাবতারান্তরমেব কলিযুগপ্রবৃত্তেঃ তস্মাদেবমত্র ব্যাখ্যেয়ম্। যত্তদোর্নিত্যসম্বন্ধাৎ যথা ইদানীং দ্বাপরান্তে কৃষ্ণতাং গতঃ স্বয়ময়মবতারী তথা তেনৈব প্রকারেণ ইদানীং কলিযুগাদিভাগে পীত ইতি কিঞ্চিৎ স্থূলকালমলম্ব্য ইদানীমিতি পদার্থ উভয়ত্রাপ্যন্বেতীতি। নন্থ তর্হি সাক্ষাৎ ক্রিয়মাণোঽস্য কৃষ্ণো বর্ণঃ কিং ইদানীন্তন এব কিম্বা পূর্ব্বমপ্যাসীদেব, তস্যৈব প্রাকট্যমধুনেতি—তত্র ন কেবলং কৃষ্ণবর্ণ এব পূর্ব্বমাসীৎ অপি তু অন্যেঽপি বর্ণা আসন্নেবেত্যাহ, আসন্নিতি ত্রয়োঽপি বর্ণা যথাসম্ভবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে তদানীং দৃশ্যমানাস্তত্তৎ পূর্ব্বমপি আসন্নেব নিত্যস্থানামেব তেষাং তদানীং প্রাকট্যম্! ন তু তে তদানীমেবাপূর্ব্বা অভবন্নিত্যর্থঃ। অস্য কথম্ভূতস্য অনুযুগং তনূরবতারান্ গৃহ্ণতঃ। অবতারাহ্যসংখ্যেয়া ইতি সূতোক্তেঃ। "ক্বাহো কথং বা কতিবেতি"ব্রহ্মোক্তেশ্চ। এবঞ্চ বৈবস্বতমন্বন্তরগতাষ্টাবিংশচতুর্যুগীয় দ্বাপর-কলিযুগয়োঃ স্বয়মবতারী কৃষ্ণঃ পীতশ্চ প্রাদুর্ভবতি তদ্যুগদ্বয়াবতারৌ শ্যামকৃষ্ণৌ তদা তত্রৈবান্তর্ভূতৌ তিষ্ঠতঃ। তত্র পীতস্য "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ" ইতি ভারতাদ্যুক্তত্বেঽপি বিশিষ্য স্পষ্টতয়াঽন্যত্র ক্বাপ্যনুক্তিরিতি রহস্যত্বাৎ। ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ সত্বমিতি সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদেনাপি ছন্নত্বেনৈবোক্তত্বাৎ। ছন্নত্বঞ্চ স্বীয়বর্ণভাবয়োরন্যদীয়বর্ণভাবাভ্যামাবৃতত্বেন তদানীন্তনজনৈঃ প্রায়ো দুর্লক্ষ্যত্বমেবেতি স্বস্য দুর্লক্ষ্যত্বং চিকীর্ষা চ তস্য রহস্য বস্তুজাতব্যঞ্জকতা হেতুকমেবেতি গৌড়ীয়-

ভক্তসুধীভিরবশ্যাবগম্যম্ , তত এব তৎপ্রমানক বচনস্য—"নানাতন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু । কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ । যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ' ইত্যস্য । যুগাবতারপ্রকরণ-মধ্যপঠিতস্য তথৈবচ্ছন্ন এবার্থোঽবসীয়তেঽর্থান্তরেণ । স যথা নানা কলৌ সর্ব্বকলিযুগে অপিকারাৎ বৈবস্ব-তাষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়কলাবপি তন্ত্রবিধানেন তন্ত্রাখ্যন্যায়বিধিনা শ্বেতো ধাবতীত্যাদিবৎ এক প্রযত্নোচ্চার্য্যেণ একদৈবার্থদ্বয়বোধকেন শব্দেনেত্যর্থঃ । শৃণ্বিতি শৃণ্বন্তমপি রাজানং প্রতি পুনঃ প্রেরণং রহস্যত্বেন তন্ত্রে-ণোচ্যমানমর্থং বিশিষ্যাবধাপয়িতুং নানাতন্ত্রবিধানেনেতি কলৌ তন্ত্রস্য প্রাধান্যং দর্শিতমিতিত্বর্থান্তরং তন্ত্রস্যা-প্যাচ্ছাদনার্থং জ্ঞেয়ম্ । কৃষ্ণেতি সর্ব্ব কলিযুগপক্ষে কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণবর্ণদেহং রূক্ষত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি । ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণং ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলমিত্যর্থঃ এক কলিযুগপক্ষে কৃষ্ণবর্ণং কিন্তু ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণং শুক্লরক্তশ্যামা-নামুক্তত্বাৎ পারিশেষ্যেণ পীতং অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরমিত্যর্থঃ । যদ্বা কৃষ্ণাবতার লীলাদি বর্ণনাৎ কৃষ্ণবর্ণম্ । সাঙ্গোপাঙ্গেত্যাদিকমিত্যুভয়পক্ষেঽপি স্পষ্ট প্রচ্ছন্নত্বাভ্যাং তুল্য এবার্থঃ ॥ বি০ ১৩ ॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ হে নন্দ ! তোমার এই পুত্র নিশ্চয়ই কোনও এক মহাপুরুষ—এই কথাটা নন্দকে বুঝিয়ে বলছেন—আসন্ ইতি । প্রতিযুগে তনুধারণকারী তোমার এই বালকের শুক্লাদি তিন বর্ণ পূর্বে ছিল । **গৃহ্ণতো**—'ধারণকারী' এই বাক্যে বালকের 'স্বাতন্ত্র্য' কথনে তাঁর যোগ প্রভাব দেখান হল । **ইদানীং**—দ্বাপরান্তে 'কৃষ্ণতা' প্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ নারায়ণের স্বারূপ্য লাভে কৃষ্ণবর্ণ হয়েছে । সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলির চার অবতারের শুক্লাদি রূপে উপাসনা-সিদ্ধি হেতুই নন্দপুত্রের সেই সেই রূপে সারূপ্য প্রাপ্তি—এইরূপ ভাব নন্দকে বুঝানোই গর্গাচার্যের ইচ্ছা ।

বাস্তবিক অর্থ ঃ গর্গাচার্য নন্দপুত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশে বলছেন—**অস্য**—এই যে সম্মুখে অবতারী, এর অংশই হল, শুক্লাদি বর্ণবন্ত অবতারগণ । ইদানীম্ এই অবতারী পূর্ণ 'কৃষ্ণত্বং প্রাপ্ত' অর্থাৎ পূর্ণ কৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ । অথবা, যে শুক্লবর্ণ, যে রক্ত বর্ণ, যে পীতবর্ণ—(ইহা উপলক্ষণে বলা হয়েছে) আরও, যে যে অন্য মন্বন্তর-লীলাবতার-পুরুষাবতারাদি সেই সবই ইদানীম্ এই অংশীর অবতার সময়ে **কৃষ্ণতাম্ গতঃ**—এই কৃষ্ণরূপের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে—যেহেতু এ সর্ব অংশকে নিয়েই অবতীর্ণ হয়েছে । আচ্ছা, শ্রীভাগবতামৃতে এইরূপ উক্তি আছে, যথা—সত্যযুগে শুক্ল চতুর্বাহু অবতার—ত্রেতায় রক্তবর্ণ—দ্বাপরে ভগবান্ শ্যাম—আর কলিতে বর্ণ ও নামে কৃষ্ণ । তা হলে 'আসন্ বর্ণস্ত্রয়ো' শ্লোকের 'পীত' কোন্ যুগের অবতার । 'আসন্' বাক্যে অতীত কালের নির্দেশের হেতু ক্রমপ্রাপ্ত পীতও বর্তমান দ্বাপর যুগের অবতার, এরূপ বলতে পারা যায় না । যুগাবতার প্রকরণ-গত হওয়াতে তত্রস্থ 'শ্যাম' পদের পীত অর্থ, অথবা এখানকার 'পীত' পদের শ্যাম অর্থ কল্পনা করা যায় না । অতএব 'তথাপীত' এই বাক্যকে 'তথা + অপিত' এইরূপে সন্ধিবিচ্ছেদ করে অপীত অর্থাৎ শ্যাম অর্থ যে করবে তাও পারা যাবে না, কারণ সর্বপ্রকা-রেই ব্যাখ্যানে 'অনুযুগ' এইরূপ বীপ্সা প্রয়োগ এবং 'তনূ' এইরূপ বহুবচন রয়েছে । 'যুগে যুগে' এইরূপ থাকাতে ঘুরে ঘুরে আসা একই কলিযুগে (শ্যাম কৃষ্ণ পীত) বর্ণত্রয়ের প্রাপ্তি হেতু অভীষ্ট অর্থ লাভ হয় না ।

এবং 'ইদানীং' এই পদের দ্বারা কলিযুগের প্রথম অংশই বাচনীয়, এরূপও বলতে পারা যাবে না—কারণ কৃষ্ণ-অবতার দ্বাপরের শেষ ভাগে হওয়ার কথা প্রসিদ্ধই আছে, যথা—"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে দিন যে মুহূর্তে এই ধরণীর ধাম ত্যাগ করেছেন অধর্ম কলি সেই দিন সেই মুহূর্তে এখানে প্রবেশ করেছেন।"—(ভা০ ১০।১৮।৬) । কৃষ্ণাবতারের অন্তর্ধানের পরই কলিযুগের প্রবৃত্তি।

কাজেই এখানে ব্যাখ্যা এইরূপ হবে—'যথা' ও 'তথা' এই দুটো শব্দের নিত্য সম্বন্ধ। এর একটা থাকলেই অন্যটা থাক্ বা না থাক্ উহার সংযোগেই ব্যাখ্যা করতে হবে। সেই ভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, যথা—**ইদানীং**—দ্বাপরান্তে স্বয়ং এই অবতারী 'কৃষ্ণতাং গতঃ' [কর্ষতি=আকর্ষতি] অর্থাৎ সর্ব অবতারকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করে নিয়ে কৃষ্ণ বর্ণে অবতীর্ণ **তথা**—সেই প্রকারেই **ইদানীং**—কলিযুগের প্রথম ভাগে সর্ব অবতারকে নিজের ভিতরে আকর্ষণ করে নিয়ে পীতবর্ণে অবতীর্ণ। দ্বাপর যুগের কৃষ্ণ অবতারের পরপরই কলিতে পীত অবতার। সময়ের মাপ একটু স্থূল করে নিলে 'ইদানীম্' পদটি উভয় অবতার সম্বন্ধেই লাগতে পারে—সেই ভাবে অন্বয় করেই অর্থ করা হল উপরে।

পূর্বপক্ষ—আচ্ছা, এই যে সম্মুখে যার নামকরণ হচ্ছে তার কৃষ্ণবর্ণটি কি ইদানীন্তনই কিম্বা পূর্বেও ছিল, উত্তর—কৃষ্ণবর্ণ অবতার যে শুধু এখনকারই তা নয়, পূর্বেও ছিল। কেবল প্রকাশটাই অধুনা। এ সম্বন্ধে আরও, কৃষ্ণবর্ণ অবতারই যে শুধু পূর্বেও ছিল, তাই নয়। অন্য বর্ণের অবতারও পূর্বে ছিল। তাই বলা হচ্ছে—**আসন্ ইতি**—শুক্লাদি তিন বর্ণের অবতারও পূর্ব পূর্ব যুগে যথা ছিল, তদানীং কেবল দৃশ্যমান হল—সেই রূপই তার পূর্ব পূর্ব যুগেও ছিল। নিত্যস্থিত তাঁদের তদানীং প্রকাশই হয়—তাঁরা যে অপূর্বের মতো তখনই হল, এরূপ নয়।

অস্য—অঙ্গুলি নির্দেশে দেখিয়ে বলা হচ্ছে, এই যে সম্মুখে তোমার পুত্রটি 'এর'। কিরূপ 'এর'? **অনুযুগং তনূ**—যুগে যুগে 'তনূ' অবতার সমূহ 'গৃহ্ণতঃ' ধারণকারী 'এর'। সূতের উক্তিতে—"অবতার অসংখ্য"। আরও ব্রহ্মার উক্তিতে—"হে ভগবন্! কোথায় কি প্রকারে কত কত অবতার গ্রহণ কর ইত্যাদি।" এই রীতিতেই বৈবস্বত মন্বন্তরগত অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপর এবং কলিযুগের স্বয়ম্ অবতারী কৃষ্ণ এবং পীত প্রাদুর্ভূত হন। এই দুই যুগের যুগাবতার দ্বয় শ্যাম এবং কৃষ্ণ তখন ঐ ঐ স্বয়ম্ অবতারীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিরাজ করেন। এর মধ্যে কলির পীত অবতার সম্বন্ধে মহাভারতাদিতে বলা আছে, যথা—"স্বর্ণের মতো অঙ্গকান্তি, তাই নাম হেমাঙ্গ। প্রকাণ্ড দেহ, তাই নাম বরাঙ্গ। চন্দন চর্চিত অঙ্গ, তাই নাম চন্দনাঙ্গদি। সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন, তাই নাম সন্ন্যাসকৃৎ। ভগবন্নিষ্ঠ বুদ্ধি, তাই নাম সাম। স্থির চিত্ত বলে নাম শান্ত। কৃষ্ণ ভক্তিতে নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণ বলে নাম নিষ্ঠাশান্তি পরায়ণ।" শ্রীমহাভারতাদিতে এরূপ থাকলেও অন্য কুত্রাপি স্পষ্টভাবে উক্তি পাওয়া যায় না। তার কারণ ইহা অতি রহস্য ব্যপার। শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ও সপ্তম স্কন্ধে ছন্ন ভাবেই বলেছেন, যথা—"যেহেতু কলিতে শ্রীভগবানের ছন্ন-অবতার, তাই তাকে 'ত্রিযুগ' বলা হয়।" আর সেই ছন্নতা হল, স্বীয়বর্ণভাবকে অন্যের বর্ণ ও ভাবের দ্বারা আবৃত করে তদানীন্তন প্রায় জনের নিকট দুর্লক্ষভাব রক্ষা করা। তার এই দুর্লক্ষভাব রক্ষার ইচ্ছার হেতু

১৪। প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে॥

১৪। অন্বয় ঃ তব আত্মজঃ অয়ং ক্বচিৎ (কার্য্যার্থে এব) প্রাক্ (পূর্বং) বসুদেবস্য জাতঃ বসুদেবস্য পুত্রত্বেন উৎপন্নঃ) [অতঃ] অভিজ্ঞাঃ শ্রীমান্ বাসুদেবঃ সংপ্রচক্ষতে (বদন্তি)।

১৪। মূলানুবাদ ঃ পূর্বে তোমার এই পরমসুন্দর পুত্র কোনও এক নির্জন স্থানে বসুদেব থেকে জন্মেছিল, তাই অভিজ্ঞ জন একে বাসুদেব বলে অভিহিত করে থাকে।

হল—রহস্য বস্তু শ্রীরাধাকে নিজ অঙ্গে একীভূত করে রাধার ভাব ও কান্তিরই প্রকাশে তাঁর প্রেমমাধুর্য জানবার ইচ্ছা প্রভৃতি তিন বাঞ্ছার পূরণ।

ছন্ন লক্ষণ গৌর অবতারের প্রমাণ ঃ গৌড়ীয় ভক্ত সুধীগণের নিকট অবশ্য এ রহস্য জ্ঞাত। 'সম্প্রতি বিবিধ তন্ত্র বিধান অনুসারে কলিযুগের আরাধনার নিয়ম শুনুন—"কৃষ্ণনাম কীর্তনপরায়ণ, অঙ্গকান্তিতে গৌর, সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদযুক্ত যুগাধিদেবতাকে সুমেধাগণ সঙ্কীর্তন প্রধান যজ্ঞে ভজন করে।"—অতঃপর যুগবতার প্রকরণ মধ্যে পঠিত এই প্রমাণ বচনের ছন্ন অর্থ ই অর্থান্তরের দ্বারা সিদ্ধান্তিত হয়, পূর্বের মতোই।—(নানা তন্ত্র বিধানেন কলাবপি) তন্ত্রোক্ত ন্যায় বিধিতে দুই প্রকার অর্থ করা হচ্ছে, যথা—প্রথম—'নানা কলৌ' সকল কলিযুগে। দ্বিতীয়—'কলাবপি' 'অপি' কার থাকাতে এই কলিযুগটি যে বৈবস্বত অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় কলি, তা বুঝা যাচ্ছে। **শৃণু ইতি**—রাজা শ্রবণ পরায়ণ হলেও পুনরায় যে শুনুন শুনুন বলে তার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে তার কারণ এই অবতারে যথার্থ পরিচয় গোপন বলে তন্ত্রে বলা অর্থটিই রাজাকে বিশেষ ভাবে প্রনিধান করাবার জন্য। **নানাতন্ত্র বিধানেন**—কলিতে যে তন্ত্রেরই প্রাধান্য, তাই দেখান হল।

তন্ত্রের আচ্ছাদনের জন্য এইবার অর্থান্তর করা হচ্ছে, যথা—'কৃষ্ণবর্ণং ইতি'। 'কৃষ্ণবর্ণ' কৃষ্ণবর্ণ দেহ। কিন্তু এই কৃষ্ণবর্ণ যে রুক্ষ নয়, তাই প্রকাশের জন্য বলা হল, **ত্বিষাকৃষ্ণং**—ত্বিষা' অঙ্গকান্তিতে 'অকৃষ্ণ' ইন্দ্রনীলমণিবৎ উজ্জ্বল।

বিশেষ এক কলিযুগ পক্ষে—'কৃষ্ণবর্ণং' কৃষ্ণবর্ণ, বর্ণ কৃষ্ণ বটে কিন্তু 'ত্বিষা' অঙ্গকান্তিতে 'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ পীত। পীত বলার কারণ হল, যুগবতার বর্ণনে শুক্ল, রক্ত, শ্যাম বর্ণের উল্লেখের পর পীতই অবশিষ্ট—কাজেই দেখা যাচ্ছে দুটি বর্ণের সমাবেশ একই অঙ্গে—ভিতরে থাকল কৃষ্ণবর্ণ আর বাইরে পীতবর্ণ—অন্তঃকৃষ্ণবর্হির্গৌর॥ বি॰ ১৩॥

১৪। শ্রীজীব- বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ প্রাগিতি প্রকটার্থে; তবাত্মজোঽয়ং ক্বচিদন্যত্র বসুদেবাদপি জাতস্তৎকথম্? তত্রাহ—প্রাক্ অস্য, তস্য চ পূর্ব্বজন্মনীত্যর্থঃ। এবং শ্রীবসুদেবস্য পূর্ব্বজন্মন্যপি তন্নামাসীদিতি শ্রীনন্দেনাবগতম্। অপ্রকটার্থে—ইহৈব জন্মনি পূর্ব্বং কংসকারাগারে বসুদেবাজ্জাতোঽপি তবাত্মজ

১৫। বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে।
গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ॥

১৫। অন্বয় ঃ তে সুতস্য গুণ কর্মানুরূপাণি বহূনি নামানি রূপাণি চ সন্তি। তানি অহং বেদ (জানামি) জনাঃ নো (ন জানন্তি)।

১৫। মূলানুবাদ ঃ তোমার এই পুত্রের গুণকর্মানুরূপ বহুনাম ও রূপ আছে। তা আমিই জানি, সাধারণ লোক জানে না।

এবেতি পূর্ব্বসিদ্ধান্তানুসারেণ, অন্যথা তবাত্মজ ইত্যস্যাধিক্যং স্যাৎ। অর্থদ্বয়েঽপি শ্রীমন্ হে পরমভাগ্য-সম্পদ্‌যুক্ত এবেতি তাদৃশপুত্রপ্রাপ্তেঃ। পাঠান্তরে শ্রীমান্ পরমশোভাসৌভাগ্যাভ্যাং যুক্তোঽয়ং তবাত্মজঃ। অভিজ্ঞা ইত্যনেন অনিরুক্ত্যন্তরাৎ তন্নিরুক্তেরেবান্তরঙ্গত্বং বোধ্যতে॥ জী০ ১৪॥

১৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ প্রকাশ্য অর্থ—তোমার এই আত্মজ **ক্বচিদ্**—অন্যত্র **বসুদেবস্য**—বসুদেব থেকেও জাত হয়েছিল। তা কি করে হয়? এরই উত্তরে—**প্রাক্**—এর এবং তাঁর পূর্ব জন্মে হয়েছিল। এইরূপে শ্রীবসুদেবের পূর্ব জন্মেও এই নাম ছিল, এরূপ শ্রীনন্দ অবগত হলেন। গোপন অর্থ—এই জন্মেই পূর্বে কংসকারাগারে বসুদেব থেকে জাত হলেও তোমার আত্মজই—ইহা নিশ্চয়। (শ্রীসনাতন টীকার 'এব' পদে) পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে, অন্যথা 'তবাত্মজ' এরূপ কথা এর পক্ষে অধিক হয়ে পড়ে। এই দুই অর্থেই তুমি শ্রীমন্—হে পরমভাগ্য সম্পদযুক্ত—তাদৃশ পুত্র প্রাপ্তি হেতু। পাঠান্তরে—শ্রীমান্, পরমশোভাসম্পদযুক্ত তোমার এই আত্মজ। **অভিজ্ঞা**—বুৎপত্তিগত অর্থ সম্বন্ধে যাঁদের অজ্ঞানতা দূর হয়ে যাওয়া হেতু তৎ বিষয়ে জ্ঞানের অধিকার হয়েছ, তাদেরকেই লক্ষ্য করা হয়েছে এই 'অভিজ্ঞ' পদে—এতে অন্তরঙ্গতা বুঝা যাচ্ছে—অর্থাৎ এঁরা অন্তরঙ্গ জন॥ জী০ ১৪॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ প্রাক্ পূর্ব্বং বসুদেবস্য বসুদেবাত্তবাত্মজোঽয়ং ক্বচিদেকান্তস্থলে জাত ইতি প্রাক্ পূর্ব্বজন্মনি বসুদেবস্যাপি পূর্ব্বজন্মনি বাসুদেব ইত্যেব নামাসীদিতি নন্দো বুদ্ধ্যতে স্ম অভিজ্ঞা ইতি ন কেবলমহমেক এবেতি প্রামাণ্যং দর্শিতং॥ বি০ ১৪॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ প্রাক্—পূর্বে **বসুদেবস্য**—তোমার পুত্র, এই যাকে সম্মুখে দেখা যাচ্ছে, সে কোনও নির্জন স্থানে বসুদেব থেকে জাত—এই কথায় নন্দ বুঝলো, বসুদেবেরও পূর্ব জন্মে এবং এই বালকেরও পূর্ব জন্মে এই বালকের 'বাসুদেব' নাম ছিল। **অভিজ্ঞাঃ**—এই পদে গর্গাচার্য বলছেন, ইহা যে কেবল আমিই বলছি, তা নয়—অভিজ্ঞ জনেরাও বলে থাকে। এই ভাবে কথার প্রামাণিকতা দেখান হল॥ বি০ ১৪॥

১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ রূপাণীতি দৃষ্টান্তত্বেনোক্তম্, যথা শুক্লাদি-রূপাণি তথা নামান্যপি জন্মান্তর-সম্বন্ধীনি বহূনি সন্তি ইত্যর্থঃ। তান্যহং বেদ, জনাস্তু ন বিদুরিত্যর্থঃ, লোকেঽপ্যসম্ভাব্য-

ত্বাৎ তানি চ বহূনি, ন তু প্রকাশ্যন্ত ইতি ভাবঃ; অপ্রকটার্থে তু গুণানুরূপাণি—শ্রীনরনারায়ণ নৃসিংহাদীনি, কর্মানুরূপাণি—মৎস্যাদীনি, অথ গুণানুরূপাণি নামানি—ভক্তবৎসল ইত্যাদীনি, কর্মানুরূপাণি—জগৎস্রষ্টা জগৎপালক ইত্যাদীনি সন্তি—ইত্যনেন সচ্চিদানন্দঘনরূপাণামিব নাম্নামপি নিত্যতা সূচিতা, সা চ গুণ-কর্মানুরূপাণীতি সাধিতা, গুণানাং নিত্যভগবৎসমবেতত্বান্নিত্যতা সিদ্ধা, তথা কর্মণাঞ্চ শ্রীগোবর্দ্ধনধর কালিয়-দমনাদ্যুপাসনানামনাদিসিদ্ধবেদপ্রসিদ্ধিঃ। অতএব তত্তদুপাসক পরম্পরায়াশ্চাবিচ্ছিন্নতাপত্তেঃ। শ্রীভগবতো ভক্তেচ্ছাময়ত্বাচ্চ তন্নিত্যতা তদনুরূপনাম্নামপি তথাত্বসিদ্ধিঃ; তচ্চ সর্ব্বং শ্রীভাগবতামৃতে বিবৃতমস্তি। এবং গুণকর্মনামানন্ত্যাদ্রূপাণীব নামান্যনন্তানি লৌকিকবৎ প্রতীয়মানান্যপি সচ্চিদানন্দত্বেনালৌকিকানি তদুপাসক-হৃদয়ৈকবেদ্যতত্ত্বানি নাহমপি বেদ, জনা অপি ন বিদুরিত্যর্থঃ; অতঃ উক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'অনাখ্যেয়াভিধানং ত্বামনাখ্যেয়াপ্রয়োজনম্' ইত্যাদি, দ্বিতীয়স্কন্ধে (শ্রীভা· ২।৩।২৪) চ 'তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং, যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ। ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো, নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥' ইতি॥ জী॰ ১৫॥

১৫। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ 'রূপাণীতি'—দৃষ্টান্ত স্বরূপে এই 'রূপ' পদটি বলা হয়েছে, যথা শুক্লাদি রূপ সমূহ তথা নাম সমূহও জন্মান্তর সম্বন্ধী বহু আছে। সে সব আমি জানি, লোকে জানে না—কারণ ইহা অলৌকিক। এবং ইহা বহু সংখ্যক, সব প্রকাশ করা হয়নি, এরূপ ভাব।

গোপন অর্থে—'গুণানুরূপাণি'—অর্থাৎ গুণ অনুসারে রূপ শ্রীনরনারায়ণ-নৃসিংহাদি। 'কর্মানুরূপাণি' কর্ম অনুসারে রূপ—মৎস্যাদি। অতঃপর গুণানুরূপাণি নামাণি অর্থাৎ গুণ অনুসারে নাম—ভক্তবৎসল ইত্যাদি। 'কর্মানুরূপাণি নামাণি' কর্ম অনুসারে নাম—জগৎ স্রষ্টা, জগৎপালক ইত্যাদি। এইরূপ রূপ ও নাম বিদ্যমান। সচ্চিদানন্দঘন রূপের মতোই নামেরও নিত্যতা সূচিত হল। সেই নিত্যতাও গুণকর্মানুরূপে নিষ্পাদিত। নিত্য ভগবানের সহিত সংযোগ হেতু গুণাবলীর নিত্যতা সিদ্ধ তথা কর্মানুরূপ নাম—শ্রীগোবর্ধনধর, কালিয়দমন প্রভৃতি, উপাসনা সমূহের অনাদি সিদ্ধতা বেদপ্রসিদ্ধ হওয়া হেতু এই সব নামের নিত্য সিদ্ধতা। অতএব সেই সেই উপাসক পরম্পরারও অবিচ্ছন্নতা প্রতিবন্ধক হেতু, আরও শ্রীভগবানের ভক্তেচ্ছাময়তা হেতু কর্মের নিত্যতা এবং তদনুরূপ নামেরও নিত্যতা সিদ্ধি। এ সমস্তই শ্রীভাগবতামৃতে বিবৃত আছে। এরূপে গুণকর্ম সমূহ অনন্ত হওয়াতে রূপ সমূহের মতো নাম সকলও অনন্ত। এই নাম সকল লৌকিকবৎ প্রতীয়মান হলেও সচ্চিদানন্দ হওয়াতে অলৌকিক। এই সব তত্ত্ব তদুপাসক-হৃদয়ৈক-বেদ্য—আমিও জানি না লোকেও জানে না। অতএব বলা আছে—শ্রীমদ্ভাগবতের ২।৩।২৪ শ্লোকে—'তদশ্মসারং হৃদয়ংবতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ। ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো, নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥' তাৎপর্যার্থ—বাইরে অশ্রু কম্প পুলকাদি বিকার দেখা যাচ্ছে অথচ সে অবস্থায়ও যে হৃদয় বহুনাম-কীর্তনসত্ত্বেও গলে না [অর্থাৎ ক্ষান্তি-অব্যর্থকালত্ব ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় না] তা পাষণ সদৃশ কঠিন॥

১৬। এষ বঃ শ্রেয় আধাস্যদ্গোপগোকুলনন্দনঃ।
অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ॥

১৬। অন্বয় ঃ এষঃ (বালকঃ) গোপ-গোকুলনন্দনঃ বঃ (যুষ্মাকং) শ্রেয়ঃ আধাস্যৎ (করিষ্যতি) অনেন যূয়ং অঞ্জঃ (অনায়াসেন) সর্বদুর্গানি (সর্ববিঘ্নানি) তরিষ্যথ (অতিক্রান্তাঃ ভবিষ্যথ)।

১৬। মূলানুবাদ ঃ গোপকুল ও ধেনু আদি সকলকেই আনন্দদায়ী তোমার এ-পুত্র তোমাদের মঙ্গল বিধান করবে। এর প্রভাবে তোমরা সকল বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করবে।

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ বহুনীতি। ন কেবলং কৃষ্ণ ইতি নাম বাসুদেব ইতি নাম ময়ৈব কৃত-মিতি ভাবঃ। রূপাণীতি ন কেবলং ময়োক্তানি শুক্লাদীন্যেব ইত্যর্থঃ। গুণকর্ম্মানুরূপাণীতি। ভক্তবৎসল-সর্ব্বজ্ঞ-গোবর্দ্ধনধরাদীনি কৃষ্ণশব্দঃ সত্তার্থো ণশ্চানন্দাত্মকস্ততঃ কৃষ্ণঃ। ভক্তাদ্যাকর্ষণাদপি তদ্বর্ণত্বাচ্চ মন্ত্রময় বপুষ ইতি গোবিন্দো গোবিচারণাদপীতি কেশবাচার্য্যাদি ব্যাখ্যানাদিত্যর্থঃ। তান্যহং দৈবজ্ঞেঽপি ন বেদ জনা নো বিদুরিতি কিং পুনরিত্যর্থঃ। নন্দস্তু মৎপুত্রস্য মহাপুরুষত্বান্নানা জন্মগতমিদং সর্ব্বজ্ঞত্বাদয়ং বক্তীতি বুদ্ধ্যতে॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বহুনীতি—এর যে কেবল আমার দেওয়া এই 'কৃষ্ণ' নাম, 'বাসুদেব' নামই আছে, তাই নয়, এর বহু বহু নাম আছে। **রূপানীতি**—কেবল যে আমার কথিত শুক্লাদি রূপই আছে তাই নয়, এর বহু বহু রূপ আছে, যথা—**গুণকর্মরূপানীতি**—গুণ-কর্ম অনুসারে নাম—ভক্তবৎসল, সর্বজ্ঞ, গোবর্ধনধর প্রভৃতি—আরও, 'কৃষ্ণ' নাম—'কৃষি' সৎস্বরূপ, 'ন'—আনন্দাত্মক—এই দুই এর সংযোগে কৃষ্ণ। ভক্তাদিকে আকর্ষণ হেতু ও অঙ্গ বর্ণে কৃষ্ণ হেতু এবং মন্ত্রময় বপু হেতু—এই কৃষ্ণ নাম—আরও, গোবিন্দ নাম—ধেনু চারণা হেতু। কেশবাচার্যাদির ব্যাখ্যান থেকে এই সব বলা হল। এতসব আমি দৈবজ্ঞ হয়েও জানি না—অন্য লোক যে জানে না সে আর বলবার কি আছে। এই সব কথা থেকে নন্দ বুঝে নিল আমার পুত্র মহাপুরুষ বলে এর নানা জন্মগত এই সব নাম—সর্বজ্ঞতা শক্তি থাকা হেতু গর্গমুনি সব জানে॥ বি০ ১৫॥

১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ গোপান্ গোকুল-শব্দেন তত্রত্যাংশ্চ সর্বানেব নন্দয়তি হর্ষয়তীতি তথা স ইতি তস্য স্বভাব উক্তঃ, শীলার্থে প্রত্যয়াৎ। কর্মণাপি বো যুষ্মাকং ব্রজজনানাং সর্বেষামেব শ্রেয় ঐহিকামুষ্মিকমঙ্গলমাধাস্যতি। তথানেন কৃষ্ণেন হেতুনা সর্বাণি দুর্গাণি কংসাদ্যুপদ্রবানঞ্জোঽনায়াসেন তরিষ্যথ॥ জী০ ১৬॥

১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ গোপগোকুল—'গোপ' গোপসকলকে, 'গোকুল' সেখানকার সব কিছুকেই। **নন্দনঃ**—'নন্দয়তি' হর্ষ দান করেন অর্থাৎ হর্ষদায়ী—এইরূপে কৃষ্ণের স্বভাব বলা হল। কর্মের দ্বারাও **সে বঃ**—তোমাদের সকল ব্রজজনের, **শ্রেয়ঃ**—ঐহিক পারলৌকি মঙ্গল বিধান করবে। তথা **অনেন**—এই কৃষ্ণের হেতু **সর্বদুর্গাণি**—কংস থেকে যে সব উপদ্রব আসবে সেই সব **অঞ্জো**—অনায়াসে (পার হবে)॥ জী০ ১৬॥

১৭। পুরানেন ব্রজপতে সাধবো দস্যুপীড়িতাঃ।
অরাজকে রক্ষ্যমাণা জিগ্যুর্দস্যূন্ সমেধিতাঃ॥
১৮। য এতস্মিন্ মহাভাগে প্রীতিং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ।
নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ॥

১৭। অন্বয় ঃ [হে] ব্রজপতে পুরা অনেন অরাজকে (ইন্দ্রস্য পদচ্যুতৌ) দস্যুপীড়িতা সাধবঃ (দেবাঃ) রক্ষমাণাঃ সমেধিতাঃ (বর্ধিতাঃ সন্তঃ) দস্যূন্ জিগ্যুঃ (দৈত্যান্ পরাজিত বন্তঃ)।

১৮। অন্বয় ঃ মহাভাগাঃ যে মানবাঃ এতস্মিন্ (শিশৌ) প্রীতিং কুর্ব্বন্তি অসুরাঃ বিষ্ণুপক্ষান্ ইব (দৈত্যাঃ যথা বিষ্ণুপক্ষান্ জেতুং ন সমর্থাঃ তথা) অরয়ঃ এতান্ (এতদাসক্তান্ জনান্ ন অভিভবন্তি)।

১৭ মূলানুবাদ ঃ হে ব্রজরাজ! পুরাকালে ইন্দ্রের পদচ্যুতিতে অরাজক উপস্থিত হলে তোমার এ-পুত্রের দ্বারা দৈত্যগণ পরাজিত হয়েছিল। অতঃপর দৈত্যপীড়িত দেবতাগণ তাঁর দ্বারা রক্ষিত হয়ে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল।

১৮। মূলানুবাদ ঃ হে পরম পূণ্যবতী যশোদারাণি! অসুরগণ যেমন দেবতাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, সেইরূপ মনুষ্যমাত্রেই যাঁরা এঁর প্রতি প্রীতিযুক্ত হয়, তাঁদের উপর বাইরের শত্রু এবং অন্তরের কামাদি রিপু প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ আধাস্যং আধাস্যতি গোপানাং গবাঞ্চ কুলং নন্দয়তীতি সঃ। তেষাং কুলস্য নন্দনঃ। ব্রহ্মমোহন পুত্র ইতি বা হে গোপেতি বা। অঞ্জঃ সুখেন সর্ব্ব দুর্গানীতি যদা যদোপদ্রব আয়াস্যতি তদা ত্বদিষ্টদেবেন শ্রীনারায়ণেনাবিষ্টোঽয়ং ত্বৎপুত্র এব, ত্বয়ায়মাশ্রয়িতব্য ইতি ভাবঃ॥ বি০ ১৬॥

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আধাস্যং—বিধান করবে। **গোপ**—গোপগণের এবং **গোকুল**—ধেনুকুলের, **নন্দনঃ**—আনন্দদায়ী। অথবা, ব্রহ্মমোহনলীলা সম্বন্ধে সকল গো-গোপের 'নন্দনঃ' পুত্র। অথবা, **গোপ**—হে গোপ, এরূপ সম্বোধনে। **অঞ্জ**—সুখে। **সর্বদুর্গানীতি**—যখন যে উপদ্রব আসবে সে সব কিছু থেকে তদা তোমার ইষ্টদেব নারায়ণের দ্বারা আবিষ্ট তদীয় পুত্রই উদ্ধার করে দিবে—তোমাদের উচিত ইহাকেই আশ্রয় করা॥ বি০ ১৬॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ পূর্ব্ববৃত্তমাহ—পুরেতি জন্মান্তরে, প্রকটার্থে সাধবো দেবাঃ, দস্যবো দৈত্যাঃ, অরাজকে ইন্দ্রস্য পদচ্যুতৌ॥ জী০ ১৭॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ পূর্ব বৃত্তান্ত বলা হচ্ছে—**পুরেতি**—পুরাকালে অর্থাৎ তোমার পুত্রের জন্মান্তরে। প্রকাশ্য অর্থে—**সাধবঃ**—দেবাতাগণ॥ জী০ ১৭॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ পুরা জন্মান্তরে সাধবো দেবাঃ দস্যবো দৈত্যাঃ অরাজকে ইন্দ্রস্য পদচ্যুতৌ॥ বি০ ১৭॥

১৯। তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ।
শ্রিয়া কীর্ত্ত্যানুভাবেন গোপায়স্ব সমাহিতঃ॥

১৯। অন্বয়ঃ [হে নন্দ তস্মাৎ তে অয়ং আত্মজঃ গুণৈঃ শ্রিয়া কীর্ত্যা অনুভাবেন (প্রভাবেন) নারায়ণসমঃ সমাহিতঃ (সাবধানঃ সন্) গোপায়স্ব (পালয়)।

১৯। মূলানুবাদঃ হে নন্দ! তোমার এই পুত্র ভক্তবৎসলাদি গুণে, ঐশ্বর্যে, কীর্তিতে এবং পরাক্রমে নারায়ণের সমান। তুমি এই বালককে সাবধানে রক্ষা করবে।

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ পুরা—জন্মান্তরে **সাধবো**—দেবতাগণ। **দস্যবো**—দৈত্যগণ **অরাজকে**—ইন্দ্রের পদচ্যুতি হলে॥ বি০ ১৭॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ মহাভাগে পরমপুণ্যবতী; যদ্বা, হে মহাভাগে ইত্যন্তে শ্রীযশোদা সম্বোধনম্, 'সস্ত্রীকো ধর্মমাচরেৎ' ইতি ন্যায়াৎ। মহাভাগা ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ। 'মানবা জীবমাত্রাণি' ইতি, 'নৃগতিং বিবিচ্য ইত্যাদিবৎ। অরয়ো বাহ্যাঃ প্রতিপক্ষজনাঃ, আন্তরাশ্চ কামাদয়ঃ; বিষ্ণুপক্ষান্ দেবান্ দৈত্যা ইব, অপ্রকটার্থে ভাগো ভগ এব নিজাশেষ-ভগবত্তাপ্রকটন-পরে বিষ্ণু-পক্ষ-শব্দো দেবতা-পর্য্যায়ো জ্ঞেয়ঃ। সমুদায়স্যৈক দেশোঽপি দৃষ্টান্তো ভবতীতি ন চাস্মিন্নিবশব্দোঽনুপপন্নঃ॥ জী০ ১৮॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ মহাভাগে ও মহাভাগা এই দুপ্রকার পাঠ আছে। **মহাভাগে**—পরম পুণ্যবন্ত, (তোমার এই পুত্রে যাঁরা প্রীতি করে)। অথবা, হে মহাভাগে, এইরূপে যশোদাকে আহ্বান করছেন, নামকরণ-কর্মে যোগ দিতে—'সস্ত্রীক ধর্মাচরণ করা উচিত' এরূপ ন্যায় থাকায়। **মানবা**—জীবমাত্রেই। **অরয়ো**—বাইরে শত্রুজন, আর অন্তরে কামাদি। **বিষ্ণুপক্ষান্**—দেবতাগণ, **অসুরা**—দৈত্যগণ। অপ্রকাশ্য অর্থ—**মহাভাগে**—'ভাগো ভগ এব নিজাশেষ ভগবত্তা-প্রকটন-পরে'। 'ভগ' শব্দে—ঐশ্বর্য-যশ সৌভাগ্য-জ্ঞান-বৈরাগ্য এই ছয়টিকে বুঝায়। এখানে অর্থ হবে, নিজ অশেষ ভগবত্তা প্রকাশ করে বিরাজিত এই শিশুর প্রতি যাঁরা প্রীতি করবে ইত্যাদি॥ জী০ ১৮॥

১৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ গুণাদিভির্নারায়ণেন পরমবৈকুণ্ঠনাথেন সমঃ অপ্রকটার্থে নারায়ণ এব সমো যস্যেতি নারায়ণাদপি মাহাত্ম্যমধিকং বোধিতম্, উপমানাদুপমেয়স্য কিঞ্চিৎ-সাদৃশ্য-মাত্রেণ ন্যূনতাপত্তেঃ, তত্র গুণা আত্মনিষ্ঠাঃ ধর্ম্মাঃ করুণাদয়ো রূপাদয়শ্চ। বহির্নিষ্ঠামাহ—শ্রিয়া সম্পাত্ত্যা, কীর্ত্ত্যা সৎখ্যাত্যাঽনুভবেন প্রতাপেন। পক্ষদ্বয়েঽপি যদ্যপীদৃশস্তথাপি তবাত্মনো জাতঃ স্বপ্রভাবমন্তর্ধাপ্য ত্বামেবানুগত ইতি সুসমাহিতঃ পরমাবহিতঃ সন্ এতং গোপায় বাল্যেঽস্মিন্নস্য রক্ষায়াং প্রযত্নং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। বস্তুতস্তু—স্নেহবর্দ্ধনার্থমেবেদম্ অত্রৈব বাল্যাদীনামন্বয়ঃ, সর্ব্বথা সর্ব্বাত্মনা চ রক্ষেত্যর্থঃ। তত্র কীর্ত্ত্যা স্বস্য কেবলস্য সংপুত্রকস্য চ কীর্ত্তিবিখ্যাপনেন লোকরঞ্জনয়েত্যর্থঃ। গোপায়স্বেতি পাঠে আত্মনেপদমার্ষম্; যদ্বা, এনং গোপ গুপ্তং কুরু, ন তু সর্বত্র প্রকটয়, দৈবাৎ প্রাপ্তমহানিধিমিবেত্যর্থঃ। ইদঞ্চ পরমদুর্লভ তাদৃশ স্নেহবিবৃদ্ধয়ে অয়ত্নসমাহিতঃ। অয়েন শুভাবহেন বিধিনা সুষ্ঠু সাবধানঃ, অথবা গোপানাময়ো লাভস্তস্মিন্ সুসমাহিতো-

ইয়মিতি। পাঠান্তরে আয়-স্ব-শব্দাভ্যাং যোগক্ষেমে অভিহিতে, তদেবং প্রকটার্থেঽপি নারায়ণস্য সাম্যেন তন্নামান্যেবাস্য নামানি, তথা ততো বিশিষ্টান্যন্যান্যপি ভবিষ্যন্তীতি ভাবঃ। অতঃ শ্রীনন্দেনৈব গোকুলে বিখ্যাপিতানি মুকুন্দাদি-নামানি চ শ্রীগোপ্যাদয়ো বদন্তীতি জ্ঞেয়ং নন্দেতি শ্লেষেণ, অতোঽধুনানন্দং কুর্ব্বিত্যর্থঃ॥ জী০ ১৯॥

১৯। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ নারায়ণ সমো গুণৈঃ—প্রকাশ্য অর্থ—'গুণাদিভির্নারায়ণেন সমঃ' গুণের দ্বারা পরমবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের সহিত সমান। গোপন অর্থ—'নারায়ণ এব সম যস্য ইতি' নারায়ণই সমান যাঁর সেই তোমার আত্মজ। এইরূপে নারায়ণ থেকে অধিক মাহাত্ম্য বোঝানো হল।—কারণ উপমান থেকে উপমেয়ের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য মাত্রের দ্বারা ন্যূনতা সিদ্ধ হয়। এখানে 'গুণ' শব্দে, আত্মনিষ্ঠ ধর্ম করুণাদি ও রূপাদি। বহির্নিষ্ঠ গুণ বলা হচ্ছে—**শ্রিয়া**—সম্পত্তি। **কীর্ত্ত্যা**—সৎ-খ্যাতিতে অনুভাবে প্রতাপে। প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য অর্থে উভয় প্রকারেই যদিও ঈদৃশ গুণশালী তথাপি তোমার দেহ থেকে জাত, নিজের প্রভাব অন্তর্ধান করিয়ে দিয়ে তোমারই অনুগত হয়ে আছে। [পাঠান্তর—(১) গোপায় সুসমাহিত (২) গোপায়স্ব সমাহিত' **সুসমাহিত**—পরম অবহিত হয়ে একে **গোপায়**—পালন কর—এই বাল্যকালে এর রক্ষায় প্রযত্ন কর। বস্তুত পক্ষে—পিতামাতার চিত্তে স্নেহ বর্ধনার্থই 'এই বাল্যে পালন কর' এইরূপ কথার অবতারণা। অর্থাৎ সর্বথা সর্বযত্নে রক্ষা কর।

অথবা, গোপায়—গোপ+অয়—একে **গোপ**—গোপন কর, সর্বত্র প্রকাশ কর না, দৈবাৎ প্রাপ্ত মহানিধির মতো। ইহাও নন্দের পরমদুর্লভ তাদৃশ স্নেহ বাড়িয়ে তুলবার জন্যই। **অয় সু-সমাহিত**—'অয়+সু'—'অয়েন'—শুভাবহ বিধিতে 'সু' সুষ্ঠু ভাবে সাবধান হয়ে পালন কর। অথবা, গোপানাম্ অয়ো—গোপগণের যেখানে 'অয়ো' লাভ সেখানে সুসমাহিত অর্থাৎ সাবধান তোমার এই পুত্র। পাঠান্তরে—আয়-স্ব শব্দ দুটির অর্থ যোগ ও ক্ষেম ধরলে—গোপগণের যোগক্ষেম বহনে সাবধান তোমার এই পুত্র। এইরূপে প্রকাশ্য অর্থেও নারায়ণের সাম্যে নারায়ণের নাম সমূহই কৃষ্ণের নামাবলী। তথা নারায়ণের অন্য বিষয়েও যা কিছু বিশেষ আছে তা কৃষ্ণে লাগবে। অতএব নন্দের দ্বারাই গোকুলে বিখ্যাপিত মুকুন্দ প্রভৃতি নাম সমূহ শ্রীগোপী আদি সকলে বলেন, এইরূপ বুঝতে হবে॥ জী০ ১৯॥

১৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ নারায়ণ সম ইতি ত্বদিষ্টদেবেন সন্তুষ্টেন শ্রীনারায়ণেন স্বসমঃ পুত্রস্তুভ্যং দত্ত ইতি ভাবঃ। অতো মুকুন্দ মধুসূদন নারায়ণাদিনামভিরয়মপ্যভিধীয়তাং কিন্তু "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানীতি" বিভাব্য সুসাবধানঃ সন্ গোপায় প্রতিক্ষণং পালয়। রক্ষিতঃ পুত্রোঽয়ং তে নারায়ণ ইব সর্ব্বোপদ্রবেভ্যো রক্ষিষ্যতীতি ভাবঃ। গোপয়স্বেতি পাঠে আত্মনে পদমার্ষম্। বস্তুতস্তু নারায়ণঃ সমো যস্য তত্রাপি গুণাদিভিরেব ন তু দৈত্যমোক্ষদত্বভক্তমহাভাবপ্রদত্তলক্ষ্মীদুর্ল্লভশ্রীরাসবিহারিত্বাদিভির্মহাগুণাদিভিরিতি সর্ব্বোৎকর্ষ আত্যন্তিকঃ শ্রীনারায়ণাদপাস্য ব্যঞ্জিতঃ। গোপানাং অয়ে লাভে। অয়ে শুভাবহ বিধৌ বা সুসমাহিতঃ॥

শ্রীশুক উবাচ।

২০। ইত্যাত্মানং সমাদিশ্য গর্গে চ স্বগৃহং গতে।
নন্দঃ প্রমুদিতো মেনে আত্মানং পূর্ণমাশিষাম্॥

২০। **অন্বয়** ঃ শ্রীশুক উবাচ—ইতি আত্মানং সমাদিশ্য (উপদিশ্য) গর্গে চ স্বগৃহং গতে নন্দঃ প্রমুদিতঃ (আনন্দিতঃ সন্) আত্মানম্ আশিষাং (সর্বমঙ্গলময়ং) মেনে।

২০। **মূলানুবাদ** ঃ এই প্রকারে নন্দমহারাজকে আদেশ করে গর্গাচার্য নিজগৃহ মথুরায় চলে গেলে নন্দ পরমপ্রীত হয়ে নিজেকে সফল মনোরথ মনে করলেন।

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **নারায়ণ সম ইতি**—তদীয় ইষ্টদেব সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীনারায়ণের সমান পুত্র তোমাকে দিয়েছেন, এইরূপ ভাব। অতএব মুকুন্দ-মধুসূদন-নারায়ণাদি নামে একেও ডাকাই ঠিক, কিন্তু শ্রেয় বিষয়ে বহু বিঘ্ন, এই কথা মনে রেখে সুসাবধান হয়ে **গোপায়**—প্রতিক্ষণ পালন কর একে। রক্ষিত তোমার এ-পুত্র নারায়ণের মতোই সকল উপদ্রব থেকে তোমাদিকে রক্ষা করবে। প্রকৃত পক্ষে এই ভাবে অর্থ হবে, যথা—'নারায়ণ যাঁর সমান'—এর মধ্যেও আবার গুণেই সমান, কিন্তু দৈত্যকেও মুক্তিদান, ভক্তকে মহাভাব প্রদান এবং লক্ষ্মীরও দুর্লভ রাসলীলা-বিহার—মহাগুণে সমান নয়। এইরূপে শ্রীনারায়ণ থেকেও আত্যন্তিক সর্বোৎকর্ষ প্রকাশিত হল। **গোপায়**—গোপগণের 'অয়ে' লাভে। অথবা, 'অয়ে' শুভাবহ বিধিতে সুসমাহিত॥ বি০ ১৯॥

২০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ স্বগৃহং গত ইতি—তদগ্রে সম্ভ্রমাদিনা তদ্বিশেষাস্ফূর্ত্তেঃ, অতএব প্রকর্ষেণ মুদিত ইত্যেতদনন্তরং নিজপুরোহিতাদীনানীয় প্রকটমেব স্বয়ং নামকরণ-মহোৎসবঃ কৃত ইতি জ্ঞেয়ম্॥ জী০ ২০॥

২০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ গর্গে চ **স্বগৃহং গতে ইত্যাদি**—পূর্বে যখন গর্গাচার্য নামকরণ করছিলেন তখন জানা জানির ভয় বশতঃ অনুষ্ঠানে বিশেষ কিছু সমারোহ হয় নি। অতএব গর্গাচার্য স্বগৃহে গেলে **প্রমুদিতো**—আনন্দে উচ্ছলিত হয়ে উঠলেন নন্দ, অতঃপর নিজ পুরোহিত-দিগকে আনিয়ে ধুমধাম করে স্বয়ং নামকরণ মহোৎসব করলেন, এইরূপ বুঝতে হবে॥ জী০ ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ আত্মানং স্বং প্রতি। প্রাণানাহৃত্য মৌগ্ধ্যেন তুষ্টয়োঃ পূতনানসোঃ। শিষ্টবর্গ প্রকৃষ্টস্য গর্গস্যাপি মনোঽহরৎ॥ বি০ ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ পূতনা শকটাসুর এমনকি শিষ্টবর্গ শিরোমণি গর্গেরও মন যিনি মুগ্ধতায় হরণ করেন সেই কৃষ্ণের থেকে **আত্মানং সমাদিশ্য**—মনকে নিজের প্রতি ফিরিয়ে এনে গর্গ ঘরে গেলে॥ বি০ ২০॥

২১। কালেন ব্রজতাল্পেন গোকুলে রামকেশবৌ।
জানুভ্যাং সহপাণিভ্যাং রিঙ্গমাণৌ বিজহ্রতুঃ॥

২১। অন্বয় ঃ অল্পেন কালেন ব্রজতা (অল্পকাল গতে) রামকেশবৌ সহপাণিভ্যাং জানুভ্যাং জানভ্যাং গোকুলে রিঙ্গমাণৌ বিজহ্রতুঃ (ক্রীড়ন্তৌ বিহারং চক্রতুঃ)।

২১। মূলানুবাদ ঃ শকটভঞ্জন ও নামকরণের পর কিছুদিন অতীত হলে রাম এবং কেশব দুজনে গোকুলে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াতে লাগলেন।

২১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ এবং তস্য শ্রবণকৃতং পূর্ণত্বমুক্ত্বা দর্শনকৃতমপি বক্তুমারভতে—কালেনেত্যাদি, কালেন ব্রজতা ইতি শকটভঞ্জনান্নামকরণাচ্চ কিঞ্চিৎকালে গতে সতীত্যর্থঃ। তৃণাবর্ত্ত-বধস্ত্বেতদুত্তরকালীন এব একহায়ন ইত্যুক্তত্বাৎ একাব্দে হি শিশোঃ পাদব্রজ্যা দৃশ্যতে, বলিষ্ঠস্য তু তন্মধ্যেঽপি ব্যতিক্রম-কথনং তু দুষ্টাবধাদ্ভুতলীলা ত্বসাধারণ্যেন ক্বচিদাবেশেন চ। গোকুলে ব্রজমধ্য ইতি তত্রৈব তন্মহা-মধুরলীলয়া তত্রত্যানাং মহাভাগ্যং বোধয়তি; এবমগ্রেঽপি বোধ্যম্। রামস্তল্লীলয়া গোকুলরমণাৎ, কো ব্রহ্ম ঈশশ্চ তাবপি বয়তে—লীলা-মাধুর্য্যেণ বশীকরোতীতি; কিংবা প্রথমরূঢ়-প্রশস্তকেশবিলাসযুত ইতি; যদ্বা, 'অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশসংজ্ঞিতাঃ। সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মান্নামাহুর্মুনিসত্তমাঃ॥'—ইতি ভারত-রীত্যা, ততোঽপিদেদীপ্যমানতয়া বিবক্ষিত ইতি কেশবঃ; তাবিতি রিঙ্গণলীলয়া জগন্মনোহরতা অভিপ্রেতা, কেশবস্য পশ্চান্নির্দ্দেশঃ অনুজত্বেন, হে তাতেতি কথ্যবাল্যলীলাবিশেষস্মরণেন প্রেমবৈবশ্যাৎ সলালনং সম্বোধনম্। যদ্বা, তাতস্য শ্রীনন্দস্য গোকুল ইতি সুখবিহার স্বাচ্ছন্দ্যং দর্শিতম্॥ জী০ ২১॥

২১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এইরূপে কৃষ্ণের পূর্ণতা যা শুনে শুনে বুঝবার মতো, তা বলে অতঃপর দর্শন দ্বারা নিষ্পাদিত হওয়ার মতো পূর্ণতাও বলতে আরম্ভ করছেন—কালেন ইত্যাদি। **কালেন ব্রজতা**—শকটভঞ্জন ও নামকরণ লীলা থেকে কিঞ্চিৎকাল চলে গেলে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে আরম্ভ করলেন। এই হামাগুড়ি লীলা তৃণাবর্ত বধের পরবর্তী কালিন, যা একবৎসর বয়সে সংঘটিত বলে উক্ত আছে। কাজেই হামাগুড়ি লীলা একবৎসরের পরে আরম্ভ। আচ্ছা এখানে প্রশ্ন, এর কারণ কি, এক বৎসর বয়সেই তো শিশুর পায় চলা দেখা যায়,আর বলিষ্ঠের তো এর মধ্যেও দেখা যায়। এই ব্যতিক্রম কথনের কারণ–ছোট্টশিশুর ভাবে মার কোলে খেলা করবার আবেশ,আর সেই অবস্থায় দুষ্ট বধ লীলায় অদ্ভুত ভাবের প্রকাশন ইচ্ছা। **গোকুলে বিজহ্রতু**—ব্রজমধ্যে বিহার করে বেড়াতে লাগলেন—এই ব্রজেই এই মহামধুর লীলা প্রকাশে সেখানকার লোকের মহাভাগ্য বোঝানো হল। আগেও এইরূপ বুঝতে হবে। **রামকেশবৌ**—'রাম'—এই হামাগুড়ি লীলাদ্বারা গোকুল-রমণ হেতু এখানে রাম নামের উল্লেখ। 'কেশব'—'কো'—ব্রহ্মা এবং 'ঈশঃ' শিবঃ এ দুজনকেও 'বয়তে' লীলামাধুর্যে বশ করেন, তাই কেশব। অথবা, প্রথম উঠা প্রশস্ত কেশবিলাসযুক্ত, তাই কেশব। শিব ব্রহ্মার নামের উল্লেখে এই হামাগুড়ি লীলার জগন্মনোহরতা বলাই উদ্দেশ্য। অনুজ বলে কেশব নাম পরে বলা হল॥ জী০ ২১॥

২২। তাবঙ্ঘ্রিযুগ্মমনুকৃষ্য সরীসৃপন্তৌ ঘোষ-প্রঘোষরুচিরং ব্রজকর্দ্দমেষু।
তন্নাদহৃষ্টমনসাবনুসৃত্য লোকং মুগ্ধপ্রভীতবদুপেয়তুরন্তি মাত্রোঃ॥

২২। অন্বয় ঃ তৌ (বালকৌ) ঘোষপ্রঘোষরুচিরং (কটি পাদভূষণানাং কিঙ্কিণীনাং চ নিনাদেন মনোহরং যথা ভবতি তথা) অঙ্ঘ্রিযুগ্মং (পাদযুগলং) ব্রজকর্দমেষু অনুকৃষ্য সরীসৃপন্তৌ (কুটিলং গচ্ছন্তৌ) তন্নাদহৃষ্টমসৌ (তেষাং নাদেন হৃষ্টচিত্তৌ সন্তৌ) লোকং অনুসৃত্য (অনুগম্য) মুগ্ধপ্রভীতবৎ মাত্রোঃ (যশোদা রোহিণ্যাঃ) অন্তি (সমীপে) উভয়েতু (উপগচ্ছতুঃ)।

২২। মূলানুবাদ ঃ নূপুরাদির ধ্বনিতে মনোহর পদযুগল টেনে টেনে ব্রজের কর্দমাক্ত আঙ্গিনায় আঁকাবাঁকা চলন্ত রামকৃষ্ণ ঐ ধ্বনিতে উল্লসিত হওয়ত আগন্তুক লোকের পিছে পিছে মুগ্ধ বালকের মতো চলতে চলতে হঠাৎ যেন অতি ভীত হয়ে মায়েদের নিকট ফিরে আসেন।

২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কালেন ব্রজতেতি। ঐশ্বর্য্যমিশ্রা কৃষ্ণস্য প্রোচ্য বাল্যস্য মাধুরীম্। কেবলামেব তাং প্রাহ নিত্যভাব্যামুপাসকৈঃ॥ বি০ ২১॥

২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ মহা ঐশ্বর্যের প্রকাশে কিম্বা অপ্রকাশে নরলীলার অনতিক্রমই মাধুর্য—এই উভয় মাধুর্যময় বাল্যলীলাই উপাসকগণের নিত্য স্মরণীয়—পূতনাবধাদি লীলায় প্রথমটি বলে এবার দ্বিতীয়টি যেখানে ঐশ্বর্যের অপ্রকাশ সেই রিঙ্গণাদি বাল্যলীলা বলা হচ্ছে॥ বি০ ২১॥

২২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অনুকৃষ্যেতি সরীসৃপন্তৌ কুটিলং গচ্ছন্তাবিতি চ রিঙ্গণ-লীলায়ামপি বলিষ্ঠত্বং দ্যোতয়তি। অঙ্ঘ্রিযুগ্মমিত্যাদিষু কমলাদি-রূপকাপ্রয়োগঃ স্বস্য তদতিক্রমস্ফূর্ত্তেঃ। ক্বচিচ্চ তৎপ্রয়োগস্ত্বন্যস্য তদ্দ্বারাপি স্ফূর্ত্তয় ইতি জ্ঞেয়ম্। ব্রজস্য কর্দ্দমেষ্বিতি প্রায়ো গোমূত্র গোরসাদি-নিপাতেন প্রাঙ্গণস্য পঙ্কময়ত্বাৎ, বহুত্বঞ্চ স্থানবাহুল্যাৎ, লোকং কঞ্চিদাগতং, মুগ্ধবৎ গৃহজনং মত্বৈবানুসৃত্য পশ্চাদন্যং জ্ঞাত্বা প্রভীতবৎ মাত্রোরন্তিকমুপেয়তুঃ; প্র-শব্দাদ্ভীতত্বাধিক্যেন বাল্যলীলাসৌষ্ঠবং বোধিতম্। বতি-প্রত্যয়াদ্যথান্যো মুগ্ধো বালঃ, তথৈব লীলাবেশেনেতর্থঃ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, ঘোষো ব্রজস্তেন, তত্রত্যা-স্তেষাং প্রকৃষ্টৈর্ঘোষৈঃ, অহো রিঙ্গণস্য মহাশ্চর্যত্বমিত্যাত্যুচ্চশব্দৈঃ রুচিরং যথা স্যাৎ তথা, তস্য ঘোষস্য তেন বা প্রকৃষ্টেন নাদেন। সম্মন্যৎ॥ জী০ ২২॥

২২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অনুকৃষ্য সরীসৃপন্তৌ—পদযুগল টেনে টেনে আঁকাবাঁকা গতিতে চলমান—এতে হামাগুড়ি লীলাতেও বলিষ্ঠতা প্রকাশ পাচ্ছে। 'পদযুগল' ইত্যাদিতে কমলাদির উপমা না দেওয়ার কারণ শ্রীশুকদেবের স্বচিত্তে পদযুগল মাধুর্যের আধিক্য স্ফূর্তি—এর কোন তুলনা হয় না। প্রাকৃত জগতের কমল এর কাছে অতি তুচ্ছ—তুলনার উপযুক্ত নয়। কোথাও কোথাও এই রূপক প্রয়োগের হেতু—অন্যের তদ্দ্বারাই চরণ মাধুর্যের স্ফূর্তি হয়। **ব্রজকর্দমেষু**—সর্বদা গোমূত্র-গোদুগ্ধাদি পড়ে পড়ে প্রাঙ্গনের পঙ্কময়তা। 'কর্দমেষু' এই বহুবচন প্রয়োগ স্থান বাহুল্য হেতু। **লোকং**—কোনও আগত লোক। **মুগ্ধপ্রভীতবৎ**—মুগ্ধবালকের মতো বাড়ীর লোক নিশ্চয় করে

২৩। তন্মাতরৌ নিজসুতৌ ঘৃণয়া স্নুবন্ত্যৌ পঙ্কাঙ্গরাগরুচিরাবুপগৃহ্য দোর্ভ্যাম্।
দত্ত্বা স্তনং প্রপিবতোঃ স্ম মুখং নিরীক্ষ্য মুগ্ধস্মিতাল্পদশনং যযতুঃ প্রমোদম্॥

২৩। অন্বয়ঃ তন্মাতরৌ ঘৃণয়া (স্নেহভরেণ) স্নুবন্তৌ (স্তনাভ্যাং পয়ঃ স্রবন্ত্যৌ) পঙ্কাঙ্গরাগ-রুচিরৌ নিজসুতৌ দোর্ভ্যাং (বাহুভ্যাং) উপগৃহ্য (গৃহীত্বা) স্তনং দত্ত্বা প্রপিবতোঃ (স্তনপানং কুর্বতোঃ) মুগ্ধ-স্মিতাল্পদশনং মুখং নিরীক্ষ্য প্রমোদং যযতুঃ স্ম।

২৩। মূলানুবাদঃ নিকটে এলেই অমনি জননীদ্বয় পঙ্কাঙ্গরাগে সুন্দর নিজ পুত্র দুটিকে দু হাতে তুলে নিয়ে স্তন দান করতেন। এই স্তনদানের ফাঁকে ফাঁকে বালকদ্বয়ের সদ্য উঠা অল্প দাঁত ও মৃদু হাসিতে মনোহর মুখ অবলোকন করে অতিশয় আনন্দ লাভ করতেন।

পিছে পিছে চলতে চলতে পরে অন্য লোক বুঝতে পেরে অতিভীতবৎ মাতৃদ্বয়ের নিকট চলে আসে। **প্রভীত**—'প্র' শব্দে ভয়ের আধিক্যের দ্বারা বাল্যলীলা সৌষ্ঠব জানানো হয়েছে। **বৎ**—সাধারণ মুগ্ধ বালকের মতো—লীলায় আবেশ হেতু। অথবা, **ঘোষ প্রঘোষরুচিরং**—'ঘোষ'=ব্রজ, সেখানে আগত ব্রজজনদের উচ্চশব্দের দ্বারা মনোহর। কিরূপ শব্দ? অহো হামাগুড়ির কি মহা আশ্চর্যতা ইত্যাদি উচ্চ শব্দ—এই শব্দের দ্বারা মনোহর পদযুগল; অথবা এই সব লোকের কোলাহলে আরও দ্রুত রিঙ্গন হেতু নূপুর নাদের আরও মধুরতায় 'রুচিরং' রমণীয় পদযুগল॥ জী০ ২২॥

২২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ অঙ্ঘ্রিযুগমনুকৃষ্যেতি। জানুভ্যাং সঞ্চালনেন অঙ্ঘ্র্যোরাকর্ষণাৎ সরীসৃপন্তৌ কুটিলং গচ্ছন্তৌ ব্রজকর্দ্দমেষু গোরস গোবৎস মূত্রাদিকর্দ্দমিত ব্রজাঙ্গণেষু। ঘোষাণাং গোপ-গোপীনাং প্রঘোষো হো হো হো ইতি মুখকরতালিকোদ্ঘোষঃ। তেন রুচিরং যথা স্যাত্তথা যতস্তন্নাদেত্যাদি। ঘোষাঃ কিঙ্কিণ্য ইতি স্বামিচরণাঃ। লোকং ব্রজপুরস্ত্রীজনং কঞ্চিদাগতং মুগ্ধবৎ মাতরং মত্বৈবানুসৃত্য পশ্চা-দন্যং জ্ঞাত্বা মাত্রোরন্তিকমুপেয়তুঃ। বতিপ্রত্যয়াদ্যথান্যো মুগ্ধাদি বালস্তথৈব লীলাবেশেনেত্যর্থঃ॥ বি০ ২২॥

২২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অঙ্ঘ্রি, ইত্যাদি—পাদযুগল বার বার আকর্ষণ ইতি—জানুদ্বয়ের সঞ্চালনে পাদযুগলের আকর্ষণ হেতু এঁকেবেঁকে চলমান্। **ব্রজকর্দমেষু**—গোরস গো-মূত্র্যাদি দ্বারা কর্দমিত বিশাল ব্রজাঙ্গনে। **ঘোষ-প্রঘোষ**—'ঘোষাণাং'—গোপ গোপীদের **প্রঘোষ**—'হো হো হো' এরূপ মুখে ও করতালিকায় উচ্চ শব্দ—এমন ভাবে যাতে উহা রমণীয় হয়। তাই-না **তন্নাদ হৃষ্টমনসা**—সেই শব্দ শুনে গোপালের মনটা আনন্দে নেচে উঠল। 'ঘোষ' শব্দে স্বামিচরণ কিঙ্কিণী অর্থ করলেন। **লোকং অনুসৃত্য**—ব্রজপুরস্ত্রীজন যাঁরা কেউ এসেছিলেন ঐ প্রাঙ্গনে, তাঁদের দেখে মুগ্ধের মতো নিজের মা বলে ভুল করে তাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেতে যেতে হঠাৎ ভুল বুঝতে পেরে ভয়ে মায়ের কাছে ফিরে চলে গেল। এখানে মুগ্ধ ও ভীতের মতো—কিন্তু আসলে মুগ্ধ বা ভীত নয়। লীলাবেশে মুগ্ধ ভীত সাধারণ বালকের মতো মুখ চোখের ভাব করে ফিরে গেল। কিন্তু আসলে তাঁর মুগ্ধতা প্রভৃতি নেই॥ জী০ ২২॥

২৩। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** পঙ্কো ব্রজকর্দ্দম এবাঙ্গরাগস্তেন রুচিরৌ; রুচিরত্বঞ্চ—'সুন্দরে কিং ন সুন্দরম্ ?' ইতি ন্যায়েন 'সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবালেনাপি রম্যম্' ইত্যাদিবৎ, বিশেষতস্তু বাল্য-লীলায়াং তদাদেরেব শোভনত্বমিতি, নিজৌ স্বীয়ৌ সুতৌ ইতি তয়োর্দ্বৌ প্রত্যেব স্নেহভর উক্তঃ, নিজ-নিজেত্যনুক্তত্বাৎ অতএব প্রকর্ষেণ স্বেচ্ছয়া কদাচিন্মাতৃবিপর্য্যয়েণাপি পিবতোঃ স্তনং দত্ত্বা সানন্দত্বাৎ তত্তদন্তরা মুখং নিরীক্ষ্য সম্যগবলোক্য চ, অতএব প্রকৃষ্টং 'নেমং বিরিঞ্চো', 'নায়ং সুখাপঃ' (শ্রীভা০ ১০।৯।২০-২১) ইত্যাদি বক্ষ্যমাণানুসারেণ তত্তদানন্দতোঽপ্যধিকতমং মোদং প্রাপ্তবত্যৌ। স্ম হর্ষে বিস্ময়ে বা। মুখমিত্যে-কত্বং স্ব-স্ব-লাল্যমুখাপেক্ষয়া অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, মুগ্ধং সুন্দরং স্মিতং যত্র প্রমাণতঃ সংখ্যাতশ্চাল্পা দশনা যত্র তচ্চ তচ্চ ॥ জী০ ২৩ ॥

২৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ পঙ্কো**—ব্রজকর্দমই অঙ্গরাগ, আর তার দ্বারাই রুচির অর্থাৎ রম্য। এই রুচিরতার কারণ 'সুন্দরে কি না সুন্দর' অর্থাৎ যে সুন্দর তাকে ভালমন্দ যাই পরাও তাতেই সুন্দর দেখাবে। আরও 'সরসিজ মনুবিদ্ধং শৈবালেনাপি রম্যম্' ইত্যাদিবৎ—অর্থাৎ পদ্ম শেওলায় ঢাকা হয়েও রম্য দেখায়। বিশেষত বাল্যলীলায় এই সবেরই শোভনতা। **নিজসুতৌ**—'নিজৌ স্বীয়ৌ সুতৌ' কৃষ্ণ বলরাম দুজনেই মা যশোদা এবং রোহিণীর দুজনেরই যেন সুত—তাই দুজনকে পৃথক করে নিজ নিজ সুত, এরূপ বলা হল না—এতে দুজনের প্রতিই তাঁদের স্নেহাতিশয্য দেখান হল। অতএব **স্তনং প্রপিবতোঃ**—'প্রকর্ষেণ'—স্বেচ্ছায় কদাচিৎ মায়ের উল্টাপাল্টা হয়ে গেলেও 'পিবতোঃ' স্তন দিয়ে আনন্দ হেতু পানের ফাঁকে ফাঁকে 'মুখং নিরীক্ষ্য' সম্যক্ ভাবে মুখ অবলোকন করে—অতএব **যযতুঃ প্রমোদম্**—'প্র' প্রকৃষ্ট+মোদম্ অর্থাৎ অতিশয় আনন্দ লাভ করেন—'নেমং বিরিঞ্চো', 'নায়ং সুখাপোঃ'—ভা০ ১০ ৯।২০-২১ ইত্যাদি উক্তি অনুসারে শ্রীলক্ষ্মীদেবী শিবব্রহ্মা প্রভৃতির আনন্দ থেকে অধিক আনন্দ। **স্ম**—হর্ষে অথবা বিস্ময়ে। 'মুখম্' এইরূপ একবচন ব্যবহার নিজনিজ লাল্যমুখের অপেক্ষা হেতু। অথবা, **মুগ্ধং স্মিতং**—সুন্দর হাসি যুক্ত মুখ এবং **অল্পদশনং**—ঐটুকু শিশুর উপযোগী আকারে ছোট এবং সংখ্যায় অল্প দন্তযুক্ত মুখ ॥ জী০ ২৩ ॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তদা চ তয়োঃ মাতরৌ নিজসুতৌ দোর্ভ্যামুপগুহ্য প্রমোদং যযতুঃ। নিজ নিজত্যনুক্তত্বাৎ তৌ দ্বাবপি প্রতি তয়োর্দ্বয়োঃ সুতবুদ্ধি তে দ্বে প্রত্যেব তয়োরপি মাতৃবুদ্ধিবুধ্যতে। ঘৃণয়া বাৎসল্যোত্থ কৃপয়া স্নুবন্তৌ দুগ্ধস্রাবিস্তনে সত্যৌ। সুন্দরে কিং ন সুন্দরমিতি ন্যায়েন পঙ্ক এবাঙ্গরাগ-তুল্যস্তেনাপি রুচিরৌ। মুখমিত্যেকত্বং স্বস্ব লাল্যমুখাপেক্ষয়া মুগ্ধং মনোহরং স্মিতং যত্র প্রমাণতঃ সংখ্যা-তশ্চাল্পা দশনা যত্র তচ্চ তচ্চ ॥ বি০ ২৩ ॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তন্মাতরৌ**—তখন তাদের মাতৃদ্বয় নিজসুতদ্বয়কে দু হাতে তুলে নিয়ে অতিশয় আনন্দ লাভ করতেন। 'নিজ নিজ' এরূপ না বলে যশোদা ও রোহিণীকে একাকার করে বলাতে বুঝা যাচ্ছে ঐ দুটি বালকের প্রতিই যশোদা রোহিণীর পুত্রবুদ্ধি, আবার ঐ দুজনেরও যশোদা রোহিণীর প্রতি মাতৃবুদ্ধি। **ঘৃণয়া**—বাৎসল্যোত্থ স্নেহে। **স্নুবন্তৌ**—দুগ্ধ চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে এরূপ (স্তন)।

২৪। যর্হ্যঙ্গনাদর্শনীয়কুমারলীলাবন্তর্ব্রজে তদবলাঃ প্রগৃহীতপুচ্ছৈঃ।
বৎসৈরিতস্তত উভাবনুকৃষ্যমাণৌ প্রেক্ষন্ত্য উজ্‌ঝিতগৃহা জহসুর্হসন্ত্যঃ॥

২৪। **অন্বয়** ঃ যর্হি (যদা) তদবলাঃ (ব্রজাঙ্গণাঃ) অন্তর্ব্রজে (ব্রজান্তঃপুরে) অঙ্গণাদর্শনীয় কুমার লীলৌ (গোপীভিঃ দর্শনীয়া বাল্যলীলা যয়োঃ তৌ তথাবিধৌ) প্রগৃহীতপুচ্ছৈঃ বৎসৈঃ (গোশাবকৈঃ) ইতস্ততঃ অনুকৃষ্যমানৌ (নীয়মানৌ) উভৌ (রামকৃষ্ণৌ) উজ্‌ঝিতগৃহাঃ (ত্যক্তগৃহকার্যাঃ) হসন্ত্যঃ জহসুঃ (আনন্দিতাঃ বভুবুঃ)।

২৪। **মূলানুবাদ** ঃ রামকৃষ্ণ যখন ব্রজরমণীদের দর্শনীয় কৌমার-লীলাপরায়ণ হয়ে বৎসপুচ্ছ শক্ত মুঠিতে ধরা অবস্থায় বৎসদের পিছে পিছে ইতস্ততঃ চলতো মাটিতে ঘেসরে ঘেসরে, তখন তাঁদের এই দশা দেখে লীলা দর্শনেচ্ছায় গৃহকর্ম ত্যাগ করে আগত রমণীগণ আনন্দে হাসতে থাকতেন।

'সুন্দরে সবই সুন্দর' এই ন্যায়ে উঠানের কাদা তাঁদের গায় লেগে উহা হয়ে উঠল অঙ্গরাগ তুল্য সুন্দর, আর এতেই তাঁরা হয়ে উঠলেন রমণীয়। **মুখম্**—নিজ নিজ লাল্য মুখের অপেক্ষায় এখানে এক বচন। **মুগ্ধস্মিত মুখং**—মনোহর মন্দ হাসিযুক্ত মুখ। **অল্পদশনং মুখং**—হ একটা দাঁত একটু একটু উঠেছে, এরূপ মুখ॥ বি০ ২৩॥

২৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ অথ কিঞ্চিদ্বয়োঽতিরেকেণ বলবৃদ্ধি-প্রাকট্যাদিতস্ততোঽখিলব্রজমধ্যে বিহরদ্ভ্যাং সর্ব্বাসামপি ব্রজস্ত্রীণামত্যানন্দো জনিত ইত্যাহ—যর্হীতি। অঙ্গণা দর্শনীয়েত্যাদিকং তৎকৌতুকে তাসামেব প্রাধান্যাৎ। বৎসৈস্তর্ণকৈঃ বহুত্বমেকবৎস পরিত্যাগেন মুহুর্বৎসান্তর-গ্রহণাৎ একদৈব ত্রি-চতুঃপুচ্ছগ্রহণাদ্বা। প্র শব্দেন কদাচিদপি পুচ্ছত্যাগো নিরস্তঃ, অতএব স্থানে স্থানেঽনুকৃষ্যমাণৌ, অতএব প্রকর্ষেণেক্ষমাণাঃ, অতএব ত্যক্তং গৃহং তত্রত্যকৃত্যং কিংবা প্রেক্ষণার্থং তত্র তত্র সর্ব্বব্রজে পরিভ্রামণেন গৃহমেব যাভিস্তা হসন্ত্যঃ অদ্ভুতত্বাৎ। কিংবা অহো বলিষ্ঠতরৌ ইতি তৌ পরিহসন্ত্যঃ, তর্ণকৈরপ্যাকৃষ্যমাণত্বাৎ॥ জী০ ২৪॥

২৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ অতঃপর বয়স কিছু বেশী হলে বলবৃদ্ধি প্রকাশ হেতু ইতস্ততঃ অখিল ব্রজমধ্যে তাদের দুজনের বিহার হেতু ব্রজস্ত্রী সকলেরই অত্যানন্দ জন্মাল—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—যর্হীতি। **অঙ্গনা দর্শনীয় ইত্যাদি**—'ব্রজস্ত্রীগণের দর্শনীয়' বলবার কারণ—এই লীলা কৌতুকে তাদেরই প্রাধান্য। **বৎসৈঃ**—বাছুর সকল—এখানে বহুবচন প্রয়োগের কারণ হল, এক বৎস পরিত্যাগ করে পুনরায় অন্য বৎস ধারণ, অথবা এককালেই তিনচার পুচ্ছ গ্রহণ। **প্রগৃহীত**—'প্র' শব্দে কখনও-ই পুচ্ছ ত্যাগ হয়েছে, তা বলা যাবে না। অতএব স্থানে স্থানে বৎসের পিছে ঘসরে ঘসরে চলমান। **প্রেক্ষন্তঃ**—'প্র' শব্দে অতি আবেশের সহিত ঈক্ষ্যমান, **উজ্‌ঝিত গৃহা**—গৃহের কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করে। অথবা তাঁরা যেখানে যেখানে লীলা হচ্ছে সেখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে দেখবার জন্য গৃহ ত্যাগ করতেন। **জহসুর্হসন্ত্যঃ**—লীলার অদ্ভুতত্ব হেতু তাঁরা হাসাহাসি করতেন। অথবা হরিহাস

২৫। শৃঙ্গ্যগ্নিদংষ্ট্র্যহিজলদ্বিজকণ্টকেভ্যঃ ক্রীড়াপরাবতিচলৌ স্বসুতৌ নিষেদ্ধুম্।
গৃহ্যাণি কর্ত্তুমপি যত্র ন তজ্জনন্যৌ শেকাত আপতুরলং মনসোঽনবস্থাম্॥

২৫। অন্বয়ঃ তজ্জনন্যৌ (যশোদারোহিণ্যৌ) যত্র ক্রীড়াপরৌ অতিচলৌ (অতিচঞ্চলৌ) স্বসুতৌ শৃঙ্গ্যগ্নিদংষ্ট্র্যহিজলদ্বিজকণ্টকেভ্যঃ (শৃঙ্গী অগ্নিঃ দংষ্ট্রী মার্জার কুক্কুরাদয়ঃ সর্পঃ পক্ষী কণ্টকং এতেভ্যঃ) নিষেদ্ধুং গৃহ্যাণি (গৃহকর্মাণি) কর্ত্তুম্ অপি ন শেকাতে (তদা) মনসঃ অলং (যথেষ্টং) অনবস্থাং আপতুঃ।

২৫। মূলানুবাদঃ মা যশোদা রোহিণী ক্রীড়াপর অতি চপল নিজ বালকদ্বয়কে বৃষাদি, অগ্নি, কুকুরাদি, সর্প, জল, পাখী এবং কাঁটা থেকে নিষেধ মুখে রক্ষার ব্যস্ততায় গৃহ কর্ম করে উঠতে না পারায় মনে অতিশয় অস্থিরতা বোধ করলেন।

করতেন—অহো তোমরা দেখছি বহুত বলবান হয়ে উঠেছ—ছোট্ট বাছুরের দ্বারাও আকৃষ্ট হয়ে তাদের পিছে পিছে ঘেসরে ঘেসরে চলেছ॥ জী০ ২৪॥

২৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ যর্হি কিঞ্চিদ্বলাধিক্য প্রকটনে সতি অঙ্গনানাং আ সম্যক্ প্রকারেণ দর্শনীয়া অতি চিত্তাকর্ষিণী কুমারসম্বন্ধিনী লীলা বয়োস্তথাভূতাবভূতাং তং তদা অবলা স্তৌ প্রেক্ষন্ত্যাঃ প্রেক্ষমাণা জহ্নষুঃ। কীদৃশৌ তাভ্যাং গৃহীতপুচ্ছৈর্বৎসৈরিতস্ততশ্চ আকৃষ্যমাণাবিতি। শয়ানানাং বৎসানাং পুচ্ছান্ জানুচংক্রমণেন প্রাপ্য কিমিদমিতি সাশ্চর্যং মৌগ্ধ্যেন যদা করতলেন মুষ্টীকৃত্য গৃহীতস্তদা বৎসৈরুত্থায় পলায্যতে। ততশ্চ মৌগ্ধ্যেন মুষ্টীমত্যজন্তৌ প্রত্যুত ভয়েন দৃঢ়তরীকুর্ব্বন্তৌ ভূতলে ঘৃষ্যমাণৌ রুদন্তৌ বিলোক্য হাস্তনাদ্বৎসাদপি দুর্ব্বলৌ যুবামিতি হসন্ত্যৌ যত্নেন পুচ্ছং ত্যাজয়ামাসতুরিতি জ্ঞেয়ম্॥ বি০ ২৪॥

২৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ যর্হি—যখন কিঞ্চিৎ বলাধিক্য হলে। (অঙ্গনা+আদর্শনীয়) 'অঙ্গনানাম্' ব্রজস্ত্রীগণের 'আদর্শনীয়' সম্যক্ প্রকারে দর্শনীয়, কারণ এ-লীলা অতি চিত্তাকর্ষিণী। **কুমার লীলা ইত্যাদি**—কুমারবয়স সম্বন্ধীয় লীলাপরায়ণ তাদের দুজনকে। **তদবলাঃ প্রেক্ষন্তঃ ইত্যাদি**—'অবলাঃ' ব্রজস্ত্রীগণ কৌমারলীলা পরায়ণ রামকৃষ্ণকে দেখতে দেখতে আনন্দিত হতেন। কিরূপ লীলা-পরায়ণ? **প্রগৃহীত পুচ্ছৈঃ ইত্যাদি**—হাতে সজোরে মুঠি করে ধরা গোপুচ্ছ, এ-অবস্থায় বৎসের দ্বারা আকৃষ্যমান —শুয়ে থাকা বাছুরের পুচ্ছ হাতে পেয়ে এটা কি, এরূপ আশ্চর্য হয়ে মুগ্ধতায় যেই করতলে মুঠি করে ধরেছে অমনি বাছুর গুলি উঠে পালাতে লাগল—মুগ্ধতায় মুঠি না খুলে ভয়ে আরও জোরে চেপে ধরাতে বাছুর গুলির পিছে পিছে চললো মাটিতে ঘেসরাতে ঘেসরাতে কাঁদতে কাঁদতে। এই-না দেখে ব্রজস্ত্রীগণ 'অহো দুধ না-ছাড়া বাছুর থেকেও তোমরা দুর্বল দেখছি—এ বলে হাসতে হাসতে আদরে পুচ্ছ ছাড়িয়ে দিতেন॥ বি০ ২৪॥

২৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ ততশ্চাধিকবয়োবল-প্রকটনেন ক্রীড়ালোলতয়া মাত্রো-রপি মনঃ প্রেমবিহ্বলং চক্রতুরিত্যাহ—শৃঙ্গীতি। যতঃ ক্রীড়াপরৌ, অতঃ শৃঙ্গ্যাদীন্ ধর্ত্তুমভিসরন্তৌ; তেভ্যো নিষেদ্ধুং নিবারয়িতুম্; যদ্বা, শৃঙ্গ্যাদিভিঃ ক্রীড়াপরৌ, অতস্তেভ্যো নিষেদ্ধুং ন শেকতুঃ; 'ঈদূদেদ্দ্বিবচনং

প্রগৃহ্যম্' ইত্যনেন প্রগৃহ্যত্বাৎ 'পচেতে অমূ' ইতিবৎ সন্ধ্যভাবেঽপি সন্ধিরার্ষঃ। কুতঃ? অতিচলৌ পরম-চপলৌ। তত্র শৃঙ্গিণো বৃষাদয়ঃ, দংষ্ট্রিণঃ কুক্কুরাদয়ঃ বানরাদয়ো বা অসয়ঃ খড়্গাঃ, পাঠান্তরে অহয়ঃ সর্পাঃ, খড়্গানাং সম্বরণাদি-সম্ভবাৎ ইদমেব যুক্তম্; দ্বিজা ময়ূরাদয়ঃ। স্ব শব্দেন সদা নিষেধেঽন্যস্যাশক্যতা তাড়না-দাবযোগ্যতা চ। তথা শৃঙ্গ্যাদিভ্যো নিষেধস্যাবশ্যকতা, সা চ স্নেহাকুলতয়া স্ব-পার্শ্বে স্থাপনেন চ বাহ্যাত্রেণেতি চ বোধ্যতে। তজ্জন্মনা তু তদীয়তয়া জাতাসক্তের্গৃহস্য চ কৃত্যমাবশ্যকমপ্যতএব কর্ত্তুং ন শক্যতে। অতএব মনসোঽনবস্থাম্ অস্থিরতামলমত্যর্থমপিতুঃ; এতচ্চ শ্রীভগবৎপরাণাং ব্রজজনানাং তেষাং তদর্থকর্ম্মণা চিত্তাস্থৈর্য্যমপি চাপলাখ্য সঞ্চারিভাবতয়া স্থায়িনং বাৎসল্যাখ্যং ভক্তবৃন্দহৃল্লভং ভাবং পুষ্ণৎ তৎ সমাধিনিষ্ঠা-তোঽপ্যুৎকর্ষং ভজতি। এবমেব ব্যাখ্যাতং—গৃহসৌখ্যস্য পরাকাষ্ঠা দর্শিতেতি। তচ্চাগ্রে শ্রীব্রহ্মস্তুত্যাদৌ 'তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাঃ' (শ্রীভা০ ১০।১৪।৩৬) ইত্যাদি 'যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়,-প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে' (শ্রীভা০ ১০।১৪।৩৫) ইত্যাদি-কৈমুত্যপ্রতিপাদকবচনতো 'নাবিন্দন্ ভববেদনাম্' (শ্রীভা০ ১০।১১।৬৮) ইত্যাদ্যন্যার্থাবেশ-নিষেধবচনতো 'নেমং বিরিঞ্চঃ' (শ্রীভা০ ১০।৯।২০) ইত্যাদি-তদ্ভাবপ্রশংসাবচনতোঽপি ব্যক্তমেব। তত্র শ্রীরামকৃষ্ণয়োরন্যোঽন্যমাসক্ত্যা শোভাভরঃ শ্রীবৈশম্পায়নেনোক্তঃ—'তাবন্যোঽন্যং গতৌ বালৌ বাল্যাদেবৈকতাঙ্গতৌ একমূর্ত্তিধরৌ কান্তৌ বালচন্দ্রার্কবর্চ্চসৌ॥ একনির্ম্মাণনির্মুক্তাবেকশয্যাসনাশনৌ। একবেশধরাবেকং পুষ্যমাণৌ শিশুব্রতম্॥ এককার্য্যান্তরগতাবেকদেহৌ দ্বিধা-কৃতৌ। একচর্য্যৌ মহাবীর্য্যাবেকস্য শিশুতাং গতৌ॥ একপ্রমাণৌ লোকানাং দেববৃত্তৌ চ মানুষৌ কৃৎস্নস্য জগতো গোপৌ সংবৃত্তৌ গোপ-দারকৌ॥ অন্যোঽন্যব্যতিষক্তাভিঃ ক্রীড়াভিরতিশোভিতৌ। অন্যোঽন্যকিরণগ্রস্তৌ চন্দ্রসূর্য্যাবিবাম্বরে॥ বিসর্পন্তৌ তু সর্ব্বত্র সর্পভোগভুজাবুভৌ। রেজতুঃ পঙ্কদিগ্ধাঙ্গৌ দৃপ্তৌ কলভকাবিব॥ ক্বচিদ্ভস্মপ্রদিগ্ধাঙ্গৌ করীষপ্রোক্ষিতৌ ক্বচিৎ। তৌ তত্র পরিধাবেতাং কুমারাবিব পাবকী॥ ক্বচিজ্জানুভিরুদ্ঘৃষ্টৈঃ সর্পমাণৌ বিরেজতুঃ। ক্রীড়ন্তৌ বৎসশালাসু শকৃদ্দিগ্ধাঙ্গমূর্দ্ধজৌ॥ শুশুভাতে শ্রিয়া জুষ্টাবানন্দজননৌ পিতুঃ। জনঞ্চ বিপ্রকুর্ব্বাণৌ প্রহসন্তৌ ক্বচিৎ ক্বচিৎ॥ তৌ তত্র কৌতুহলিনৌ মূর্দ্ধজব্যাকুলেক্ষণৌ। রেজতুশ্চন্দ্রবদনৌ দারকৌ সুকুমারকৌ॥' ইতি॥ জী০ ২৫॥

২৫। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অতঃপর আরও অধিক বয়স ও বল প্রকাশের দ্বারা ক্রীড়াচাঞ্চল্যে মায়েদেরও মন প্রেমবিহ্বল করতেন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—শৃঙ্গীতি। যেহেতু **অতিচলৌ**—তারা ক্রীড়া চঞ্চল, তাই **ক্রীড়াপরৌ**—বৃষাদি শৃঙ্গী প্রভৃতিকে ধরতে এগিয়ে গমনপর—**নিষেদ্ধুম্**—তাদিকে নিবারণ করবার জন্য। অথবা 'ক্রীড়াপরৌ' শৃঙ্গাদি সহিত ক্রীড়াপর—অতএব বুঝা যাচ্ছে, তাদিকে নিষেধ করতে সক্ষম হতেন না কেন সক্ষম হতেন না? উত্তর—**অতিচলৌ**—পরম চঞ্চল। এখানে **শৃঙ্গিণৌ**—বৃষ প্রভৃতি, **দ্রংষ্ট্রিণঃ**—কুক্কুরাদি, অথবা বানরাদি। **অসয়ঃ**—খড়্গ। পাঠান্তর **অহয়**—সর্প। এই সর্প পাঠটাই ঠিক, কারণ খড়্গ সম্বরণ করা সম্ভব। **স্বসুতৌ**—এখানে 'স' শব্দের বিশেষ ধ্বনি আছে। এতে বুঝানো হচ্ছে—সদা অন্যের পক্ষে নিষেধ করা সাধ্যের অতীত এবং অন্যের তাড়নাদিতে অযোগ্যতা—তথা শৃঙ্গাদি থেকে নিষেধের আবশ্যকতা—যা সহজে হতে পারে না

যশোদার দ্বারাই নিজের পাশে রেখে স্নেহাকুল ভাবে মুখের কথা মাত্রেই। কৃষ্ণের জন্ম থেকে তদীয়তা বোধে গৃহের প্রতি আসক্তি জন্মে গেল মা যশোদার—এতে গৃহকৃত্য অবশ্য করণীয় বলে তাঁর মনে হলেও করে উঠতে পারেন না, বালককে এটা করো না ওটা করো না বলতে বলতে। **আপতুরলং মনসোঽনবস্থাম্**—অতএব মনের অত্যন্ত অস্থিরতা প্রাপ্ত হলেন। শ্রীকৃষ্ণপর সেই ব্রজজনদের তদর্থকর্ম হেতু চিত্তের এই অস্থিরতাও চাপলাক্ষ্য-সঞ্চারি-ভাবের দ্বারা ভক্তবৃন্দ-দুর্লভ বাৎসল্যাখ্য স্থায়িভাবকে পোষণ করত এই অস্থিরতা সমাধিনিষ্ঠা থেকেও উৎকর্ষ প্রাপ্ত। এখানে মা যশোদার গৃহসুখের পরাকাষ্ঠা দেখান হয়েছে। অগ্রে ব্রহ্মস্তুতিতে—'তাবদ্রাগাদয় স্তেনাঃ' ভা০—১০।১৪।৩৬ অর্থাৎ 'হে কৃষ্ণ, যে পর্যন্ত লোকে আপনার প্রতি অনুরাগী না হয়, সে কাল পর্যন্তই রাগাদি চোর, গৃহ কারাগার এবং মোহ পায়ের লৌহ বেড়ি হয়ে থাকে।' ইত্যাদি। 'নেমং বিরিঞ্চো'—ভা০ ১০।৯।২০। অর্থাৎ গোপী যশোদা শ্রীকৃষ্ণ থেকে যে প্রসাদ লাভ করেছেন তা শ্রীলক্ষ্মীশিবব্রহ্মাদিও পায়নি, ইত্যাদি—তৎভাবপ্রশংসা-বচন থেকে ব্যক্ত হচ্ছে—মা যশোদার চিত্তের অস্থিরতা সমাধিনিষ্ঠা থেকেও উৎকর্ষ প্রাপ্ত। এই বাল্যক্রীড়ায় রামকৃষ্ণের পরস্পর আসক্তি থেকে তাদের যে শোভাতিশয্য তা শ্রীবৈশম্পায়ন বলেছেন—"রামকৃষ্ণ দুজনে বাল্য অবস্থা প্রাপ্ত হল। একইরূপ দেহসৌষ্ঠব প্রাপ্ত হল। কান্তিতে চন্দ্রসূর্য সম দীপ্ত হল। এক শয্যা-আসন—একই সঙ্গে ভোজন বিলাস—একই বেশধারী—একইরূপ শিশুভাব অবলম্বী হল। একই কার্যে দুজনের অভিনিবেশ—একই দেহ যেন দ্বিধাকৃত—একই আচরণশীল মহাবীর্য দুজন শিশুভাবে মগ্ন। একই লম্বা-চওড়া, জনগণের সম্বন্ধে দুজনেই দেবচরিত্র হয়েও মনুষ্য। দুজনে পরস্পর মিলেমিশে ক্রীড়ায় অতি শোভন। সর্ব জগতের পালক, জাতিতে গোপবালক। সর্পদেহবৎ ভুজযুগলে শোভন তারা দুজন সর্বত্র ইতস্ততঃ চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। পঙ্কলিপ্ত অঙ্গে দীপ্তি পাচ্ছে হস্তিশাবকের মতো ইত্যাদি।"

[শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভ ঃ **অনবস্থাম্**—অস্থিরতা—বাৎসল্যপোষক-চাপলাখ্য সঞ্চারি-ভাব—যশোদা রোহিণীর গৃহকর্মেরও কৃষ্ণপ্রেমময়রূপে স্থাপন হেতু]॥ জী০ ২৫॥

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অতিচলৌ তৌ শৃঙ্গাদীন্ ধর্ত্তুং চলন্তৌ তৈঃ সহ ক্রীড়িতুমিচ্ছন্তৌ বা তৌ তেভ্যো নিষেদ্ধুং গৃহোচিতানি কর্ম্মাণি চ কর্ত্তুং যত্র যদা তজ্জনন্যৌ ন শেকতুস্তদা মানসোঽনবস্থাং চাপল্যং বাৎসল্যস্থায়িপোষকসঞ্চারিভাবং আপতুঃ। তত্র শৃঙ্গিণো বৃষাদয়ঃ দংষ্ট্রিণঃ কুক্কুরাদয়ঃ দ্বিজাঃ পক্ষিণঃ॥ বি০ ২৫॥

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অতিচলৌ—অতিচঞ্চল তারা দুজন **তৌ**—শৃঙ্গাদিকে ধরতে গমনপর, অথবা শৃঙ্গাদির সঙ্গে খেলতে অভিলাষী। তাদের নিষেধ করতে করতে **যত্র**—যখন জননীদ্বয় গৃহকর্মের পর্যন্ত অবসর পেতেন না, তখন **মনসোঽনবস্থাম্**—'অনবস্থাং' চাপল্য—বাৎসল্যরূপ স্থায়িভাবের পোষক চাপল্য নামক সঞ্চারি-ভাব প্রাপ্ত হতেন॥ বি০ ২৫॥

২৬। কালেনাল্পেন রাজর্ষে রামঃ কৃষ্ণশ্চ গোকুলে।
অঘৃষ্টজানুভিঃ পদ্ভির্বিচক্রমতুরঞ্জসা॥
২৭। ততস্তু ভগবান্ কৃষ্ণো বয়স্যৈর্ব্রজবালকৈঃ।
সহরামো ব্রজস্ত্রীণাং চিক্রীড়ে জনয়ন্ মুদম্॥

২৬। অন্বয় ঃ হে রাজর্ষে! অল্পেন কালেন রামঃ কৃষ্ণঃ গোকুলে অঘৃষ্ট জানুভিঃ (ভূমি ঘর্ষণম-প্রাপিতানি জানূনি যেষু তৈঃ) পদ্ভিঃ অঞ্জসা (অনায়াসেন) বিচক্রমতুঃ।

২৭। অন্বয় ঃ ততঃ তু বয়স্যৈঃ (সমবয়স্কৈঃ) ব্রজবালকৈঃ সহরামঃ (রামেণ সহ) ভগবান্ কৃষ্ণঃ ব্রজস্ত্রীণাং মুদং (হর্ষং) জনয়ন্ চিক্রীড়ে।

২৬। মূলানুবাদ ঃ হে রাজর্ষি! অল্পকাল মধ্যেই রামকৃষ্ণ হামাগুড়ি ছেড়ে দিয়ে পায়ে হেটেই ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

২৭। মূলানুবাদ ঃ অতঃপর ভগবান্ কৃষ্ণ বলরামের সহিত মিলিত হয়ে ব্রজবালকদের সহিত খেলা করতে লাগলেন—ব্রজস্ত্রীদের আনন্দ বর্ধন করতে করতে।

২৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ এবমুৎকণ্ঠয়া যুগপদিব বর্ণয়িতুমিচ্ছুঃ শীঘ্রমেব রিঙ্গণপাদ-ব্রজ্যয়োরাদিমমাদিমং ভাগং বর্ণয়িত্বা পুনস্তত্তল্লীলামাধুরীবিশেষ-স্মরণোল্লাসাদন্তিমং ভাগমপি বর্ণয়িতুং প্রবর্ত্ততে—কালেনেত্যাদিনা। অল্পেনেতি—স্বল্পবয়স্যপি বুদ্ধিবলাতিরেকপ্রকটনাৎ; অঘৃষ্টানি ভূমিঘর্ষণম-প্রাপিতানি জানূনি যেষু তৈঃ পদ্ভিঃ পদৈরোজসা গোকুলে বিচক্রমতুর্বভ্রমতুঃ। অঞ্জসেতি পাঠেঽনায়াসেন বলিষ্ঠত্বাৎ। গোব্রজ ইতি পাঠে গো-শব্দস্যোক্তির্ধনুর্জ্যেতিবৎ, সা চ তস্য মনোহরত্বং পবিত্রত্বঞ্চ বোধয়িতুম্ হে রাজন্যু ঋষে সর্ব্বজ্ঞেতি—তল্লীলামাধুরী মদ্বিধবৎ ত্বয়াপ্যনুভূয়ত ইতি ভাবঃ॥ জী০ ২৬॥

২৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এইরূপে লীলামাধুর্য আস্বাদন উৎকণ্ঠায় যেন যুগপৎ বর্ণন করতে ইচ্ছুক শ্রীশুকদেব হামাগুড়ি ও পদব্রজে চললনলীলার প্রথম ভাগ বর্ণন করত পুনরায় সেই সেই লীলামাধুরীবিশেষ-স্মরণোল্লাস হেতু শেষের দিকটাও বর্ণন করতে আরম্ভ করছেন—কালেন ইত্যাদি। **অল্পেন ইতি**—অল্প বয়সেই বুদ্ধিবল অতিশয় ভাবে প্রকাশ হেতু। **অঘৃষ্টজানুভিঃ**—হাটুতে আর মাটির ঘেষা লাগছে না, এই শোভন হাটুতে দীপ্ত পায়ের বলে গোকুলে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন রামকৃষ্ণ। **অঞ্জসা**—অনায়াসে—বলিষ্ঠতা হেতু। গোব্রজ পাঠে সেই স্থানের মনোহরত্ব ও পবিত্রতা বুঝাবার জন্য। হে রাজর্ষি—'ঋষি' সর্বজ্ঞ—এই লীলামাধুরী আমাদের মতো আপনিও অনুভব করতে পারছেন, এরূপ ভাব॥ জী০ ২৬॥

২৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অঘৃষ্টানি ভূমিঘর্ষণমপ্রাপ্তানি জানূনি যেষু তৈঃ পদ্ভির্জানু সংঘর্ষণং বিনৈবেত্যর্থঃ ওজসা অঞ্জসেতিচ পাঠঃ॥ বি০ ২৬॥

২৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অঘৃষ্ট জানুভিঃ—ভূমিঘর্ষণ আর প্রাপ্ত হচ্ছে না, এমন হাটু সমন্বিত পায়ের বলে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। 'ওজসা' ও 'অঞ্জসা' দুরকম পাঠই আছে॥ বি০ ২৬॥

২৮। কৃষ্ণস্য গোপ্যো রুচিরং বীক্ষ্য কৌমারচাপলম্।
শৃণ্বন্ত্যাঃ কিল তন্মাতুরিতিহোচুঃ সমাগতাঃ॥

২৮। অন্বয় ঃ কৃষ্ণস্য রুচিরং (মনোহরং) কৌমার চাপলং বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) সমাগতাঃ গোপ্যঃ তন্মাতুঃ (যশোদায়াঃ) শৃণ্বন্ত্যাঃ হ ইতি উচুঃ কিল।

২৮। মূলানুবাদ ঃ গোপীগণ কৃষ্ণের মনোহর বালচাপল্য দর্শন করে নন্দগৃহে আগমন পূর্বক লীলা শ্রবণ-লুব্ধা মা যশোদাকে এই সব কথা স্পষ্টাক্ষরে বলতে লাগলেন—

২৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ তদেব সাধারণ্যেন তয়োর্লীলং বর্ণয়িত্বা পুনঃ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধেন রামস্যাপি তাদৃশত্বং ব্যঞ্জয়িতুং তস্য বিশেষতঃ সর্ব্বব্রজ-মনোমোহনলীলাবর্ণনেন প্রাধান্যং বক্তুমাহ—ততস্ত্বিতি। তু ভিন্নোপক্রমে। কৃষ্ণো ভগবানিতি স্বয়ংভগবত্ত্বেন স্বতঃপ্রাধান্যং, 'সহরামঃ' ইতি লীলাতোঽপি বোধয়তি, অথচ ভগবান্ নিজ-ভগবত্তা-সারমাধুরীবিশেষ-প্রকটনপরঃ কৃষ্ণঃ সর্ব্বজনাকর্ষক-মাধুর্য্যঃ, সহরাম-স্তস্যাপ্যাকর্ষকঃ। রামেতি—তস্য পরমরমণসাহায্যাদত্রৈব তন্নিরুক্তিমর্য্যাদা-পর্য্যাপ্তিরিতিভাবঃ। তত্তাদৃশঃ সন্নিত্যর্থঃ। বয়স্যৈঃ সখিভিঃ সহেতি মিথঃপ্রণয়বিশেষেণ তাদৃশলীলাসৌষ্ঠবং দর্শিতম্। তত্র যোগবৃত্ত্যা সম-বয়স্ত্বং রূঢ়ার্থশক্ত্যা সমানগুণ-জাতি-শীল-ব্যবসায়বেশত্বঞ্চ ধ্বনিতং, তথৈব সখিত্বোপপত্তেঃ; তত্র হেতুঃ—ব্রজস্য তদাত্মীয়ত্বেন প্রসিদ্ধস্য তস্য ব্রজবিশেষস্য বালকৈশ্চিত্রক্রীড়ে চিত্রক্রীড়॥ জী০ ২৭॥

২৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এইরূপে সাধারণ ভাবে তাদের দুজনের লীলা বর্ণন করে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলায় রামের তাদৃশত্ব প্রকাশ করবার জন্য এবং বিশেষতঃ সর্বব্রজজন-মনোমোহন লীলা বর্ণনের দ্বারা কৃষ্ণের প্রাধান্য বলবার জন্য বলা হচ্ছে—ততস্তু ইতি। **তু**—ভিন্ন উপক্রমে **ভগবান্ কৃষ্ণো ইতি**—কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ বলে স্বভাবতই তাঁর প্রাধান্য। [শ্রীরামের গৌণতা হেতু 'সহরাম' এইরূপ সাহিত্যমাত্র (সঙ্গ মাত্র) বলা হল—শ্রীসনাতন] 'সহরাম' এইরূপে লীলা হইতেও এই প্রাধান্য বুঝান হচ্ছে। **ভগবান্**—এখানে 'ভগবান' পদে নিজ ভগবত্তা-সার-মাধুরীবিশেষ প্রকটনপর—**কৃষ্ণঃ**—'কৃষ্ণ' পদে সর্বজন আকর্ষক মাধুর্য। এমন কি **সহরাম**—রামেরও আকর্ষক। 'রাম ইতি'—পরমরমণ যে কৃষ্ণ তারও সাহায্য করণ হেতু—এইরূপেই 'রাম' নামের নিরুক্তি গৌরব সীমা প্রাপ্ত হয়েছে। **বয়স্যৈঃ**—সখার সহিত পরস্পর প্রণয়বিশেষ দ্বারা তাদৃশ লীলাসৌষ্ঠব দেখান হয়েছে। এই সখাগণের গুণ-জাতি-স্বভাব-ব্যবসায়-বেশ সমান—এইরূপেই সখা ভাবের নিষ্পত্তি হয়। **ব্রজবালকৈঃ**—ব্রজবালকদের সহিত খেলা করার হেতু হল, ব্রজের সহিত আত্মীয়তায় প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ হলেন ব্রজবিশেষ—এই ব্রজবিশেষ কৃষ্ণেরই বালক এরা, তাই এদের সহিত খেলা।

[শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভ ঃ তুল্যভাবে রামকৃষ্ণ দুজনের লীলা বলে এখন বিশেষ ভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলা বলা হচ্ছে—ততস্তু ইত্যাদি দ্বারা।] ॥ জী০ ২৭ ॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** সহরাম ইতি গব্যমোষণাদি লীলায়াং কৃষ্ণস্যৈব প্রাধান্যাৎ ॥ বি০২৭ ॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সহরাম ইতি**—মাখন, দধি প্রভৃতি চৌর্যলীলায় কৃষ্ণেরই প্রাধান্য হেতু এখানে রামের সহিত মিলিত হয়ে এরূপ বলা হল ॥ বি০ ২৭ ॥

২৮। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** তাস্তৎক্রীড়োল্লাসিতচিত্তা ভঙ্গ্যা তন্মাতুঃ স্বেষামপি প্রেমবিনোদ-বিশেষায় মিথঃ সংমন্ত্র্য তস্যা' চুক্রুশুরিবেত্যাহ—কৃষ্ণস্যেতি। গোপ্যঃ পুরন্ধ্র্যো বৃদ্ধাশ্চ রুচিরং মনোহরমিতি প্রেমকৌতুকমেব ব্যক্তং। শৃণ্বত্যা ইতি তস্যাস্তত্রাবহিতত্বং সূচিতম্। যদ্বা, নিত্যং শৃণ্বত্যা অপি সমাগতাঃ সমবেত্যাগতাঃ, হ স্ফুটমূচুঃ চুক্রুশুঃ, কিলেত্যনৃতে, বস্তুতো ন চুক্রুশুরিত্যর্থঃ। তাদৃশঞ্চ চাপলং তাসাং মুখোক্ত্যৈবাতিমনোহরং স্যাদিতি মুনীন্দ্রেণাপি তদ্দ্বারৈব বর্ণিতমিবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ জী০ ২৮ ॥

২৮। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** পাড়ার গোপীগণ কৃষ্ণের খেলারঙ্গে উল্লসিত হয়ে তার মায়ের ও নিজেদেরও প্রেমবিনোদ বিশেষের জন্য ভঙ্গীক্রমে পরস্পর মন্ত্রণা করে যাশাদা মার প্রতি যেন রাগত ভাবে এইরূপ বলতে আরম্ভ করলেন—কৃষ্ণস্য ইতি। **গোপ্যঃ**—পুত্রবতী নারী ও বৃদ্ধাগণ। মনোহর (বাল চাপল্য) এখানে রুচির পদে গোপীদের প্রেমকৌতুকই প্রকাশ পাচ্ছে। **শৃণ্বন্ত্যাঃ**—শ্রবণ-পর, এটি মা যশোদার বিশেষণ—এই বাক্যে মা যশোদার এ ব্যাপারে মনোযোগের ভাব সূচিত হচ্ছে। অথবা, মা যশোদার রোজ রোজ 'শৃণ্বত্যা' শোনা কথা হলেও তাই আবার তাকে বলতে লাগলেন–কথাগুলি আস্বাদনে ভরপুর কি না তাই। **সমাগতা**—সমবেত হয়ে আগতা **হ**—উঁচুগলায় **উচুঃ**—বললেন অর্থাৎ যেন রাগত ভাবে বললেন। **কিল**—এ পদে কথাগুলির মিথ্যাত্ব সূচিত হচ্ছে—বস্তুতঃ রাগত ভাবে বলেন নি। তাদৃশ চাপল্য এই গোপীদের মুখে উচ্চারিত হয়েই অতি মনোহর হয়—তাই শ্রীশুকমুনিও তাঁদের মুখেই বর্ণনা করছেন, এইরূপ বুঝতে হবে ॥ জী০ ২৮ ॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** রুচিরং সুখদং হন্তৈতাদৃশং সুখমস্মৎপ্রিয়সখ্যা শ্রীযশোদয়া ন প্রাপ্তং তদস্মচ্চাক্ষুষমেতত্তস্যাঃ শ্রাবণমপ্যস্ত্বিতি তত্র গত্বা শৃণ্বত্যাঃ শৃণ্বন্ত্যা স্বপুত্র চরিত্র শ্রবণার্থং গৃহকার্য্য শতমপি ত্যজন্ত্যা তন্মাত্রে উপালম্ভন দানমিষেণ পরমানন্দমেব দাতুমিতি ভাবঃ ॥ বি০ ২৮ ॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ রুচিরং কৌমারচাপলং**-সুখদ বাল্যচঞ্চলতা—এই গোপী-দের মনের ভাব, হায় হায় এতাদৃশ সুখ আমাদের প্রিয়সখী যশোদা পেল না, অতএব আমাদের সাক্ষাৎ চোখে দেখা এই লীলা অন্ততঃ তাঁর কর্ণগোচর তো হোক। এই ভেবে সেখানে গিয়ে সমবেত হলেন **শৃণ্বন্ত্যাঃ**—'শৃণ্বত্যাঃ' শৃণ্বন্ত্যা—নিজপুত্রের লীলা শ্রবণের জন্য যিনি গৃহকার্য-শতশত হাতে থাকলেও ত্যাগ করে থাকেন, সেই মাতাকে ভৎর্সনা ছলে পরমানন্দই দেওয়ার জন্য, এইরূপ ভাব ॥ বি০ ২৮ ॥

২৯। বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোশসঞ্জাতহাসঃ
স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ।
মর্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি
দ্রব্যালাভে সগৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্॥

২৯। অন্বয় ঃ ক্বচিৎ অসময়ে (অদোহনকালে) বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্রোশসঞ্জাত হাস (গোপীনাং আক্রোশবচনং শ্রুত্বা উচ্চৈঃ হসতি) অথ কল্পিতৈঃ স্তেয় যোগৈঃ (চৌর্য্যোপায়ৈঃ) স্তেয়ং স্বাদু দধিপয়ঃ অত্তি (ভক্ষয়তি) ভোক্ষ্যন্ (ভোক্ষ্যমাণঃ) মর্কান্ বিভজতি সঃ (মর্কটঃ) ন অত্তি চেৎ ভাণ্ডং ভিনত্তি। দ্রব্যালাভে সতি সঃ গৃহ কুপিতঃ (গৃহস্থজনং প্রতি কুপিতঃ সন্) তোকান্ (বালকান্) উপক্রোশ্য (আঘাতাদিনারোদয়িত্বা) যাতি (পলায়তে)।

২৯। মূলানুবাদ ঃ হে যশোদে! তোমার এ-বালক কোনও দিন গাভীদের অদোহন কালে তাদের বাছুর গুলি সব একসঙ্গে ছেড়ে দেয়। কোনও দিন আমরা রেগে গেলে হাসিতে মোহিত করে দেয়, তৎপর স্বাদু দধি দুগ্ধ চুরি করে খায়। এইরূপে স্ববুদ্ধি রচিত নানা কৌশলে চুরি করে। কখনও আবার বানরদিকে দধিদুগ্ধ ভাগ করে করে দেয়। যদি তারা না খায় ভাণ্ড ভেঙ্গে দেয়। কোনও দিন খালি ঘরে এসে খাবার কিছু না পেলে ঘরদোর লোকজন সকলের উপরে রেগে গিয়ে ঘরে শুইয়ে রাখা শিশুকে কাঁদিয়ে দিয়ে চলে যায়।

২৯। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ তদ্‌যথাহুঃ—বৎসানিতি সার্দ্ধদ্বয়েন। তত্র পূর্ব্বার্দ্ধমেকং বাক্যমবতারিকা-বিনোদায় তু পৃথগিব ব্যাখ্যায়তে। তত্র প্রথমোপদ্রবমাহুঃ—বৎসান্ মুঞ্চন্, বহুত্বং স্বেষাং বৈয়গ্র্যবিশেষ-বোধকম্। নন্বু প্রত্যুত বৎসপালায়মানত্বং খল্বিদম্, কো নু দোষঃ? তত্রাহুঃ—অসময়েঽদোহন-কালে। নন্বু বালকেনাজ্ঞানতঃ খলু ইদং কৃতং, কথমনুশোচথ? প্রতিগৃহং বিদ্যমানা বহবো লোকা রুন্ধীরন্? তত্রাহুঃ—ক্বচিৎ কৃত্যান্তরব্যগ্রতয়া যদা তে রোদ্ধুং ন শক্নুবন্তি তদৈবেত্যর্থঃ। এবঞ্চেত্তর্হি কথং ন ভীষয়ধ্বে? তত্রাহুঃ—ক্রোশে সম্যগ্‌জাতহাসে আক্রোশনার্থমিতি পরমমোহনতোক্তা; বত কিমর্থং বৎসান মুঞ্চন্? তত্র হসন্ত্যঃ সানুকরণমাহুঃ—দধিপয়োঽত্তীতি। তদর্থমেব গৃহজনানিতস্ততো ধাবয়িতুং বৎসান্ মুঞ্চতীত্যর্থঃ; অহো কঠিনাস্তর্হি কথং স্বয়মেব পূর্ব্বং ন দথ? ইত্যত্র সস্মিত-ভ্রূবিলাসেন শনৈরিবাহুঃ—স্তেয়মেবাত্তি, ন তু দত্তম্; অতস্তদ্দত্তমপি তাদৃশং ন ভুঙ্‌ক্তে ইতি ভাবঃ। অয়ি কা বো হানির্যতস্ততঃ পতিতভাণ্ডস্য গোরসমাত্রস্যাত্যল্প-প্রমাণপানে? তত্রাহুঃ গৃহ-স্বাম্যাদ্যর্থং যত্নতঃ স্থাপিতং স্বাদ্বেবাত্তি, তত্রাপ্যথ কার্ৎস্ন্যেনৈবাত্তি। অহো পরমচতুরাণাং বো গোরসমসাবশিক্ষিতচাতুর্যশ্চোরয়েদিতি ন সম্ভাবয়ামঃ; তত্রাহুঃ—কল্পিতৈঃ পূর্ব্বমদৃষ্টাশ্রুতৈ-রধুনা স্ববুদ্ধ্যৈব রচিতৈঃ স্তেয়োপায়ৈঃ; অয়ি যুষ্মৎপিতৃপিতামহাদীনাং পুণ্যফলমেবেদং, যদয়ং পরমকৃপণানাম-দত্তমপি ভুঙ্‌ক্তে, তর্হি কথমিব পশ্চাদপি নান্বু মোদধ্বে? তত্রাহুঃ—মর্কানিতি; বরং সখিগণান্বিতঃ স্বয়মত্তু, অহো ভোক্ষ্যন্ স্বভোজনাৎ পূর্ব্বমেব মর্কটান্ সর্ব্বান্ প্রতি বিভজ্য দদাতি, কিঞ্চ তেষাং বনাৎ ফলাদি-তৃপ্ত-ত্বেন যদ্যেকোঽপি নাত্তি, তর্হি স্বয়মপি নাত্তি, ভাণ্ডঞ্চ ভিনত্তীত্যর্থঃ। এতত্তু সর্ব্বং তাসাং দ্বারাগতবানর-

বৃন্দায় নবনীতং দাতুং নিজোপদেশস্যাকরণকোপেনেতি লভ্যতে; যদ্বা, স পরমদুর্ল্লীলঃ কদাচিদ্ভয়া যত্নেন বহুভোজিতশ্চেৎ স্বয়ং নাত্তি, তর্হি ভাণ্ডং ভিনত্তি, তদ্দোষমারোপ্য ইতি ভাবঃ। নন্থ কথমেবং জ্ঞাতেঽপি ভাণ্ডানি ন গোপায়থ? তস্মাদ্যূয়মেব তথা ক্রীড়য়ন্ত্যো মম বালকং চপলীকৃতবত্য? ইত্যাহুঃ—দ্রব্যেতি। স ইতি পরোক্ষনির্দ্দেশো দর্শনেঽপি অদর্শনং সূচয়তি। সম্প্রতি সৌম্যপ্রকৃতিদর্শনাৎ অন্যস্ত্বং বা সর্ব্বং গৃহস্থিতং জনং প্রত্যপি কুপিতঃ সন্ তোকান্ তোকানি বালাপত্যান্যপি রোদয়িত্বা যাতি দ্রবতি। তানি চ রাধাচন্দ্রাবল্যাদীনি তল্লঘুভ্রাত্রাদীনি চ জ্ঞেয়ানি, সগৃহ-শব্দেনৈব বা গৃহস্থিতজনা উচ্যন্তে॥ জী০ ২৯॥

২৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ সেই বালচাপল্য কিরূপ, তাই বলা হচ্ছে—বৎসান ইতি আড়াই শ্লোকে। সে বিষয়ে পূর্বার্ধের সমবেত বাক্য পৃথকের মতো ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, প্রস্তাবনাকে উল্লসিত করে উঠাবার জন্য। তদ্বিষয়ে প্রথম উপদ্রব বলা হচ্ছে—**বৎসান্ মুঞ্চন্**—'বৎসান্' বহুবচন প্রয়োগ। এক সঙ্গে বহু বাছুর ছেড়ে দেয়—এই বহুবচন প্রয়োগে গোপীরা মা যশোদাকে বুঝাতে চাইলেন তাঁদের কি বিষম উদ্বেগেই না ফেলে দেয় কৃষ্ণ। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা বৎস তার মায়ের পালানে লাগিয়ে দেওয়া, দোষের তো কিছু নয়। এরই উত্তরে—**অসময়ে**—অদোহন কালে—এ তো দোষই। আচ্ছা, বালক অজ্ঞানতা বশতঃই না হয় করেই ফেললো কাজটা-এতে আর অনুশোচনার কি আছে। প্রতিগৃহে বহুলোক আছে, প্রতিরোধ করলেই হয়। এরই উত্তরে, **ক্বচিৎ**—কখনও—অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় যখন তারা প্রতিরোধ করতে না পারে, তখনই। পূর্বপক্ষ—এরূপ ক্ষেত্রে ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দিলেই হয়। এরই উত্তরে—**ক্রোশসঞ্জাতহাসঃ**—ভর্ৎসনার জন্য যদি আমরা ক্রোধ দেখাই তবে তার মুখ হাসিতে উৎফুল্লিত হয়ে উঠে—এতে ঐ বালকের পরম মোহনতা বলা হল —হায় হায় বৎসগুলিকে ছেড়ে দিচ্ছ কেন? এর উত্তরে হাসতে হাসতে মুখ ভেঙ্গিয়ে বলে—দধিদুগ্ধ খাব। এই উদ্দেশ্যেই গৃহস্থজনকে ইতস্তত ভাগিয়ে দেওয়ার জন্য বৎসগুলিকে ছেড়ে দিয়েছি। পূর্বপক্ষ, অহো কঠিনা গোপীগণ, তাহলে কেন নিজেরাই পূর্বেই দিয়ে দেও-না, এর উত্তরে,মৃদু মৃদু হাসিভরা ভ্রূবিলাসে যেন চিবিয়ে চিবিয়ে গোপীগণ বললেন—চুরি করাটাই খাবে গো,দেওয়টা নয়।অতএব দিলেও তা খায় না,এইরূপ ভাব। পূর্বপক্ষ,অয়ি এতে আর ক্ষতির কি আছে, যেহেতু ফেলে রাখা ভাণ্ডের গোরস মাত্রের অতিঅল্প প্রমানই-না পান করেছে? এরই উত্তরে—গৃহস্বামী প্রভৃতির জন্য যত্নে রাখা **স্বাদ্বত্যথ**—স্বাদু দধিদুগ্ধই খেয়েছে—আর শুধু খাওয়াই নয় একেবারে চেচে-মুছে খেয়েছে। পূর্বপক্ষ—অহো পরমচতুর তোমাদের দধিদুগ্ধ অশিক্ষিত বালক চাতুরি দ্বারা চুরি করবে, এ সম্ভাবনার মধ্যেই আনা যায় না। এর উত্তরে বলা হচ্ছে—**কল্পিতৈঃ**—পূর্বে অদৃষ্ট অশ্রুত অধুনা নিজ বুদ্ধিতে রচিত চুরির উপায় দ্বারা। পূর্বপক্ষ, অয়ি ইহা তোমাদের পিতৃপিতামহাদির পুণ্যফল। যেহেতু পরম কৃপণ তোমরা না দিলেও এ চুরি করে খাচ্ছে তোমাদের ঘরে। কি প্রকারেই বা তোমরা পরেও তার কাজটা অনুমোদন কর না? এরই উত্তরে—**মর্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি**—সখাগণকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই না-হয় খেত, অহো খাবার জিনিষ গুলি নিজের ভোজনের পূর্বেই বানর সকলকে ভাগ করে করে দিয়ে দেয়, আরও তারা বন থেকে ফল খেয়ে আসার দরুণ কোনও একটি যদি না খায়, তবে নিজেও খায় না, ভাণ্ড

ভেঙ্গে দেয়। দ্বারে আগত বানরদের নবনীত দেওয়ার জন্য গোপীদের সকলের প্রতি তার যে উপদেশ তা পালন না করার জন্যই এই কোপ—এইরূপ বুঝতে হবে। অথবা, সেই পরমদুর্লীল কদাচিৎ বহু ভোজন করে আসার দরুণ নিজে খায় না, তাই ভাণ্ড ভেঙ্গে দেয়—এই দধিদুগ্ধে দোষারোপ করে, এইরূপ ভাব। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা এ কথা জানা সত্বেও কেন ভাণ্ড লুকিয়ে রাখা হয় না। সেই হেতু মনে হয়, তোমরাই এই-রূপ খেলা খেলিয়ে আমার বালককে চঞ্চল করে তোল। এর উত্তরে—**দ্রব্যালাভে**—দধিদুগ্ধ না পেলে **সগৃহ কুপিতো**—সে গৃহস্থ লোকের প্রতি কুপিত হয়ে এরূপ উপদ্রব করে।—সম্মুখেই যশোদা পুত্রকে গোপীগণ দেখছেন অথচ 'সে' এইরূপ পরোক্ষ নির্দেশে এমন একটি ভাব প্রকাশ করছেন গোপীগণ, যেন তাকে দেখছেনই না। হে যশোদে, সম্প্রতি সৌম্যপ্রকৃতি দেখান হচ্ছে যেন অন্য কেউ—আর ওখানে সকল গৃহস্থিত জনের প্রতি কুপিত হয়ে ছোট্ট শিশু সন্তানগণকেও কাঁদিয়ে রেখে দৌড়িয়ে পালায়—এই সন্তানরা—রাধা-চন্দ্রাবল্যাদি এবং তাদের ছোট ছোট ভাই—এরূপ বুঝতে হবে। অথবা, 'সগৃহ' পদে গৃহস্থিত লোক ॥ জী০ ২৯ ॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** সখি যশোদে শৃণু স্বপুত্রস্য চৌর্য্যচাতুর্য্যমিত্যাহুঃ বৎসানিতি। এতৎ-পুরেঽদ্য শূন্যগৃহেষু দধি চোরয়ামীতি মনসি কৃত্বা গত্বা গত্বা গৃহান্ জনশূন্যাংশ্চিকীর্ষুঃ ক্বচিদ্দিবসে অসময়ে অদোহকালে বৎসান্ মুঞ্চন্ ভবতি। ততশ্চেতস্ততো ধাবতো বৎসান্ পরাবর্ত্তয়িতুং তদনুপদং গৃহান্নিঃসৃত্য জনেষু ধাবৎসু শূন্যগৃহান্ প্রবিশ্য যদি চোরয়িত্বা পলায়ত ইতি ভাবঃ অন্যস্মিন্নহনি অরে দধিচোরঃ কৃষ্ণ আগত স্তাড্যতাং নহ্যতামিত্যাদি ক্রোশে আক্রোশে কৃতে সতি সঞ্জাতহাসো ভবতি। অথ তদনন্তরমেব মহামাদকহাস্যমধুপানবৈবশ্যেন জড়ীভূতাস্বস্মাসু পশ্যন্তীষ্বপি নিষেদ্ধুমপারয়ন্তীষু দধিপয়োঽত্তি। তত্রৈ-বোষিত্বা ভুঙ্‌ক্তে নাপি পলায়তে অস্মাকং মোহিতীকৃতত্বাদিতি ভাবঃ। নন্বেবঞ্চেদ্দধিলম্পটমিমং প্রথমমে-বোদরপূরং কথং ন ভোজয়ধ্বে তত্র ত্বয়াঽভীক্ষ্ণং ভোজিতস্যাস্য ন বুভুক্ষাদিকং কিন্তু স্তেয়ং তেন কর্ম্মৈব স্বাদু অতশ্চোরিতমেব দধ্যাদিকমস্মৈ রোচতে ন তু দত্তমিতি ভাবঃ। তদেবং পরোক্ষমপরোক্ষঞ্চেতি দ্বিবিধং চৌর্য্যং বৎসমোচন হাসাভ্যাং জ্ঞাপিতম্। এবং কল্পিতৈঃ স্ববুদ্ধ্যৈব রচিতৈঃ স্তেয়যোগৈশ্চৌর্য্যোপায়ৈরপরৈরপি লোষ্ট্রক্ষেপাদিভিরপরস্মিন্ পরস্মিন্নপি দিনে ভোক্ষ্যন্ স্বভোজনাং পূর্ব্বমেবমর্কান্ মর্কটান্ প্রতি বিভজতি অয়ময়ং ভবতাং প্রত্যেকং ভাগ ইতি বিভজ্য দদাতি। বহুত্র ভোজিতত্বেনাতিতৃপ্তত্বাৎ তেষাং মধ্যে স একোঽপি মর্কটো নাত্তি চেত্তদা যুষ্মান্ বিনা কিং মে ভোজনেনাহমপি ন ভুঞ্জে ইতি দুঃখেন ভাণ্ডং দধিপূর্ণং ভিনত্তি কদাচিৎ শূন্যগৃহে প্রবিশ্য দধ্যাদি দ্রব্যালাভে সতি সগৃহায় গৃহসহিত জনায়ৈব কুপিতঃ তিষ্ঠ রে তিষ্ঠ শ্বঃ প্রার্তজ্বলদঙ্গারমেকং গৃহীত্বৈব চৌর্য্যার্থমেষ্যামি যত্র দধি ন প্রাপ্স্যামি তদগৃহং সবাল বৃদ্ধমেব ধক্ষ্যামীত্যুক্ত্বা তোকান্ বালাপত্যানি উপক্রুশ্য নখাদ্যাঘাতেন রোদয়িত্বা যাতি ॥ বি০ ২৯ ॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** সখি যশোদে! শোন, নিজ পুত্রের চৌর্যচাতুরী—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—বৎসান্ ইতি। এই নগরে আজ খালি ঘরে দধি চুরি করবো, এই মনে করে চলতে চলতে খালিঘর অনুসন্ধানপর তোমার বালক কোনও একদিন **অসময়ে**—বিনা-দোহনকালে বাছুরগুলি ছেড়ে

৩০। হস্তগ্রাহ্যে রচয়তি বিধিং পীঠকোলূখলাদ্যৈ-
শ্ছিদ্রং হ্যন্তর্নিহিতবয়ুনঃ শিক্যভাণ্ডেষু তদ্বিৎ।
ধ্বান্তাগারে ধৃতমণিগণং স্বাঙ্গমর্থ প্রদীপং
কালে গোপ্যো যর্হি গৃহকৃত্যেষু ব্যগ্রচিত্তাঃ॥

৩০। অন্বয় ঃ যর্হি কালে গোপ্যঃ গৃহকৃত্যেষু ব্যগ্রচিত্তাঃ (তদা) অন্তর্নিহিত বয়ুনঃ (গৃহভাণ্ডাদিষু নিহিতে দধ্যাদৌ বয়ুনং জ্ঞানং যস্ত সঃ) ধ্বান্তাগারে (অন্ধকার গৃহে) ধৃত মণিগণং স্বাঙ্গং অর্থ প্রদীপং (চৌর্য্যবৃত্তি সাধক প্রদীপং প্রদীপবৎ প্রকাশকং বচয়তি) হস্তাগ্রাহ্যে পীঠকৌলুখলাদ্যৈঃ বিধিং (গ্রহণোপায়ং প্রকল্প্য) তদ্বিৎ (দ্রব্যতত্ত্ববিৎ) শিক্য ভাণ্ডেষু ছিদ্রং রচয়তি।

৩০। মূলানুবাদ ঃ যে সময়ে গোপীরা গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকে তখন দধি প্রভৃতি হাতে নাগাল না পেলে পীড়া-উলুখলাদি দ্বারা পাড়ার উপায় করে নেয়। ভাণ্ডস্থ বস্তু পাড়তে অশক্ত হলে পাত্র ফুটো করে খাওয়ায় নিপুণ তোমার সর্বজ্ঞ পুত্র শিক্যস্থ ভাণ্ডের ভিতরে গোপনে রক্ষিত বস্তুর কথা জেনে নিয়ে ভাণ্ড ফুটো করে দেয়। অন্ধকার ঘরে মণিবিভূষিত তার নিজ শ্যামঅঙ্গ চৌর্যবৃত্তি-সাধক প্রদীপের কাজ করে।

দিল, অতঃপর ইতস্ততঃ ধাবনপর বাছুর ফিরিয়ে আনার জন্য পিছে পিছে লোক দৌড়াদৌড়ি করতে থাকলে সেই অবসরে খালিঘরে ঢুকে গিয়ে দধি চুরি করে পালায়। অন্য একদিন আরে দধি চোর কৃষ্ণ এসে গিয়েছে, তাড়াও তাড়াও, বাধা দেও, এইরূপ **ক্রোশ**—ভর্ৎসনা করলে **সঞ্জাতহাস**—সুন্দর হাসি হাসি মুখ করে ফেলল। **অথ**—এরপর তার মহামাদক হাস্যমধুপান বিবশতায় জড়ীভূত আমরা তার অপকর্ম দেখেও নিষেধে অপরাগ হয়ে গেলাম, আর তখন সে দধিদুগ্ধ খেতে থাকল। সেখানেই বসে বসে খেতে থাকলো, পালিয়ে গেল না—আমাদের মোহিত করে রাখা হেতু, এইরূপ ভাব। মা যশোদা বললেন, তাই তো! এরূপ যদি হয়, তবে দধিলম্পট একে প্রথমেই পেটভরে খাইয়ে দেওনা কেন? এর উত্তরে, আরে তোমার দ্বারা খাওয়ার-উপর-খাওয়ানো এর ক্ষুধাদি কিছু থাকে না-কি। এখানে প্রশ্নটা খাওয়ার নয়, এই চুরি কর্মটাই এর স্বাদু, তাই চুরি করা দধ্যাদিই এর রুচিকর হয়—হাতে করে ধরে দেওয়া দ্রব্যাদি নয়। এইরূপে বৎস-ছাড়া ও মনোমোহন হাসি এই দুই কৌশলে যে অসাক্ষাতে সাক্ষাতে দুই প্রকার চৌর্য, তা ব্যক্ত হল। এইরূপে **কল্পিতৈঃ**—নিজবুদ্ধি দ্বারা রচিত **স্তেয়যোগৈঃ**—ঢিল-ছোড়া প্রভৃতি চৌর্য উপায় দ্বারাও চুরি করে খায়। এর পরে একদিন **ভোক্ষ্যন্**—নিজ ভোজনের পূর্বেই বানরদিকে **প্রতিবিভজতি**—এই যে দেখ, তোদের প্রত্যেকের ভাগ, এইরূপে ডেকে দিয়ে দেয়। ভূরি ভোজনে পেটভরা থাকায় অতৃপ্তি বশতঃ বানরদের মধ্যে কোনও একটি যদি না খেল, তখন তোকে ছাড়া আমার ভোজনের কি প্রয়োজন, আমিও খাবো না, এইরূপ দুঃখে ভাণ্ড ভেঙ্গে দেয়।

কখনও খালি ঘরে প্রবেশ করে দধ্যাদি দ্রব্য না পেয়ে গৃহ সহিত গৃহস্থিত জনের উপর ক্রুদ্ধ

হয়ে বলে—'আরে থাক থাক, কাল সকালে এক প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার নিয়ে চুরি করতে আসব, যদি দধি প্রভৃতি না পাই বালক বৃদ্ধ সহ গৃহ জ্বালিয়ে দিব, এই বলে **তোকান্**—বাচ্চা সন্তানগুলিকে **উপক্রোশ্য**—নখের আঁচড়ে কাঁদিয়ে চলে যায়॥ বি০ ২৯॥

৩০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অহো কিমিদমপূর্ব্বং কথয়থ? কে তে স্তেয়যোগাস্তানপি শৃণুমস্তত্রাহুঃ—হস্তেতি। বিধিং হস্তগ্রাহ্যতোপায়ং, আদ্য-শব্দেন পীঠে 'পীঠনিষণ্ণবালকগলে' ইতি শ্রীবিল্ব-মঙ্গলাদ্যুক্তানুসারেণ বালস্কন্ধারোহণাদি। হি নিশ্চিতম্। অথ ততোঽপি দূরে রক্ষত, তত্রাহুঃ—শিক্যবর্ত্তি-ভাণ্ডেষু দীর্ঘসশল্য-লগুড়াদিনা ছিদ্রং রচয়তি। নন্বু করোতু পীঠাদ্যুপায়ান্ দূরতশ্ছিদ্রস্য তু নিজভীষ্টধারা-যোগ্যতা দুর্ঘটা, স্ফুটেদপি ভাণ্ডম্, তত্রাহুঃ—তদ্বিৎ। নন্বু বহুষু ভাণ্ডেষু সৎসু নিজাভীষ্টং কথং প্রাপ্নুয়াৎ? তত্রাহুঃ—অন্তরিতি; ভাণ্ডলক্ষণবিশেষেণৈবেতি ভাবঃ। অথ কথমন্তস্তমসি গৃহকোষ্ঠিকায়াং ন রক্ষত? তত্রাহুঃ—ধ্বান্তেতি; স্ব-শব্দেন মণিগণসাপেক্ষত্বমপি খণ্ডিতং; ততো মণিগণধরণমপ্যুৎকণ্ঠয়ৈব কুত্রচিৎ মদঙ্গ-কিরণা-ভেদ্যমপি যদি গাঢ়ং তমো ভবেদিতি অনেনেদমপ্যুক্তং ভবতি—যদি ধৃতমণিগণত্বং ন স্যাত্তদা কুত্রচিৎ কথঞ্চিৎ তমোলেশশেষেণ কিঞ্চিদপ্যুর্ব্বরিতং স্যাদিতি চৌরস্যাস্য মণিপরিধাপনেন তবাপি তত্র সাহায্যং জনো মন্যতে। গৃহস্বামিভির্ন্নভোঽয়ং মণিগণোঽপ্যাচ্ছিদ্যেত, তস্মাদদ্য প্রভৃতি নায়মলঙ্করণীয় ইতি তঞ্চ ভাবয়ন্তি! অপূর্ব্বঞ্চেদং ধৃতানর্ঘমণিগণোঽপি গোরস-চোর ইতি পরিহসন্তি চেতি। অয়ি যদীদং সত্যং স্যাৎ, তদা নিহ্নুত্য গৃহীত্বৈবাত্রানীয়তাম্, তত্রাহুঃ—কাল ইতি; যস্মিংস্তন্ন সম্ভবতি, তস্মিন্ সময়বিশেষ ইত্যর্থঃ। নন্বু কাঽসৌ? তত্রাহুঃ—যর্হীতি; এবং ভঙ্গীবিশেষার্থমেবেদং পৌনরুক্ত্যম্। তেষ্বিতি যতিভঙ্গেন পৃথক্ পাঠ্যম্; অথবা তত্তদ্ভাণ্ডেষু তত্তদ্বিশেষং কথং জানাতি? তত্রাহুঃ—তদ্বিৎ, লক্ষণেনৈব ইতি পূর্ব্ববৎ। নন্বু ভো মিথ্যা-প্রলা-পিন্যঃ কিমিদং কথয়থ? মমায়ং বালকোঽদ্যাপি মুগ্ধ এব, তত্রাহুঃ—অন্তরেব নিহিতং সংবৃত্য ধৃতং বয়ুনং জ্ঞানং সর্ব্ববুদ্ধির্যেন সঃ; অন্যৎ সমানম্। তদেবং নিগূঢ়পরদ্রব্যস্য সময়স্য চ জ্ঞানং দুর্গারোহণশ্ছিদ্র করণলক্ষণক্রিয়াস্বেব প্রাবীণ্যম্; সংজাতহাস ইতি মোহনবিদ্যাত্বং চোক্তম্; তৈশ্চ সম্পূর্ণৈর্গুণৈর্মহাচোরতোক্তা॥ জী০ ৩০॥

৩০। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ মা যশোদা বললেন—অহো এ কি চমৎকারজনক ব্যাপার বলছ তোমরা। সেই চুরির কৌশল কি, তাও শুনব—এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—হস্তেতি। **বিধিং**—হাতে পাওয়ার উপায়। 'আদি শব্দে পৃষ্ঠদেশ প্রভৃতি। 'পীঠ উপবিষ্ট বালকগলে' শ্রীবিল্বমঙ্গলের এই উক্তি অনুসারে বালস্কন্ধে—আরোহনাদি। **হি**—নিশ্চয়ার্থে। পূর্বপক্ষ, অতঃপর আরও দূরে রাখা থাকলে? এরই উত্তরে—**শিক্যভাণ্ডেষু**—শিক্যস্থিত ভাণ্ডে দীর্ঘ শল্যযুক্ত লাঠি প্রভৃতি দ্বারা ছিদ্র বানিয়ে নেয়। পূর্বপক্ষ, পীঠাদি উপায় অবলম্বন করুক-না—কিন্তু দূর থেকে করা ছিদ্রের নিজ অভীষ্ট ধারাপাত-যোগ্যতা দুর্ঘট, ভাণ্ড ফুটা করা হলেও—এরই উত্তরে, **তদ্বিৎ**—ঠিক ঠিক ধারাপাত করানোর কৌশল তার জানা আছে। পূর্বপক্ষ, ঘরে তো অনেক ভাণ্ড আছে—কোনটার মধ্যে যে তার অভীষ্ট বস্তু আছে তা জানবে কি করে। এরই উত্তরে, **অন্তর্নিহিত বয়ুনঃ**—অন্তর্নিহিত-বস্তুজ্ঞানবান্ বালক ভাণ্ডের বিশেষ লক্ষণ দেখেই বুঝতে পারে। অতঃপর ঘোর অন্ধকার গৃহের কোণে রাখ-না কেন? এরই উত্তরে, ধ্বান্তেতি। **স্বাঙ্গম্**—

নিজ অঙ্গ, এখানে 'স্ব' শব্দে মণিগণের সাপেক্ষতাও খণ্ডিত হল। **ধৃতমণিগণং**—এই মণিগণ ধারণও কৃষ্ণের উৎকণ্ঠা হেতুই হয়েছে—কখনও যদি আমার অঙ্গকিরণের অভেদ্যও হয়ে পড়ে গাঢ় অন্ধকার, এই উৎকণ্ঠায় নিজেই হয় তো আবদার করেছিল মণিধারণের। যদি মণিসমূহ পরা না-থাকতো তাহলে কখনও কোনও প্রকারে অন্ধকারের অতি অল্প অংশটুকুও থেকে যাওয়াতে আমাদের ঘরের দধি দুগ্ধ কিছু-টাও অন্ততঃ বেচে যেতো। কাজেই এই চোরের মণি-পরিধাপনের দ্বারা চুরি ব্যাপারে তোমারও সাহায্য আছে, এইরূপ লোকে মনে করছে। এই দুর্লভ অলঙ্কার গৃহস্বামীরা কেড়েও নিতে পারে, অতএব আজ থেকে আর একে অলঙ্কার পরিয়ো না,এইরূপে বালককেও ভাবিয়ে তোলা হল। ইহা অপূর্বও বটে,যে অমূল্য সব মণিমাণিক্য পড়ে আছে, সেই আবার সামান্য দধি-দুগ্ধ চুরি করে বেড়াচ্ছে—এইরূপে পরিহাসও করা হলো এই পদে। অয়ি যদি তোমাদের কথা সত্যই হয়, তবে লুকিয়ে থেকে একে ধরে এখানে নিয়ে এসো। এরই উত্তরে—**কালে গোপ্যো**—যখন সকলে গৃহকাজে ব্যস্ত থাকে তখন আসে, কাজেই এ সম্ভব নয়॥ জী০ ৩০॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ কস্মিংশ্চিদন্যস্মিন্ গৃহে প্রবিষ্টঃ সন্ হস্তেন গ্রহীতুমশক্যে দধিভাণ্ডে বিধিমুপায়ং রচয়তি। উপর্য্যুপরি নিহিতদ্বিত্র পীঠারোহণেন বা উদূখলারোহণেন বা বালস্কন্ধারোহণেন বেত্যর্থঃ। অতিতুঙ্গশিক্যবর্ত্তিভাণ্ডেষু অন্তর্নিহিতে দধ্যাদৌ বয়ুনং জ্ঞানং যস্য সভাণ্ডচৈক্কণ্য দর্শনেনৈবেতি ভাবঃ। অবরোপয়িতুমশক্তঃ সশল্য লগুড়েন ছিদ্রং রচয়তি তদ্বিং ছিদ্রং কর্ত্তুং ছিদ্রেণ ধারাং পাতয়িতুং ধারয়া চ ব্যাদাতুং স্বস্য বালানাঞ্চ মুখং পূরয়িতুং বেত্তীতি সঃ। নচান্ধকারেইপি চৌর্য্যাসামর্থ্যমিত্যাহুঃ। ধ্বান্ত যুক্তেইগারে স্বাঙ্গং স্বীয় শ্যামাঙ্গমপি অর্থ প্রদীপং রচয়তি। তত্রাপি ধৃতমণিগণমিতি কিমপ্যবিদিতং ন তিষ্ঠতীতি কথং সাবধানা ন তিষ্ঠতেতি চেত্তত্রাহুঃ কালে ইতি। যদ্যপ্যস্য স্মিতকলভাষণমধুরচলনগাত্র-লাবণ্যাদিমধ্যেব প্রত্যক্ষ চৌর্য্যনিষ্পাদিনী মোহিনীবিদ্যৈবাস্তি তদাপি বাল্যমৌগ্ধ্যবশাৎ পরোক্ষ চৌর্য্য প্রিয় এবাসৌ বুধ্যত ইত্যত এব কা কুত্র কিং কুরুতে ইতি বাল সহচর প্রেষণাদিনা প্রতিক্ষণমনুসন্ধত্ত ইতি ভাবঃ॥ বি০ ৩০॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ কোনও একদিন অন্য এক গৃহে প্রবেশ করে দধিভাণ্ড যদি হাতে নাগাল না-পেল তখন **বিধিরচয়তি**—একটা উপায় উদ্ভাবন করল। **পীঠকোলুখলাদৈঃ**—উপর্যু-পরি দুই তিন পিঁড়ি দিয়ে উচু করে তার উপর চড়ে কিম্বা উদূখলের উপর চড়ে কিম্বা কোনও বালকের কাঁধে চড়ে। **শিক্যভাণ্ডেষু অন্তর্নিহিতে**—অতি উচ্চ শিকায় ঝুলানো ভাণ্ডের মধ্যে রাখা দধি প্রভৃতির বিষয়ে **বয়ুনঃ**—জ্ঞান বিশিষ্ট—ভাণ্ডের বাইরের দিকের তেল চুকচুকে ভাব দেখেই জেনে যায় ওর ভিতরে কি আছে। ভাণ্ডস্থ বস্তু পাড়তে অশক্ত হলে লৌহশলাকাযুক্ত লগুড়ের দ্বারা ফুটো করে নেয়। **তদ্বিৎ**—তার এই সব কাজ জানা আছে, যথা—ভাণ্ডে ফুটো করা, ফুটো দিয়ে ধারাপাত করানো, ঐ ধারায় নিজের এবং সখাদের হা করা মুখ ভরানো। অন্ধকারেও চুরি করতে অক্ষম নয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

৩১। এবং ধার্ষ্ট্যান্যুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ
স্তেয়োপায়ৈর্বিরচিতকৃতিঃ সুপ্রতীকো যথাস্তে।
ইত্থং স্ত্রীভিঃ সভয়নয়নশ্রীমুখালোকিনীভি-
র্ব্যাখ্যাতার্থা প্রহসিতমুখী নহ্যুপালব্ধুমৈচ্ছৎ॥

৩১। **অন্বয় ঃ** এবং ধার্ষ্ট্যানি কুরুতে (এবং প্রাগল্‌ভ্যানি আচরতি) উশতি (সুপরিষ্কৃতে) বাস্তৌ (অস্মাকং আবাসে) মেহনাদীনি (মূত্রপুরীষোৎসর্গাদীনি) কুরুতে। স্তেয়োপায়ৈঃ (চৌর্য্যোপায়ৈঃ) বিরচিতকৃতিঃ (সম্পাদিত স্বকার্য্যঃ) সুপ্রতীকঃ যথা (সাধুরিব) আস্তে সভয়নয়ন শ্রীমুখালোকিনীভিঃ (বিহ্বলদৃষ্টিস্বলক্ষণ শোভাবিশিষ্টং মুখমালোকয়িতুং শীলং যাসাং তাভিঃ) স্ত্রীভিঃ ইত্থং ব্যাখ্যাতার্থা (শ্রীকৃষ্ণচাপল্য বিষয়ঃ বিশেষেণ বিজ্ঞাপিতঃ যস্যৈ সা যশোদা) প্রহসিত মুখী ন হি উপালব্ধুম্ ঐচ্ছৎ (বালকং আক্ষেপ্তুং ন সমর্থা বভূব)।

৩১। **মূলানুবাদ ঃ** হে কমনীয়ে! আরও শোন, তোমার এই গুণধর পুত্র দেবপূজার জন্য লেপা পোঁছা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগাদিরূপ উপদ্রবও সৃষ্টি করে। চৌর্য উপায়ে বিত্ত অর্জনের ফলাও ব্যবসা তো পাতাই আছে। তোমার কাছে এখন ভাল মানুষী ভাব করে বসে আছে। এইরূপে কৃষ্ণের শঙ্কাব্যাকুল শোভাযুক্ত মুখ দর্শনকারিণী গোপীগণের মুখে নালিশ শুনেও তৎমুখ অবলোকনোত্থ আনন্দে ভাসমান প্রফুল্ল-মুখী যশোদা ভর্ৎসনা করতে ইচ্ছা করলেন না পুত্রকে।

ধ্বান্তাগারে—অন্ধকার যুক্ত ঘরে **সাঙ্গমর্থ**—নিজশ্যাম অঙ্গ 'অর্থ' চৌর্যবৃত্তি সাধক **প্রদীপং**—প্রদীপ রচনা করল। এর উপরও আবার **ধৃতমণিগণং**—মণিমাণিক্য প্রভৃতি ধারণ করে আছে। কিছুই আর অবিদিত থাকে না। যদি বলা হয়, কেন-না সাবধান হয়ে থাক? এরই উত্তরে—কালে ইতি। কোনও সময়ে যখন সকলে গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকে সেই সময় আসে। যদ্যপি এর মৃদু হাসি, মৃদু অস্ফুট কথা, মধুর-চলন এবং গাত্র লাবণ্যাদি প্রত্যক্ষ চৌর্য-নিষ্পাদনী মোহিনীবিদ্যা, তথাপি বাল্যমুগ্ধতা বশতঃ গোপন চুরি-কর্মপ্রিয়, এইরূপই বুঝা যায়। তাই ঘরের লোকজন কে কোথায় আছে, কি করছে, তা জানবার জন্য বাল সহচরগণকে প্রেরণাদি দ্বারা প্রতিক্ষণ খোঁজখবর নিয়ে থাকে গোপীদের ঘরের॥ বি° ৩০॥

৩১। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** অথ তস্য ভয়াতিশয়ং দৃষ্ট্বা সংক্ষেপেণৈবোপসংহরন্ত্যঃ কিমপ্যন্যদপি হাস্যায় ব্যঞ্জয়ন্তি—এবমিত্যর্দ্ধেন; এবং স্তেয়োপায়ৈর্বিরচিতকৃতিঃ কৃতকৃত্যঃ সন্ পুনর্ধার্ষ্ট্যানি আসাং সম্বন্ধবিশেষেণ পরিহসন্তীনাং বৃদ্ধানামুত্তরীয়াকর্ষণাদীনি স্বগৃহিণীসদৃশা নিদেশাদীনি চ কুরুতে, কিং বহুনা, আসাং বাস্তৌ মূত্রণাদীনি চ কুরুতে; এতা মার্জয়িতুং নিত্যং ন শক্নুবন্তি; স্বয়মাগম্য পশ্যত চেতি ভাবঃ। অহো পশ্যত সোঽয়মেব নান্য ইতি পরস্পরমাহুঃ—সুপ্রতীক ইতি। তদেবং প্রেমবিনোদং বর্ণয়িত্বা শ্রীযশোদায়াঃ স্নেহপূরং দর্শয়তি—ইত্থমিতি। তাসাং সনর্মপ্রেমবিশেষময়ং ক্রোশনফলমাহ—সভয়েত্যাদি। ইত্থং ব্যাখ্যাতোঽর্থস্তদর্থনীয়ং পরমপ্রাগল্‌ভ্যং যস্যাং সা, অতএব প্রহর্ষোদয়েন পুত্রচাঞ্চল্যাদিকৌতুকেন তাসাং কৌতুকপরতয়া বিতর্কেন চ প্রহসিতমুখী প্রহসিতং হাসপ্রারম্ভসহিতং মুখং স্বল্পহনিভযুক্তমিত্যর্থঃ; তাদৃশং

মুখং যস্যাঃ সা, হি এব, উপালব্ধুমিচ্ছামপি নাকরোৎ, কিন্তু 'বৎস ঈদৃশীষু ঈদৃশং ব্যবহারং কথং করোষি ?' ইতি সলালনমুবাচেত্যর্থঃ। ইদমেব নিশ্চিত্য তাভিরপ্যাগত্য ক্রোশনং কৃতং, যথা মাতুঃশৈথিল্যমনুভূয়াধিক-মস্মদ্‌গৃহে চাপল্যং বিধাস্যত্যয়মিতি, অন্যথা তু তস্য সঙ্কোচনং নাকরিষ্যতৈবেতি ভাবঃ। অত্র 'জগজ্জনমল-ধ্বংসি-শ্রবণস্মৃতিকীর্ত্তনাম্। মলমূত্রাদিরহিতাঃ পুণ্যশ্লোকা ইতি স্মৃতাঃ॥' ইতি পুরাণান্তরবচনেন কৈমুত্যা-পাতাৎ। 'ত্বক্-শ্মশ্রু রোম নখ-কেশ পিনদ্ধম্' (শ্রীভা০ ১০ ৬০ ৪৫) ইত্যাদি শ্রীরুক্মিণীদেবী সিদ্ধান্তানুসারাচ্চ যদ্যপি তত্র ন সম্ভবন্তি, তথাপি বাল্যলীলাবিনোদার্থং মৃষৈব প্রপঞ্চিতানি মেহনাদীনীতি জ্ঞেয়ম্; রোচমান-ত্বার্থপ্রধানোঽত্র বশ্ ধাতুঃ, ততঃ কমনীয়ে ইতি ব্যাখ্যাতম্॥ জী০ ৩১॥

৩১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অতঃপর বালকের অতিশয় ভয় হয়েছে দেখে সংক্ষেপে উপসংহার করতে গিয়ে কোনও অন্য এক হাসির কথা প্রকাশ করছেন—এবম্ ইতি।

স্তেয়োপায়ৈর্বিরচিতকৃতিঃ—এইরূপে চুরি-উপায়ে কৃতকৃত্য হয়ে পুনরায় **ধর্ষ্টান্যি**—এই গোপীদের ভিতরে যাঁরা সম্বন্ধবিশেষে পরিহাস যোগ্যা সেই বৃদ্ধা ঠাকুমা ঠান্‌দি স্থানীয়াদের উত্তরীয় আকর্ষণাদি দ্বারা স্বগৃহিণী সম্বন্ধে যে ভাবভঙ্গী, তা প্রকাশ করে—আর বেশী বলবার কি আছে আমাদের ঘরে মলমূত্রাদি ত্যাগ করে—বাপরে বাপ, এত ধোয়া পোঁছা তো আর নিত্য করতে পারি না। নিজে এসেই দেখনা একবার, এইরূপ ভাব। মা যশোদার কাছে কৃষ্ণকে চুপ করে ভয়চকিত মুখে বসে থাকতে দেখে—অহো দেখ দেখ এ কি সেই না-অন্য কেউ এইরূপে পরস্পর বললেন—সুপ্রতীক ইতি। কেমন সাধুর মতো বসে আছে।

এইরূপে কৃষ্ণের প্রেমবিহার বর্ণন করে শ্রীযশোদার স্নেহাতিশয্য দেখান হচ্ছে—ইত্থমিতি। এই গোপীদের সনর্মপ্রেম বিশেষময় ভর্ৎসনার ফল বলা হচ্ছে—সভয় ইত্যাদি। **ইত্থং**—পূর্বোক্তরূপ **ব্যাখ্যাতার্থা**—সেই ব্যাখ্যার অভিলষিত রূপেই অতিশয় উচ্ছলন প্রাপ্ত হল মা যশোদার বাৎসল্য রসসাগর—অতএব **প্রহসিতমুখী**—পুত্র-চাঞ্চল্যাদি কৌতুকের দ্বারা এবং এই গোপীদের কৌতুকপরতা-বিতর্কের দ্বারা অতিশয় আনন্দ উদয়হেতু প্রহসিতমুখী—হাসপ্রারম্ভ সহিত মুখ অর্থাৎ মৃদুমৃদু হাসিযুক্ত। এইরূপ হাসি হাসি মুখী যশোদা **নন্ব্যপালব্ধুমৈচ্ছৎ**—'হি' এব, তাঁদের কথা উপলব্ধি করবার ইচ্ছা পর্যন্ত করলেন না, কিন্তু আদরের সহিত বললেন বৎস এইরূপ লোকদের সঙ্গে ঈদৃশ ব্যবহার কেন কর ? এইরূপ নিশ্চয় করেই তাঁরাও যশোদার ঘরে এসে ওলাহন বাক্য প্রয়োগ করছিলেন, যাতে মায়ের প্রশ্রয় বুঝতে পেরে আমাদের ঘরে এসে আরও অধিক চাপল্য করে এই বালক ; অন্যথা তাকে ভয় পাইয়ে সঙ্কোচ বিধান করতেন না, এইরূপ ভাব।

'ত্বক্-শ্মশ্রু' ইত্যাদি—(ভা০ ১০।৬ ৪৫) শ্রীরুক্মিণীদেবী বাক্যানুসারে এবং অন্য পুরাণের'জগজ্জন-মল ধ্বংসি' ইত্যাদি বাক্যানুসারে যদিও শ্রীভগবানের বিষয়ে মলমূত্রাদি সম্ভব নয়, তথাপি বাল্যলীলা বিনোদার্থ যে মলমূত্রাদিরূপ মায়াজাল বিস্তার, উহা মিথ্যা—এইরূপ বুঝতে হবে॥ জী০ ৩১॥

৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ন কেবলং চৌর্য্যমেব কুরুতে ইত্যাহুঃ এবমিতি। উশতি হে কমনীয়ে স্বপুত্রগুণ শ্রবণেনানন্দিতে হে যশস্বিনি বাস্তৌ দেবপূজার্থমামৃষ্টলিপ্তভূমৌ মেহনাদীনি মূত্রপুরীষোৎসর্গাদীনি ধার্ষ্ট্যান্যুপদ্রবান্ পুরন্ধ্রীজনবেণ্যুত্তরীয়াকর্ষণবিবাহচিকীর্ষয়া পাদপ্রহারাদীনি কিঞ্চ তবানেন তনয়েন মহতী সম্পত্তির্ভাবিনীত্যাহ, স্তেয় রূপৈরুপায়ৈর্বিত্তার্জ্জনৈর্বিশেষেণ রচিতা কৃতির্ব্যাপারো যেন সঃ। বাল্যে দধি চোরয়তি যৌবনে পরবিত্তকলত্রাদীন্যপি চোরয়িষ্যতীতি ভাবঃ. ত্বৎ সমীপে তু সুপ্রতীকঃ সাধুরিবাস্তে। তাসাং প্রেমবিশেষময়ফুৎকারফলমাহ, সভয়নয়নং মাতা মাং তাড়য়িষ্যতীতি শঙ্কাব্যাকুলং শ্রীযুক্তং সচকিতং বিহ্বলদৃষ্টিত্বলক্ষণশোভাবিশিষ্টং মুখমালোকয়িতুং শীলং যাসাং তাভির্ব্যাখ্যাতোঽর্থঃ শ্রীকৃষ্ণধার্ষ্ট্যদর্শনশ্রবণাদি বিবিধভাবশোভিততন্মুখাবলোকনোত্থ আনন্দোযস্যৈ সা। অতএব প্রহসিতমুখী তাসাং স্বস্য চানন্দেন প্রফুল্লিতমুখী উপালব্ধুমাক্ষেপ্তুং নৈচ্ছদিচ্ছামপি নাকরোৎ। মৎসুতধার্ষ্ট্যেনেমা আনন্দেন নিমজন্তু তত্তৎ সূচয়ন্ত্যো মামপি নিমজ্জয়ন্ত্বিত্যাকাঙ্ক্ষয়েতি ভাবঃ॥ বি০ ৩১॥

৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ শুধু যে কেবল চুরি করে তাই নয়—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—এবং ইতি। **উশতি**—হে কমনীয়ে—স্বপুত্র গুণ শ্রবণে আনন্দিতে। হে যশস্বিনি! **বাস্তৌ**—দেবপূজার জন্য লেপা পোঁছা স্থানে। **মেহনাদীনি**—মলমূত্র ত্যাগাদি দ্বারা **ধার্ষ্ট্যানি কুরুতে**—উপদ্রব করে। 'আদি' পদে পরস্ত্রীগণের বেণী-ওড়না আকর্ষণ—বিবাহেচ্ছা, পাদ প্রহার প্রভৃতি। আরও হে যশোদে, এই তনয়ের দ্বারা তোমার অনেক সম্পত্তি হবে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**স্তেয়োপায়ৈ বিরচিতকৃতিঃ**—চৌর্যরূপ উপায়ে বিত্ত অর্জনের দ্বারা তোমার পুত্রের ব্যাবসায় ফেঁপে ফুলে উঠবে—বাল্যে দধি চুরি করছে, এর পর যৌবনে পরবিত্ত কলত্রাদি চুরি করবে। তোমার সম্মুখে তো **সুপ্রতিকঃ**—সাধুর মতো ভান দেখাচ্ছে। এই গোপীদের প্রেমবিশেষময় ফুৎকারের ফল বলা হচ্ছে—**সভয় নয়নং**—মা আমাকে তাড়না করবে, এই শঙ্কায় ব্যাকুল নয়ন। **শ্রী**—শ্রীযুক্ত অর্থাৎ সচকিত বিহ্বল চাউনিরূপ শোভাবিশিষ্ট মুখ। **মুখালোকিনীভিঃ**—এই কৃষ্ণ মুখ দর্শন স্বভাব বিশিষ্টা গোপীগণের দ্বারা **ব্যাখ্যাতার্থা**—ব্যাখ্যাত অর্থ মা যশোদা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের উপদ্রব দর্শন শ্রবণ ও বিবিধ ভাবে শোভিত কৃষ্ণ মুখ অবলোকনোত্থ আনন্দ যাঁর নিমিত্ত ব্যাখ্যাত হল সেই যশোদা। [শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুখ-দেখা স্বভাবা গোপীগণের দ্বারা বর্ণিত চোরের প্রতি যশোদার যে প্রেম, তার অনুরূপ ভাবেই উপদ্রব নিবেদিত হলেও, যাঁর জন্য নিবেদিত সেই তিনি গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলেন না।—শ্রীবলদেব] অতএব **প্রহসিত মুখী**—ঐ গোপীদের এবং নিজের আনন্দ তরঙ্গাঘাতে প্রফুল্লিতমুখী **নল্যুপালব্ধুমৈচ্ছৎ**—ভর্ৎসনা করতে ইচ্ছা পর্যন্ত করলেন না, আমার পুত্রের উপদ্রবে এঁরা আনন্দে নিমজ্জিত হোক, আর সেই সেই উপদ্রব আমার কাছে এসে লাগিয়ে—আমাকেও আনন্দে নিমজ্জিত করে দিক এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হেতু॥ বি০ ৩১॥

৩২। একদা ক্রীড়মানাস্তে রামাদ্যা গোপদারকাঃ।
কৃষ্ণো মৃদং ভক্ষিতবানিতি মাত্রে ন্যবেদয়ন্॥
৩৩। সা গৃহীত্বা করে কৃষ্ণমুপালভ্য হিতৈষিণী।
যশোদা ভয়সম্ভ্রান্তপ্রেক্ষণাক্ষমভাষত॥

৩২। অন্বয় ঃ একদা ক্রীড়মানাঃ তে রামাদ্যাঃ গোপদারকাঃ (গোপবালকাঃ) [অয়ি মাতঃ] কৃষ্ণঃ মৃদং ভক্ষিতবান্ ইতি মাত্রে (যশোদায়ৈঃ) ন্যবেদয়ন্ (নিবেদিতবন্তঃ)।

৩৩। অন্বয় ঃ হিতৈষিণী সা যশোদা করে [পুত্রং] গৃহীত্বা উপালভ্য (নির্ভৎস্য) ভয় সম্ভ্রান্ত প্রেক্ষনাক্ষং (ভয়েন চপল নিরীক্ষণে অক্ষিণী যস্য তং) কৃষ্ণম্ অভাষত (কথিত বতী)।

৩২। মূলানুবাদ ঃ অনন্তর একদিন রামাদি বালকগণ খেলতে খেলতে মা যশোদার নিকট গিয়ে বললেন—মা, কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে।

৩৩। মূলানুবাদ ঃ সেই হিতৈষিণী মা কৃষ্ণকে হাতে পাকড়িয়ে ভৎর্সনা করত ভয়চকিত নয়ন তাকে বলতে লাগলেন—

৩২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ পুনরেতৎপূর্ব্বাং কামপি পূর্ব্ববদদ্ভুত-লীলামনুস্মত্যাহ—একদেত্যাদি হে তথাবিধা রামাদ্যা ইতি তেষু জ্যেষ্ঠবর্গঃ বোধয়তি; অতএব শ্লেষেণ গোপায়ন্তি শ্রীব্রজেশ্বর্য্যাজ্ঞয়া সর্ব্বতঃ শ্রীকৃষ্ণং রক্ষন্তীতি গোপাশ্চ তে দারকাশ্চ দারুপুত্তলিকাবৎ তদাজ্ঞাকারিণঃ; যদ্বা, দারা নন্দপত্নী; তস্যাঃ কাঃ? শ্রীকৃষ্ণমৃদ্ভক্ষণনিবেদনেন তৎসুখরূপাস্তস্যাঃ সুখপ্রদা ইত্যর্থঃ। কৃষ্ণ ইতি ভুবঃ সকাশাৎ মৃদাকর্ষকত্বাৎ মৃদমিতি কোমলমৃত্তিকাম্, অতএব ভক্ষিতবান্ নিবারিতোঽপীত্যর্থঃ। এবং মাত্রে মৃদ্ভক্ষণাসহন-লীলায়ৈ ন্যবেদয়ন্, অতিশয়নিবারণায় বিনয়েন মৃদ্ভক্ষণমুক্তবন্ত ইত্যর্থঃ॥ জী০ ৩২॥

৩২। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ পূর্বে একবার যে লীলা হয়েছিল সেইরূপ কোনও এক অদ্ভুত লীলা স্মরণ করে বলা হচ্ছে—একদা ইতি। **রামাদ্যা**—সখাদের মধ্যে যারা জ্যেষ্ঠ তাদের কথাই এই পদে বোঝান হয়েছে—অতএব **গোপদারকাঃ**—'গোপয়ন্তি' অর্থাৎ শ্রীব্রজেশ্বরীর আজ্ঞায় সর্বভাবে শ্রীকৃষ্ণকে এঁরা রক্ষা করেন। এঁরা এরূপ হয়েও আবার **দারকাঃ**—কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাকারী। অথবা 'দারা' নন্দপত্নী—এই নন্দপত্নীর এরা 'কাঃ'? ('ক' শব্দে মন, ধন, সুখ ইত্যাদি)। শ্রীকৃষ্ণের মৃদ্ভক্ষণ নিবেদনের দ্বারা তাঁর সুখরূপা অর্থাৎ তাঁর সুখপ্রদা। **কৃষ্ণ**—পৃথিবী থেকে মাটি আকর্ষণ করা হেতু এখানে তাকে কৃষ্ণ পদে উল্লেখ করা হল। **মৃদম্**—কোমল মৃত্তিকা—অতএব নিবারণ সত্ত্বেও ভক্ষণ করেছে। **মাত্রে**—তাই মৃদ্ভক্ষণ-অসহন-লীলাবতী মাকে নিবেদন করল। **ন্যবেদয়ন্**—'নি' সম্যক্‌রূপে, খুব শাসনের সহিত নিবারণ করাবার জন্য **অবেদয়ন্**—বিনয়ের সহিত জানালো॥ জী০ ৩২॥

৩২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ পুরন্ধ্রীণাং সূচনং বাৎসল্যরসাস্বাদফলং সমাপ্য সহচরাণামপি সূচনং বিস্ময় রসাস্বাদোদর্কমাহ একদেতি। দগ্নঃ স্তেয়েঽনুপালম্ভং প্রোচ্য প্রাহ মৃদোঽশনে। উপালম্ভং জনন্যেতি দ্বয়ে প্রেমৈতি হেতুতাম্॥ বি০ ৩২॥

৩৪। কস্মান্মৃদমদান্তাত্মন্ ভবান্ ভক্ষিতবান্ রহঃ।
বদন্তি তাবকা হ্যেতে কুমারাস্তেঽগ্রজোঽপ্যয়ম্॥

৩৪ **অন্বয় ঃ** হে অদান্তাত্মন্ (চপলচিত্ত) কস্মাৎ ভবান্ রহঃ (গোপনে) মৃদং (মৃত্তিকাং) ভক্ষিতবান্ এতে তাবকাঃ (ত্বৎসহচরাঃ) কুমারাঃ হি বদন্তি অয়ং তে অগ্রজঃ (রামঃ) অপি (বদতি)।

৩৪। **মূলানুবাদ ঃ** আরে রে চঞ্চল বালক! তুমি চুপি চুপি মাটি খেলে কেন? এই তো তোমার সখা গোপবালকেরা বলছে, মিথ্যা হবে কি করে? এই তো সম্মুখে দাঁড়িয়ে তোমার অগ্রজ বলদেবও বলছে।

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** পুরস্ত্রীগণের দোষদর্শনরূপ বাৎসল্যরস-আস্বাদন-চিত্র সমাপ্ত করে সখাগণের দোষদর্শন রূপ বিস্ময়রসাস্বাদন-পরিণাম ফল বলা হচ্ছে—একদা ইতি। দধি প্রভৃতি চুরিতে ভর্ৎসনা করলেন না, আবার মাটি খাওয়াতে ভর্ৎসনা করলেন—উভয় ক্ষেত্রেই প্রেমই হেতু॥ বি° ৩২॥

৩৩। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** পলায়নমাশঙ্ক্য করে গৃহীত্বা; হিতৈষিণীতি—তত্রোপালম্ভন-তাড়নাদিকমপি হিতমিতি তজ্জাতীয়স্য প্রেম্ণঃ পরমাশ্চর্য্যত্বং ব্যঞ্জিতম্; পুত্রমিতি—কেবলং তস্যা এব তদ্‌যোগ্যত্বম্; মাতুঃ পরমদুঃখভয়প্রদনাত্মাপরাধেন তাড়নমপ্যাশঙ্ক্য ভয়সংভ্রান্তপ্রেক্ষণাক্ষমতঃ কেবলমভাষতৈব, ন তু তাড়িতবতীত্যর্থঃ॥ জী° ৩৩॥

৩৩। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ গৃহিত্বা করে**—পলায়ন আশঙ্কা করে হাতে পাকড়িয়ে। **হিতৈষিণী**—এখানে ভর্ৎসনা তাড়নাদিও হিত—এইরূপে এই জাতীয় প্রেমের পরম আশ্চর্যত্ব প্রকাশ করা হল। **কৃষ্ণম্**—পুত্র কৃষ্ণকে শাসন করার যোগ্যতা কেবল মা যশোদারই আছে। পরমদুঃখ ভয়প্রদ নিজ অপরাধে মায়ের নিকট থেকে মারেরও আশঙ্কা বশতঃ কৃষ্ণের নয়নে ভয়সন্ত্রস্ত চপল চাউনি ফুটে উঠল, তাই কেবল মুখেই বললেন, মারলেন না॥ জী° ৩৩॥

৩৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** করে গৃহীত্বেতি পলায়নাশঙ্কয়া উপালভ্য নির্ভর্ৎস্য। হিতৈষিণীত্যুপালম্ভতাড়নাদাবপি প্রেম্ণঃ পোষ এব ন তু তত্র দোষঃ। পুত্রমিতি মাতুরিয়ং রীতিরেব নত্বনীতিঃ। ভয়সম্ভ্রান্তেতি পরমেশ্বরস্যাপি তাদৃশত্বং প্রেমবশ্যত্বদ্যোতনয়া ভূষণমেব ন তু দূষণমিতি ভাবঃ॥ বি° ৩৩॥

৩৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ করে গৃহীত্বা**—পলায়ন আশঙ্কায় হাতে পাকড়াও করে। **উপালভ্য**—ভর্ৎসনা করলেন। **হিতৈষিণী**—ভর্ৎসনা-তাড়নাদিও প্রেমের পোষকই ইহা এ ক্ষেত্রে দোষের নয়। ছেলে মায়েতে এই সাধারণ রীতি, এটা অনীতি নয়। **ভয়সম্ভ্রান্ত**—ভয়-সন্ত্রস্ত, পরমেশ্বরেরও তাদৃশ প্রেমবশ্যতা প্রকাশ ভূষণই, দূষণ নয়॥ বি° ৩৩॥

৩৪। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** উপালম্ভনমেব কিঞ্চিদুদ্দিশতি—কস্মাদিতি। অদান্তাত্মন্—হে অসংযতেন্দ্রিয়; রহ ইতি শ্রীরামাদীনাং সাক্ষান্মৃদ্ভক্ষণাশক্তেঃ। হি হেতৌ নিশ্চয়ে বা; তাবকা ইতি মিথ্যাপবাদাদিকং নিরস্তম্; এতে সাক্ষাদ্বর্ত্তমানা ইতি নাত্রাপলপিতুমপি শক্যসীতি ভাবঃ। নন্বু মাতর্নর্ম্মণৈ-

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

৩৫। নাহং ভক্ষিতবানম্ব সর্ব্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ।
যদি সত্যগিরস্তর্হি সমক্ষং পশ্য মে মুখম্॥

৩৫। অন্বয়ঃ হে অম্ব, ন অহং ভক্ষিতবান্ এতে সর্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ (মিথ্যাবাদিনঃ) যদি সত্যগিরঃ (যদি এতে সত্যবাদিনঃ ভবন্তি) তর্হি সমক্ষং (সাক্ষাদেব) মে মুখং পশ্য।

৩৫। মূলানুবাদঃ শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আমি মাটি খাই নি। এরা সকলেই মিথ্যাবাদী। যদি বল এরা সত্যবাদী, তবে এই সাক্ষাতেই আমার মুখ দেখ-না।

বেতি বদন্তীতি চেত্তত্রাহ—তবাগ্রজোঽপি বদতীতি; অত্র চায়মিতি তৎসাক্ষাদেবাস্যোক্তৌ ন কোঽপি সংশয় ইত্যর্থঃ। অগ্রজ ইতি শ্রীবসুদেব নন্দয়োর্ভ্রাতৃত্বেন শ্রীরোহিণী-যশোদয়োঃ পরমসখ্যত্বেন শ্রীনন্দেন পুত্রত্বং বাচয়িত্বা লাল্যমানত্বেন চ তথা ব্যবহারাৎ॥ জী০ ৩৪॥

৩৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ ভর্ৎসনার স্বরূপ—প্রথমে কারণ জিজ্ঞাসা। **কস্মাৎ**—কি কারণে মাটি খেয়েছ? **অদান্তান্**—আরে ইন্দ্রিয়সংযম রহিত বালক **রহ ইতি**—নির্জনে, শ্রীরামাদির সম্মুখে মাটি খাওয়ার সামর্থ্যের অভাব হেতু চুপি চুপি। **হি**—'কারণ' অর্থে—মিথ্যা নয়, কারণ বালকরা বলেছে, বা নিশ্চয়ার্থে। **তাবকা**—তোমারই জন, কাজেই মিথ্যা-অপবাদাদি নিরস্ত হল। **এতে**—এই এরা, এই সাক্ষাৎ সম্মুখে বর্তমান এরা বলছে, কাজেই তোমার দোষ স্খালন করতেও পারবে না। যদি বল, এরা রসিকতা করে বলেছে, তারই উত্তরে বলছি শোন—তোমার অগ্রজ বলরামও বলছে-যে। **অয়ম্**—এই সাক্ষাৎ এর উক্তিতে আর কোন সংশয় নেই। **অগ্রজ**—বলরাম কৃষ্ণের অগ্রজ বলবার কারণ—শ্রীবসুদেব আর নন্দের ভাই সম্বন্ধ আর শ্রীরোহিণী-যশোদার পরম সখী সম্বন্ধ এবং শ্রীনন্দের পালিত পুত্র-রূপে লালনাদি দ্বারা সেইরূপ ব্যবহার॥ জী০ ৩৪॥

৩৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ হে অদান্তাত্মন্ চঞ্চলগাত্র হে অনবস্থিতচিত্ত, মৃদমিতি মদ্গৃহে কিং সিতাদিকং ন প্রাপ্নোষীতি ভাবঃ। রহ ইতি মৎসাক্ষাদশক্তেঃ। বদন্তি তাবকা ইতি নায়ং মিথ্যাপবাদ ইতি ভাবঃ। মত্তাড়নাকাঙ্ক্ষিণ এতে মদ্বৈরিণ এবেতি চেত্তবাগ্রজো বলদেবোঽপীতি। অয়মিতি তৎসাক্ষাদেবেতি নাত্র সন্দেহ ইতি ভাবঃ॥ বি০ ৩৪॥

৩৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ হে অদান্তাত্মন্—হে চঞ্চল দেহ অনবস্থিত চিত্ত। **মৃদম্ ইতি**—মাটি খেলে যে? আমার ঘরে কি মিছরিখণ্ড খুঁজে পেলে না। **রহঃ ইতি**—আমার সাক্ষাতে আর পার না, তাই লুকিয়ে দুষ্কর্ম কর। **বদন্তি তাবকা ইতি**—তোমার নিজের জনেরাই বলছে, এতো আর মিথ্যা অপবাদ হতে পারে না। আমি তোমাকে মারি, এরা ইহা চায়, এরা সব তোমার শত্রু—এতো আর বলতে পার না। তোমার অগ্রজ বলদেবও বলছে যে। **অয়ং**—এই তোমার সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে বলছে। এখানে সন্দেহ কিছু থাকতে পারে না॥ বি০ ৩৪।

৩৬। যদ্যেবং তর্হি ব্যাদেহ্যুক্তঃ স ভগবান্ হরিঃ।
ব্যাদত্তাব্যাহতৈশ্বর্য্যঃ ক্রীড়ামনুজবালকঃ॥

৩৬। অন্বয়ঃ যদি এবং (মৃদং ন ভক্ষিতবান্) তর্হি ব্যাদেহি (মুখব্যাদানং কুরু) ইতি উক্তঃ (যশোদয়া কথিতঃ সন্) অব্যাহতৈশ্বর্য্যঃ (ত্যক্তং ঐশ্বর্য্যং যেন সঃ) ক্রীড়ামনুজবালকঃ (লীলার্থনরবালকঃ) স ভগবান্ হরিঃ ব্যাদত্ত (মুখ ব্যাদানং চকার)।

৩৬। মূলানুবাদঃ মা বললেন, যদি তাই হয়, হা করতো দেখি। মায়ের কথায় অব্যাহত ঐশ্বর্য-লীলাময় নরবপুধারী ভগবান্ শ্রীহরি হাঁ করলেন।

৩৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ নাহং ভক্ষিতবানিতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং, বাল্যলীলায়াং মিথ্যোক্তেরপ্যদোষত্বাং, প্রত্যুত বর্ণন শ্রবণাভ্যাং শ্রীশুকাদি-সাধুগণসুখ হেতুত্বেন গুণত্বাং। হে অম্বেতি—তাড়ন-শঙ্কয়া স্নেহং বর্দ্ধয়তি। সর্ব্ব ইত্যনেন মদগ্রজোঽপ্যয়মন্যবালবদেব মন্যতাং, ন চাত্র বিশেষ ইতি ভাবঃ। মে মুখং পশ্য ইতি সমগ্রভক্ষণতস্তচ্চিহ্নাপগম-মননাং॥ জী০ ৩৫॥

৩৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ আমি খাই নি, শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ মিথ্যা বাক্য বলবার হেতু, বাল্যলীলাতে মিথ্যা উক্তিরও দোষরহিততা ভাব বর্তমান। প্রত্যুত এর বর্ণন শ্রবণে শ্রীশুকাদি সাধুগণের সুখ হেতু ইহা গুণই। **হে অম্ব ইতি**—ওগো মা, এইরূপ সম্বোধন তাড়ন-আশঙ্কায় মায়ের স্নেহ উচ্ছলিত করে উঠানোর জন্য। **সর্ব ইতি**—এরা সকলে মিথ্যাবাদী, এই 'সর্ব' পদে শ্রীকৃষ্ণ বলতে চাচ্ছেন—আমার অগ্রজকেও অন্য বালকদের মতোই মানো, এখানে কিছু বিশেষ নেই, এইরূপ ভাব। 'আমার মুখ দেখ'—সমগ্র ভক্ষণ-চিহ্ন বিলোপ হয়ে গিয়েছে, এরূপ মনে করা হেতুই এরূপ বললেন॥

৩৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কৃষ্ণ উবাচ নাহমিতি। বাল্যস্বভাবেন তাড়নভয়ান্মিথ্যোক্তির্বাৎসল্য-রসপোষিকা অতএব বাৎসল্যাদীনাং রসানাং প্রেমপরিণামত্বাৎ প্রেমবতাঞ্চ ভক্তত্বাৎ ভগবতশ্চ ভক্তবৎসলত্বাৎ। ভক্তবাৎসল্যস্যচ পৃথিব্যুক্তসত্যশৌচদয়াদিনিত্যচিন্ময় সর্ব্বগুণগণচক্রবর্ত্তিত্বাৎ ভক্তবাৎসল্যগুণাঙ্গভূতাচেত্যেবং ভূতত্বে মিথ্যাদয়ো ভগবতি ন দোষায়ন্তে প্রত্যুত মহাগুণ চূড়ামণী ভবন্তীতি বিবেচনীয়ম্॥ বি০ ৩৫॥

৩৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ কৃষ্ণ বললো, আমি খাই নি। বাল্যস্বভাবে তাড়নভয়ে এই যে মিথ্যা উক্তি ইহা বাৎসল্যরসপোষিকা। অতএব বাৎসল্য রসের মূল প্রেম-পরিণাম হওয়া হেতু ভক্তি থেকে প্রেম জাত হওয়ায়, ভগবানের ভক্তবৎসলতা থাকায় এবং সত্য-শৌচ-দয়াদি নিত্যচিন্ময় সর্বগুণ থেকে ভক্তবৎসলতা গুণের শ্রেষ্ঠতা থাকায় ভক্ত বাৎসল্যগুণাঙ্গভূতা এই মিথ্যা উক্তি ভগবানে দোষের কিছু হয় না, প্রত্যুত ইহা মহাগুণ-চূড়ামণি॥ বি০ ৩৫॥

৩৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ স শ্রীকৃষ্ণাখ্যো ভগবান্ নিত্যাশেষভগবত্তাযুক্তত্বেন মনঃসঙ্কোচহেতুরপি হরিঃ সর্ব্বমনোহরো মাধুর্য্যাতিশয়স্যৈব প্রাধান্যপ্রকাশনেন ধন্যশীল ইত থঃ। অতএব

ন বিশেষেণ, ন চ আ সর্ব্বতো হৃতং ত্যক্তমৈশ্বর্য্যমপি যেন সঃ, কিন্তুনাদৃতমপি তদ্যস্য নিকটে স্থিত্বা নিজোচিতলীলাবিশেষাবসরং সদা প্রতীক্ষতে, কদাচিল্লভতে চ তাদৃশ ইত্যর্থঃ; ক্রীড়ামনুজবালকশ্চ স্বয়ং ক্রীড়য়া লীলয়া মনুজবালকস্তৎসদৃশ ইত্যর্থঃ। যদ্বা, ক্রীড়ামনুজাস্তদীয়-তাদৃশনিত্যলীলাসম্বন্ধি-মনুষ্যা, ন ত্বদৃষ্টবশা মায়াসম্বন্ধি-মনুষ্যাঃ, তে চ নন্দাদয়স্তেষাং বালক আগমানুসারেণ নিত্যতল্লীলঃ; উভয়থা স্বেচ্ছা-ময়স্বরূপাবির্ভাবোচিত-লীলারসাবিষ্ট ইত্যর্থঃ। অতএব ব্যাদেহীত্যুক্তমাত্রো ব্যাদত্ত ব্যাদাৎ—মাতৃকোপ-রবিরশ্মিলেশান্মুখ নীলাম্বুজং বিকসিতং দধারেত্যর্থঃ। ভয়সংভ্রান্তপ্রেক্ষণাক্ষমিতি চোক্তং, তদেবমসৌ সদৈব তাদৃশলীলারসভোগী; তাদৃশ-তদৈশ্বর্য্যশক্তিরেব তু স্বয়ং বা তমেবালিঙ্গ্য বা তদভীষ্টলীলারস সম্পাদনায় দুঃসমাধানং সমাদধাতি; যথাধুনা মাতরি কোপাচ্ছাদকভাবান্তরাপাদনেন, তথা সর্ব্বমেবাস্যান্তর্বিদ্যতে, ততো ন কিমপি ভক্ষয়তীতি তদ্বচঃসত্যাপাদনেন চ তল্লক্ষণনিজপ্রভুসাহায্যায় বিস্ময়াদিদ্বারা মাতুস্তৎপ্রেমপোষায় চ বিশ্বং দর্শিতবতী; যথা চ তৃণাবর্ত্তবধাদৌ তস্মিন্ ভারাদিকমাবির্ভাবিতবতী, তদেবমচিন্তিত-সর্ব্বার্থসিদ্ধে-রৈশ্বর্য্যমপি মহদেব সিদ্ধমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৬ ॥

৩৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ স ভগবান্ হরি—'স' সেই শ্রীকৃষ্ণাখ্য'ভগবান্' নিত্য অশেষ ভগবত্তা যুক্ত হওয়া হেতু মনঃসঙ্কোচের হেতু হলেও 'হরিঃ' সর্বমনোহর মাধুর্যাতিশয়েরই প্রাধান্য প্রকাশের দ্বারা প্রশংসনীয় চরিত্র। অতএব **অব্যাহতৈশ্বর্য্যঃ**—'বি' না-বিশেষভাবে এবং 'আ' না-সর্বতোভাবে 'হৃতং' যাঁর দ্বারা ঐশ্বর্য ত্যক্তও হয় সেই শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু এই ঐশ্বর্য যাঁর নিকটে অনাদৃত অবস্থায় থেকেও নিজোচিত-লীলাবিশেষের অবসর সদা প্রতীক্ষা করে এবং কদাচিৎ পেয়েও যায় তাদৃশ অবসর। **ক্রীড়ামনুজবালকঃ**—স্বয়ং লীলা দ্বারা সাধারণ মনুষ্য বালকের সদৃশ। অথবা, **ক্রীড়ামনুজাঃ**—তদীয় তাদৃশ নিত্যলীলার উপযুক্ত মনুষ্যগণ, অদৃষ্টবশ মায়াসম্পর্কীয় সাধারণ মনুষ্যগণ নয়, এঁরা হলেন নন্দাদি ব্রজগোপগণ—তাঁদের বালক। আগমানুসারে কৃষ্ণ নিত্য এঁদের সহিত লীলাপরায়ণ। উভয়থা স্বেচ্ছাময়স্বরূপ-আবির্ভাবোচিত লীলারসাবিষ্ট, এইরূপ অর্থ। অতএব **ব্যাদেহি**—হা কর, এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে **ব্যাদত্ত**—হা করল অর্থাৎ—মাতৃকোপসূর্যরশ্মির লেশমাত্র পড়াতেই মুখরূপ নীলকমল বিকসিত হয়ে উঠল। আগের শ্লোকেও বলা হয়েছে, ভয় সন্ত্রস্ত ঈক্ষণযুক্ত নয়ন—কাজেই বুঝা যায় সদাই কৃষ্ণ তাদৃশ লীলারসভোগী। তাদৃশ এই ঐশ্বর্যশক্তিই স্বয়ং অথবা তাকেই আলিঙ্গন করে তদভীষ্ট লীলারস সম্পাদনের জন্য যা সমাধান হবার নয় তাও সমাধান করে দিচ্ছেন। যথা, অধুনা মাতাতে কোপ আচ্ছাদক ভাবান্তর আনায়নের জন্য, তথা এই মাটি প্রভৃতি সব কিছু মুখের ভিতরেই আছে, অতএব কিছুই খায় নি, এইরূপে কৃষ্ণের বাক্য সত্য প্রতিপাদনের জন্য এবং নিজ প্রভুর যথোচিত সাহায্যার্থে বিস্ময়াদি দ্বারা মাতার সেই প্রেম পোষণের জন্য বিশ্ব দর্শন করালেন।

যেরূপ তৃণাবর্ত বধাদিতে শ্রীকৃষ্ণে ভারাদি আবির্ভাবিত হয়েছিল, সেইরূপ এখানেও অচিন্ত্য সর্বার্থসিদ্ধির হেতু মহা ঐশ্বর্যই সিদ্ধ হল, এরূপ বুঝতে হবে ॥ জী০ ৩৬ ॥

৩৭। সা তত্র দদৃশে বিশ্বং জগত স্থাস্নু চ খং দিশঃ।
সাদ্রিদ্বীপাব্ধিভূগোলং সবায়্বগ্নীন্দুতারকম্॥
৩৮। জ্যোতিশ্চক্রং জলং তেজো নভস্বান্ বিয়দেব চ।
বৈকারিকাণীন্দ্রিয়াণি মনো মাত্রা গুণাস্ত্রয়ঃ॥
৩৯। এতদ্বিচিত্রং সহ জীবকালস্বভাবকর্ম্মাশয়লিঙ্গভেদম্।
সূনোস্তনৌ বীক্ষ্য বিদারিতাস্যে ব্রজং সহাত্মানমবাপ শঙ্কাম্॥

৩৭-৩৯। অন্বয় ঃ সা (যশোদা দেবী) তত্র (কৃষ্ণমুখে) জগৎ (জঙ্গমং) স্থাস্নু চ (স্থাবরং) খং (আকাশং) দিশঃ সাদ্রিপাব্ধি—ভুগোলং (পর্ব্বতদ্বীপ—সমুদ্র ভূতলং) সবায়্বগ্নীন্দু তারকং (বায়ুঃ অগ্নিঃ চন্দ্রঃ তারকাঃ চ তৎ সহিতং) জ্যোতিশ্চক্রং জলং তেজঃ নভস্বান্ (বায়ুঃ উপরিতনঃ) বিয়ৎ (আকাশং) বৈকারিকাণি (সাত্ত্বিকাহঙ্কার কার্য্যভূতাঃ ইন্দ্রিয়াভিমানিন্যঃ দেবতাঃ) ইন্দ্রিয়াণি মনঃ মাত্রাঃ (তামসাঃ শব্দাদয়ঃ) ত্রয়ঃ (সত্ত্বরজ স্তমাংসি) গুণাঃ জীবকাল স্বভাবকর্মাশয় লিঙ্গভেদং (জীবশ্চ গুণক্ষোভকঃ কালশ্চ পরিণাম হেতুঃ স্বভাবশ্চ জন্মহেতুঃ কর্ম চ তৎসংস্কারঃ আশয়শ্চ এতৈঃ লিঙ্গানাং চরাচর শরীরানাং ভেদো যস্মিন্ তৎ) এতদ্ বিচিত্রং বিশ্বং সহাত্মানং (স্বসহিতং) ব্রজং চ বিদারিতাস্যে (বিদারিত মুখে) সূনোঃ (পুত্রস্য) তনৌ বীক্ষ্য শঙ্কাং (পুত্রং প্রতি অনিষ্টাশঙ্কাঃ) অবাপ (প্রাপ্তা)।

৩৭-৩৯। মূলানুবাদ ঃ ঐ হাঁ-এর মধ্য দিয়ে পুত্রের উদর মধ্যে মা যশোদা দেখতে পেলেন—স্থাবর জঙ্গম, অন্তরীক্ষ, দিক্সকল, পর্বত-দ্বীপ-সমুদ্র সমন্বিত পৃথিবীমণ্ডল, প্রবাহাদি বায়ু, অগ্নি-চন্দ্র-তারা সহ জ্যোতিশ্চক্র, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতা, ইন্দ্রিয়, মন, শব্দাদি বিষয়, সত্ত্বাদি গুণত্রয় ইত্যাদি। যুগপৎ-ই আরও দেখলেন—জীব, গুণক্ষোভক কাল, পরিণাম হেতু স্বভাব, জন্ম হেতু কর্ম, কর্মসংস্কার বাসনা এবং এই সবের দ্বারা যেখানে বিভিন্ন দেহের ভেদ ঘটছে সেই বিচিত্র বিশ্ব। আরও পুত্রের উদরমধ্যে নিজের পতিপুত্র সহ ব্রজমণ্ডল দেখে মা যশোদা পুত্রের অনিষ্ট আশঙ্কায় চিন্তাকুল হলেন।

৩৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ব্যাদেহি মুখং প্রসারয়। নন্থ মাতা মমাত্মাপরাধং মা পশ্যত্বিতীচ্ছয়ৈব তাড়নাদ্ভীতেন ভগবতামিত্যোক্তম্। মুখপ্রসারণেতু মৃত্তিকাভক্ষণলক্ষণব্যক্ত্যা সা তস্যেচ্ছা কথং সফলা স্যাদিত্যত আহ ন ব্যাহতং প্রেমমাধুর্য্যবত্ত্বেন নিজৈশ্বর্য্যানুসন্ধানাভাবেঽপি ন পরাহতং কিন্তু স্বকুত্যাবসরে স্বয়মেব সাবধানমৈশ্বর্য্যং যস্য সঃ। সত্যসঙ্কল্পতা শক্ত্যাপ্রেরিতা ঐশ্বরী শক্তিঃ স্বয়মেব প্রকটীভূয় বিশ্বং দর্শয়িত্বা শ্রীযশোদাং বিস্ময়রসনিমগ্নীকৃত্য পুত্রভর্ৎসনফলকং কোপং বিস্মারয়ামাসেতি ভাবঃ। নন্বলং ভগবতঃ প্রেম-মাধুর্য্যাস্বাদেন যতো যশোদাভর্ৎসনতাড়নাদিভ্যোঽপি তস্য ভয়ং স্যাৎ অত ঈশ্বরোঽহমিতি স্বয়মেব নিজৈশ্বর্য্যমনুসন্ধায় নির্ভয় এব কথং ন তিষ্ঠত্বিত্যত আহ ক্রীড়েতি। ক্রীড়াপ্রাধানো মনুজবালক ইতি শাকপার্থিবাদিত্বান্মধ্যপদলোপঃ। শাক এব প্রধানং যস্য তথাভূতঃ পার্থিব ইত্যত্র পার্থিবো যথা নিজাস্বাদ্যেষু খণ্ডাদি-

বস্তুষু মধ্যে শাকমেব প্রধানং মন্যতে। তথৈবায়মীশ্বরো মনুজবালকঃ ক্রীড়ং তাদৃশ প্রেমময়ীমেব প্রধানং মন্যতে ন তু স্বীয় সর্ব্বেশ্বরত্বাদিকমিতি ভাবঃ॥ বি০ ৩৬॥

৩৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ব্যাদেহি—হাঁ কর। **অব্যাহতৈশ্বর্য্যঃ**—পূর্বপক্ষ, মা আমার অপরাধ ন দেখুক, এই ইচ্ছাতেই তাড়নভীত ভগবান্ মিথ্যা বললেন। হাঁ করলে তো মাটি খাওয়ার চিহ্ন প্রকাশই হয়ে পড়বে, এতে তার ইচ্ছা কি করে পূরণ হবে? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—'অব্যাহতৈশ্বর্য' অর্থাৎ অপরাজিত-ঐশ্বর্য—প্রেমমাধুর্যধুর্য হওয়ার দরুণ নিজে ঐশ্বর্যের অনুসন্ধান না করলেও যাঁর ঐশ্বর্য নির্জিত নয়, কিন্তু নিজে নিজেই সেবায় সাবধান হয়ে অবসর খোঁজে—তিনি হলেন অব্যাহত-ঐশ্বর্য। এইরূপ অব্যাহত ঐশ্বর্য বালকের সত্যসঙ্কল্প শক্তির দ্বারা প্রেরিতা ঐশ্বর্যশক্তি নিজেই প্রকট হয়ে বিশ্ব দর্শন করিয়ে শ্রীযশোদাকে বিস্ময়রসে নিমগ্ন করত পুত্র ভর্ৎসনা ফলক কোপ ভুলিয়ে দিলেন, এরূপ ভাব।

পূর্বপক্ষ, ভগবানের প্রেমমাধুর্য আস্বাদনের কি এমন প্রয়োজন, যার কারণে মায়ের ভর্ৎসনা তাড়নাদি থেকে তাঁর ভীত হতে হল। সুতরাং আমি ঈশ্বর এইরূপে নিজে নিজেই নিজ ঐশ্বর্য অনুসন্ধান করে কেন-না নির্ভয় হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন? এর উত্তরেই বলা হচ্ছে—**ক্রীড়ামনুজবালকঃ**—অর্থাৎ ক্রীড়া প্রধান মনুজবালক—এখানে মধ্যপদলোপী সমাস। যথা, 'শাক প্রিয় পার্থিবঃ' মধ্যপদ 'প্রিয়' লোপ হয়ে সমাসবদ্ধ বাক্য হল শাকপার্থিব। সেইরূপ এখানে 'প্রধান' পদ লোপ হয়েই বাক্য দাঁড়াল 'ক্রীড়ামনুজ'। 'শাকপ্রিয় পার্থিব='ভূপতি'—এখানে যেমন ভূপতি নিজ আস্বাদ্য গুড়শাকমূল প্রভৃতি বস্তু মধ্যে শাক-ফলমূলই প্রধান মনে করে সেইরূপ এই মনুজবালক তাদৃশ ক্রীড়া অর্থাৎ প্রেমময়ী লীলাকেই প্রধান মনে করে, স্বীয় সর্বেশ্বরতা ভাবকে নয়॥ বি০ ৩৬॥

৩৭-৩৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ সেতি যুগ্মকম্। তত্র তস্মিন্ ভগবতি তজ্জঠরান্তর ইত্যর্থঃ—ভক্ষণাপলাপোপযোগিত্বাৎ। বক্ষ্যতে চ তৈঃ—'তনূদরাশ্রিতং বিশ্বম্' ইতি। চরাচরাত্মকং বিশ্বমেব বিবৃণোতি—খমিত্যাদিনা ভেদমিত্যন্তেন বৈদ্যুতোঽগ্নির্জ্যোতিশ্চক্রেঽপি জ্ঞেয়ঃ। খমন্তরীক্ষং ভুবর্লোকমিত্যর্থঃ; বিয়দেব বিয়দপি দদর্শ, স্থূলানাং তৎপরিচ্ছেদ্যানাং তৎকার্য্যাণাং জলাদীনাং কা বার্ত্তেত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপ্যনুবর্ত্ত্যম্। চকারাদহঙ্কারাদীংশ্চ। তত্র নিরাকারাণামপীক্ষণং তদধিষ্ঠাতৃদেবানামভেদভানেন জ্ঞেয়ম্॥

কদা বীক্ষ্য বিদারিতাস্যে সতি তস্মিন্ ব্রজং সহাত্মানমাত্মভ্যাং স্বাভ্যাং কৃষ্ণ-যশোদাভ্যাং সহিতম্; বক্ষ্যতে চ শ্রীব্রহ্মণা—'যস্য কুক্ষাবিদং সর্ব্বং সাত্মং ভাতি' (শ্রীভা০ ১০।১৪।১৭) ইতি। এবং তস্যৈব বাল-বিগ্রহস্যাচিন্ত্যশক্ত্যা যুগপদ্বিভুত্ব-মধ্যমত্বে তত এবাস্যৈব জগতোঽন্তঃস্থিতত্ব-বহিঃস্থিতত্বে দর্শিতে। শঙ্কামবাপ—বিবিধামাশঙ্কামকরোদিত্যর্থঃ; যদ্বা, পুত্রং প্রতি শঙ্কামকরোৎ; বীক্ষ্যেতি পূর্ব্ববৎ সিদ্ধান্তঃ॥ জী০ ৩৭-৩৯॥

৩৭-৩৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ তত্র—সেই ভগবানের মধ্যে অর্থাৎ পেটের মধ্যে—ভক্ষণ চিহ্ন মুছে ফেলার জন্যে পেটের ভিতরেই বিশ্ব দেখানোর উপযোগীতা হেতু। শ্রীধরস্বামিও (১০) নবম অধ্যায় আরম্ভে বললেন—'উদর আশ্রিত বিশ্ব'। চরাচরাত্মক বিশ্বের বর্ণন করা হচ্ছে, যথা—**খম্**—অন্তরীক্ষ অর্থাৎ ভুবর্লোক। **বিয়দেব**—জগতের বীজাবস্থা আকাশও দেখলেন—স্থূলসমূহের, তার

অংশের তার কার্য জলাদির আর কি কথা। 'চ' কারের দ্বারা অহঙ্কারাদিকেও দেখলেন—এই সম্বন্ধে, নিরাকারদেরও যে ঈক্ষণ তা তাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণের সহিত অভেদচ্ছলে, এরূপ জানতে হবে।

কখন দেখলেন ? মুখ ফাঁক হলে দেখলেন। **ব্রজং সহ আত্মনম্**—কৃষ্ণ-যশোদা সহ ব্রজ দেখলেন।—শ্রীব্রহ্মাও বলেছেন—"আপনার পেটের মধ্যে 'আপনার সহিত' এই সমগ্র বিশ্ব যেরূপ প্রকাশ পাচ্ছে ইত্যাদি।"—(শ্রীভা০ ১০।১৪।১৭)। এইরূপে তাঁরই বালবিগ্রহের অচিন্ত্যশক্তিতে যুগপৎ বিভুতা মধ্যমতা প্রাপ্ত হলে তারপরই এই জগতেরই পেটের ভিতরে এবং বাইরে দর্শন হল। **শঙ্কামবাপ**—বিবিধ সংশয় করতে লাগলেন মা যশোদা। অথবা, পুত্রের জন্য ভয় করতে লাগলেন ॥ জী০ ৩৭-৩৯ ॥

৩৭-৩৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তত্র মুখান্তর্জঠরে কৃৎস্নস্য চান্তর্জঠরে ইতি ব্রহ্মস্তবোক্তেঃ। জগৎ জঙ্গমং স্থাস্নু স্থাবরং খং ভুবর্লোকম্। সাদ্রীতি ভূগোলমিত্যস্য বিশেষণম্। সবায়্বিতি জ্যোতিশ্চক্রমিত্যস্য বায়ুঃ প্রবহঃ। অগ্নির্বৈদ্যুতঃ। নভস্বান্ নভস্বন্তং বৈকারিকাণি দেবান্ গুণান্ সত্ত্বাদীংস্ত্রীন্। অত্র নিরাকারাণামপি দর্শনং তদধিষ্ঠাতৃদেবতানাং মূর্ত্তিমত্ত্বাৎ। পুনশ্চ প্রপঞ্চয়তি। এতদ্বিশ্বং সহ যুগপদেব বীক্ষ্য জীবশ্চ গুণক্ষোভকঃ কালশ্চ পরিণামহেতুঃ স্বভাবশ্চ জন্মহেতুঃ কর্ম্মচ তৎসংস্কার আশয়শ্চ তৈর্লিঙ্গানাং শরীরাণাং ভেদো যস্মিংস্তৎ। তনৌ কুক্ষৌ বিদারিতে প্রসারিতে আস্যে আস্যদ্বারা কুক্ষাবিত্যর্থঃ। সহাত্মানং আত্মপতিপুত্রাদি সহিতং ব্রজঞ্চ। যস্য কুক্ষাবিদং বিশ্বমিতি ব্রহ্মোক্তেরস্যৈব বিশ্বস্যান্তঃস্থিতত্ব বহিঃস্থিতত্বে অচিন্ত্যযোগমায়য়া দর্শিতে। ততশ্চ কৃষ্ণশরীরস্য জগন্মধ্যবর্ত্তিত্ব জগদ্ব্যাপকত্বাভ্যাং পরিচ্ছিন্নত্বাপরিচ্ছন্নত্বে বাস্তবে এব ব্যঞ্জিতে ঐশ্বর্য্যোপাসকানাং বিশ্বস্মিন্ ভগবদ্দর্শনং ভগবতি বিশ্বদর্শনং যদুক্তং তদেতদেব মাধুর্য্যোপাসকশিরোধার্য্যপদাম্বুজয়া শ্রীযশোদয়াপি দৃষ্টম্। দৃষ্ট্বা চ শঙ্কাং পুত্রং প্রত্যনিষ্টাশঙ্কাং অবাপ ॥ বি৩৭-৩৯ ॥

৩৭-৩৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ মুখের মধ্যে নয়, উদর মধ্যে নিখিল বিশ্ব দেখালেন মাকে—ব্রহ্মস্তবানুসারেও এইরূপই বুঝা যায়। **জগৎ**—জঙ্গম। **স্থাস্নু**—স্থাবর **খং**—অন্তরীক্ষ লোক। **সাদ্রি ইত্যাদি**—পর্বত-দ্বীপ-সমুদ্র সহ পৃথিবী মণ্ডল। **সবায়ু ইতি**—জ্যোতিশ্চক্রের বায়ু প্রবাহ। **অগ্নি**—বিদ্যুৎ। **নভস্বান্**—বায়ু। **বৈকারিকাণি**—ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতা। সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই তিন গুণ। এখানে নিরাকারদেরও দর্শন—কারণ এদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের মূর্তিমান্ ভাব আছে। আরও প্রপঞ্চ গোচর হল—**এতদ্বিচিত্রং সহ ইত্যাদি**—'সহ' যুগপৎই দেখা গেল জীব, গুণক্ষোভক কাল, পরিণাম হেতু স্বভাব, জন্ম হেতুই কর্ম, তৎসংস্কার বাসনা—এত সবের দ্বারা শরীরধারিগণের বৈলক্ষণ্য যার ভিতরে ঘটছে সেই বিচিত্র বিশ্ব। **তনৌ**—উদর মধ্যে। **বিদারিত আস্যে**—হাঁ করলে সেই মুখদ্বারের ভিতরে দিয়ে—উদর মধ্যে দেখা গেল। **সহাত্মানং**—যশোদা আরও দেখলেন নিজের পতি পুত্রাদি সহ ব্রজ। 'যার উদর মধ্যে এই বিশ্ব'—ব্রহ্মার এই উক্তি থেকেও পাওয়া যায়—এই বিশ্বেরই, অন্য কোনও নয়—একই কালে উদর মধ্যে স্থিতিত্ব এবং বাইরে স্থিতিত্ব অচিন্ত্য যোগমায়া দ্বারা দেখান হলে এবং অতঃপর কৃষ্ণ-শরীরের জগৎ-মধ্যবর্তিতা ও জগৎ-ব্যাপকতা দ্বারা সীমাবদ্ধতা-অসীমতা বাস্তবে প্রকাশিত হলে—ঐশ্বর্য-উপাসকদের

৪০। কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়া কিংবা মদীয়ো বত বুদ্ধিমোহঃ।
অথো অমুষ্যৈব মমার্ভকস্য যঃ কশ্চনোৎপত্তিক আত্মযোগঃ॥

৪১। অথো যথাবন্নবিতর্কগোচরং চেতোমনঃকর্ম্মবচোভিরঞ্জসা।
যদাশ্রয়ং যেন যতঃ প্রতীয়তে সুদুর্বিভাব্যং প্রণতাস্মি তৎপদম্॥

৪০। **অন্বয়** ঃ এতৎ কিং স্বপ্নঃ উত (অথবা) দেবমায়া কিম্বা মদীয় বুদ্ধি মোহঃ বত (অহো) অমুষ্যৈব মম অর্ভকস্য যঃ কশ্চন ঔৎপত্তিকঃ (স্বাভাবিক উৎপত্তি সিদ্ধিঃ) আত্মযোগঃ (ঐশ্বর্য্যং ভবতি)।

৪১। **অন্বয়** ঃ অথো চেতোমনঃ কর্মবচোভিঃ যথাবৎ ন বিতর্কগোচরং (বিচারাতীতং জগৎ) যদাশ্রয়ং (যোঽস্যাধিষ্ঠানং) যতঃ (যশ্চাস্যোৎপত্তিহেতুঃ, যেন অঞ্জসা প্রতীয়তে (অঞ্জসা যশ্চাস্য প্রতীতি হেতুঃ) সুদুর্বিভাব্যং তৎপদং প্রণতা অস্মি।

৪০। **মূলানুবাদ** ঃ এ কি স্বপ্ন, না শ্রীভগবানের মায়া, না আমারই কোন বুদ্ধি-বিপর্যয়, অথবা আমার এই বালকেরই কোনও স্বাভাবিক স্বকীয় ঐশ্বর্য।

৪১। **মূলানুবাদ** ঃ অতঃপর বিচারের দ্বারা যথার্থভাবে যাঁকে জানা যায় না, যিনি দৃশ্যমান এই বিশ্বের আশ্রয়, যিনি এই বিশ্বের উৎপত্তির হেতু এবং অনায়াস প্রতীতির হেতু সেই সুদুর্বিভাব্য ভগবানের চরণারবিন্দে চিত্ত-মন-কর্ম বাক্যে প্রণাম করছি।

নিকট এ বিশ্বে ভগবদ্দর্শন ও ভগবানে বিশ্বদর্শন যা বলা হয়েছে, সেই একই জিনিষ মাধুর্য-উপাসক-শিরোধার্য্যপদাম্বুজ শ্রীযশোদা দ্বারাও দৃষ্ট হল। আর দেখে **শঙ্কাং**—পুত্রে প্রতি অনিষ্ট আশঙ্কা প্রাপ্ত হলেন॥

৪০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ এতদ্দর্শনম্ উত বা, দেবতাবিশেষস্য মায়া বা। বত খেদে, ঔৎপত্তিক আত্মযোগঃ, জন্মনৈব স্বস্মিন্ অপূর্ব্বার্থস প্রাপ্তিঃ, বারং বারং বিবিধাশ্চর্য্যদর্শনাৎ॥ জী০৪০॥

৪০। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ **এতদুত**—'এতদ্'—এই বিশ্বদর্শন কি স্বপ্ন, 'উত' বা **দেবমায়া**—দেবতা বিশেষের মায়া। **বত**—হায় হায়। **ঔৎপত্তিক**—জন্ম থেকেই **আত্মযোগঃ**—নিজেতে অপূর্ব ঐশ্বর্য সংপ্রাপ্তি—বার বার বিবিধ আশ্চর্য দর্শন থেকে এইরূপ বিচারই তো আসে॥ জী৪০॥

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ তাদৃশ দর্শনস্য কারণং বিতর্কয়তি। কিং স্বপ্নঃ এতদ্দর্শনং কি স্বপ্নহেতুকং নহি নহি নিদ্রালস্য নয়নকালুষ্যাদ্যভাবাৎ, তৎ কিং দেবমায়া? নহি নহি মম নিকৃষ্টায়া মোহনে দেবানাং প্রয়োজনাভাবাৎ। তর্হি কিং মদীয় এব কশ্চিদ্বুদ্ধের্মোহঃ বিপর্য্যাসঃ? নহি নহি স্বাস্থ্যসময়ে সম্প্রতি মম বুদ্ধিমোহকারণাভাবাৎ। অথো অথবা অমুষ্য মম বালকস্য "নারায়ণসমো গুণৈ" রিতি গর্গবর্ণিতমহাপ্রভাবত্বাৎ কশ্চনাচিন্ত্য আত্মযোগঃ আত্মীয়মৈশ্বর্য্যম্॥ বি০ ৪০॥

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ তাদৃশ দর্শনের কারণ বিতর্ক করা হচ্ছে। এরূপ দর্শন কি স্বপ্ন হেতুক? না-না ঘুম-চোখের ঘোলাটে ভাব তো বুঝা যাচ্ছে না। এ কি দেবমায়া? আমার মতো এক

তুচ্ছ-মোহনে দেবতাগণের কি প্রয়োজন ? তবে এ কি আমারই কোন বুদ্ধি-বিপর্যয় ? না না সুস্থ অবস্থায় সম্প্রতি তো আমার বুদ্ধি মোহের কারণ দেখা যাচ্ছে না। অতএব **অথো**—অথবা এ **অমুষ্য**—আমার বালকের—'গুণে নারায়ণ সম' গর্গমুনির বর্ণিত মহাপ্রভাব হেতু কোনও অচিন্ত্য 'আত্মযোগ' অর্থাৎ নিজের ঐশ্বর্য ॥ বি০ ৪০ ॥

৪১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** অথ চরমতর্কমপি তত্র ক্ষুৎপিপাসা-কৌমল্যাদিদর্শনেনা-সম্ভাব্য পুনর্বহুবিধৈর্বিতর্কৈর্নিশ্চয়মপ্রাপ্নুবতী সর্ব্বতর্বিতর্কসম্পাদকং শ্রীনারায়ণমেব তৎ কারণং নিশ্চিত্য, তঞ্চ দুর্জ্ঞেয়ং মত্বা কেবলং প্রণমতি—অথো ইতি। কর্ম্ম শুভমদৃষ্টমৈহিকঞ্চ কায়িক-ব্যাপারশ্চ ন বিতর্ক-গোচরং বিতর্কাগোচরমিত্যর্থ্যঃ, তাদৃশমপি যদাশ্রয়ং যেন সাধনেন যতো হেতোরঞ্জসা প্রতীয়তে সাক্ষাদনু-ভূয়তে, তস্য পদং পাদাব্জম্ অতএব সুদুর্বিভাব্যম্ অচিন্ত্যকার্য্যবৃন্দস্য কারণত্বেন পরমাচিন্ত্য-স্বরূপশক্তি-বৃন্দকম্॥ জী০ ৪১ ॥

৪১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অথ**—চরম বিচারেরও পর—চরম বিচারেও সম্ভাবনার মধ্যে আনা গেল না, ঐ বালকের ক্ষুৎপিপাসা কোমলতা সব কিছুই সাধারণ বালকের মতোই দেখা যাওয়া হেতু। পুনরায় বহুবিধ বিচারেও নিশ্চয় কিছু করতে না পেরে বিষমতর্ক সকলের নিষ্পত্তি কারক শ্রীনারায়ণকেই এই বিশ্বদর্শনের কারণ মনে করবার পর তাঁকেও দুর্জ্ঞেয় মনে করে কেবল প্রণাম করছেন মা যশোদা—অথো ইতি। **কর্ম**—শুভ অদৃষ্ট ঐহিক ও কায়িক ব্যাপারের দ্বারা বিচারের অগোচর। দৃশ্যমান এই ব্যাপার তাদৃশ অবিতর্ক হলেও **যদাশ্রয়ং**—যিনি এর আশ্রয়, **যেনযতো**—যে আশ্রয়ের সাধন হেতু, ইহা অনায়াসে **প্রতীয়তে**—সাক্ষাৎ অনুভবের মধ্যে আসে **তৎপদম্**—'তৎ=তস্য' সেই নারায়ণের পদকমল অতএব অচিন্ত্যকার্য সমূহের কারণ হওয়া হেতু **সুদুর্বিভাব্যং**—পরম অচিন্ত্য স্বরূপ শক্তিবৃন্দযুক্ত ॥ জী০ ৪১ ॥

৪১। **বিশ্বনাথ টীকা ঃ** চতুর্থ তর্কমপি তত্র স্বপুত্রে ক্ষুৎপিপাসা মৌগ্ধ্যচাঞ্চল্যাদিদর্শনেনাসম্ভাব্য স্ববুদ্ধ্যা কমপি নিশ্চয়ং কর্ত্তুমশক্নুবতী সর্ব্বতর্কাগোচরস্যাপি বস্তুনো বস্তুতঃ কারণং ভগবানেবেতি সামান্যতো নিশ্চিন্বতী তৎপাদাম্বুজং সুতস্বস্তিকামা প্রণমতি—অথো ইতি। যথাবৎ যাথার্থ্যেন নৈব বিতর্কস্য গোচরম্। ক্লীবত্বমার্ষম্। দৃশ্যমানমাশ্চর্য্যমিদং যদাশ্রয়ং যোঽস্যাধিষ্ঠানম্। যতঃ যশ্চাস্যোৎপত্তিহেতুঃ। যেন প্রতীয়তে যশ্চাস্য প্রতীতিহেতুঃ তৎপদং তস্য ভগবতঃ পদং চরণারবিন্দম্। চেতশ্চিত্তম্ তদাদিভিঃ প্রণতাস্মি সুদু-র্বিভাব্যং মাদৃশীনাং ধ্যাতুমশক্যমতঃ কেবলং প্রণমামি। সএবাস্য মৎসুতস্য সর্ব্বানিষ্টং প্রশময়ত্বিতি ভাবঃ ॥

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** নিজপুত্রের ক্ষুৎপিপাসা-মুগ্ধতা-চঞ্চলতা প্রভৃতি দর্শন হেতু এখানে চাতুর্য বিচারও অসম্ভব মনে হওয়ায় নিজবুদ্ধি দ্বারা কিছুই নিশ্চয় করতে অসমর্থ হয়ে সর্বতর্ক অগোচর বস্তুরও বস্তুত কারণ ভগবানই, এইরূপ সাধারণ ভাবে নিশ্চয় করে শ্রীভগবৎ পদকমলে পুত্রের মঙ্গল কামনায় প্রণাম করলেন—অথো ইতি। **যথাবৎ**—যথার্থভাবে বিতর্কের অগোচর। **যদাশ্রয়ং**—দৃশ্যমান্ আশ্চর্য এই বিশ্বের যিনি আশ্রয় অর্থাৎ আধার। **যতঃ**—যিনি এই বিশ্বের উৎপত্তি হেতু **যেন**

৪২। অহং মমাসৌ পতিরেব মে সুতো ব্রজেশ্বরস্যাখিলবিত্তপা সতী।
গোপ্যশ্চ গোপাঃ সহগোধনাশ্চ মে যন্মায়য়েত্থং কুমতিঃ স মে গতিঃ ॥

৪২। **অন্বয় ঃ** যন্মায়য়া (যস্যমায়াশক্তিবশাৎ) অসৌ (নন্দঃ) মম পতিঃ এষঃ (কৃষ্ণঃ) মে (মম) সুতঃ অহং ব্রজেশ্বরস্য অখিল বিত্তপা (নিখিলসম্পদধিষ্ঠাত্রী) সতী (মহিষী ভবামি) সহ গোধনাঃ গোপ্যঃ গোপাঃ চ মে (মম) ইত্থং (এবং) কুমতিঃ সঃ (এষ ভগবান্) মে (মম) গতিঃ।

৪২। **মূলানুবাদ ঃ** আমি যশোদা, এই ব্রজেশ্বরের নিখিল ধন রক্ষিত্রী, উনি আমার পতি, এ আমার পুত্র, এই গোপী-গোপ-গোধন সমূহ আমারই, এরূপ অভিমান কুমতি। যাঁর মায়ায় এইরূপ কুমতি হচ্ছে,সেই ভগবানই আমার গতি।

প্রতীয়তে—যিনি এই বিশ্বের প্রতীতি হেতু। **তৎপদম্**—সেই ভগবানের চরণারবিন্দ। **চেতঃ ইত্যাদি**—চিত্ত, মন, কর্ম এবং বাক্যাদি দ্বারা প্রণাম করি। **সুদুর্বিভাব্য**—মাদৃশ জনের পক্ষে ধারণার অতীত, অতএব কেবল প্রণাম করি। তিনিই আমার এই পুত্রের সর্ব অনিষ্ট প্রশমন করুন, এইরূপ ভাব ॥ জী৪১ ॥

৪২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** অথ বাহ্যমনুসন্ধায় নিজস্বাভাবিকাবস্থিতিমেব দৃঢ়য়ন্ত্যাহ —অহমিতি পাদত্রয়েণ। পুনরন্তরমনুসন্ধায় ভীতা তমেব শরণং গচ্ছতি—যদিতি। ইত্থং নিজবালকে উচ্চা-বচদর্শনে হেতুঃ—কুমতির্যস্য দুর্বিভাব্যয়া মায়য়া, স এব মম তদ্ভক্তিবিমুখায়াঃ শরণমিতি। যদ্বা, যদীত্যাদৌ তথাপীত্যাক্ষেপলভ্যম্; তদেতৎ সর্ব্বং লবণাকর ন্যায়েন বিস্ময়াদিদ্বারা তস্যাঃ প্রেমৈব পুষ্ণাতি ইতি দর্শিতম্ ॥

৪২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর বাহ্যতত্ত্ব নির্ধারণের জন্য নিজের স্বাভাবিক অবস্থিতিকেই দৃঢ় করে তোলা হচ্ছে—অহম্ ইতি—প্রথম তিন চরণে। পুনরায় চতুর্থ চরণে ভিতরের তত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য ভীতা হয়ে সেই নারায়ণেরই শরণ নিচ্ছেন—যদেতি। **ইত্থং**—নিজবালকে উচ্চনীচ দর্শনের হেতু হল, আমার কুমতি। যাঁর দুর্বিভাব্য মায়ায় এই কুমতি সেই নারায়ণই তদ্ভক্তি বিমুখা আমার গতি। অথবা যদিও নারায়ণের মায়াতে আমার এই কুমতি তথাপি তিনিই আমার গতি, এইরূপে এখানে আক্ষেপ ধ্বনিত হচ্ছে। অতএব এই যা কিছু মা যশোদা বললেন সে সব কিছু তার প্রেমকেই পোষণ করছে—লবণাকর ন্যায়ে বিস্ময়াদি দ্বারা। [লবণাকর ন্যায়—লবণ সমুদ্রে পড়ে গেলে সব বস্তুই তার পূর্ব ভাব ছেড়ে দিয়ে লবণের ভাব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ লবণাক্ত হয়ে উঠে।] ॥ জী০ ৪২ ॥

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** হন্ত হন্ত স এব সুতস্যাস্য দাতা স এব রক্ষিতাপি ভবেদেব তত্র মম পুনরজ্ঞায়াঃ কিমহঙ্কার মমকারাভ্যামিতি তৌ জিহাসতী শ্রীবিষ্ণুং প্রপদ্যমানা প্রাহ অহমিতি। অখিলবিত্তপা নিখিলধনরক্ষণাভিমানবতীত্যর্থঃ। গোপ্যশ্চেতি গোপীনাং গোপানাং সর্ব্বগোধনানাঞ্চাহমেব স্বামিনী মহা রাজ্ঞীত্যভিমানো যথা কুমতিস্তথৈব লোকোত্তরস্যাস্য সর্ব্ব ব্রজজনপ্রাণভূতস্য বালকস্যাহং মাতা অহমেব পালয়িত্রী দানধ্যানাদিভির্বিপ্রদেবাদ্যারাধনৈর্নিত্যং বিষ্ণুপূজনৈশ্চ সর্ব্বানিষ্টেভ্যো রক্ষামহমেব সততং কারয়ন্তী ভবামী, ততোঽস্য স্বস্তীত্যভিমানোঽপি কুমতিঃ। এতাবতো গোকুলৈশ্বর্য্যস্য শ্রীবিষ্ণুনৈব দত্ত্বাত্তত্র যথা

৪৩। ইত্থং বিদিততত্ত্বায়াং গোপিকায়াং স ঈশ্বরঃ।
বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ॥

৪৩। **অন্বয়** ঃ ইত্থং গোপিকায়াং (যশোদায়াং) বিদিততত্ত্বায়াং (বিজ্ঞাততত্ত্বায়াং সত্যাং) বিভুঃ স ঈশ্বরঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পুত্রস্নেহময়ীং বৈষ্ণবীং মায়াং ব্যতনোৎ (পুত্রস্নেহরূপ বৈষ্ণবী মায়াবলেন যশোদাং মোহয়ামাস)॥

৪৩। **মূলানুবাদ** ঃ এইরূপে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হলে সেই বিভুঈশ্বর মা যশোদার উপর পুত্র-স্নেহময়ী বৈষ্ণবীমায়া বিস্তার করলেন।

মমাভিমানানৌচিত্যং তথৈব তেনৈব কৃপয়া দত্তে পূতনাদ্যরিষ্টেভ্যঃ প্রতিক্ষণং পাল্যমানে চ পরমলোকোত্তরে-ঽস্মিন্ সুতে লৌকিক্যা গোপজাতে নিকৃষ্টায়া অত্যযোগ্যায়া মম মাতৃত্বরক্ষয়ত্রীত্বাদ্যভিমানোঽপ্যনৌচিত্যাৎ কুমতিরেবেতি বিবেকজিঘৃক্ষৈব শ্রীযশোদায়াঃ ক্ষণিকীয়ং ন তু বিবেকঃ। যথা মহামোহান্ধানামপি ব্যাবহারিক লোকানাং কাদাচিৎকপারমার্থিক প্রসঙ্গভবাস্ত্রীপুত্রাদ্যাসক্তিজিহাসেতি জ্ঞেয়ম্॥ বি০ ৪২॥

৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ হায় হায় সেই ভগবানই এই পুত্রের দাতা, সেই রক্ষিতা—এরূপ হলে এ বিষয়ে অজ্ঞ আমার অহঙ্কার মমকারের কি প্রয়োজন? এরূপ চিন্তা করে অহঙ্কার মমকার ত্যাগান্তে শ্রীবিষ্ণুতে প্রপদ্যমানা যশোদা বললেন—অহম্ ইতি। **অখিল বিত্তপা**—মহরাজের নিখিল ধন আমিই রক্ষা করে থাকি, এরূপ অভিমানবতী। **গোপ্যশ্চ**—গোপগোপীদের এবং সকল গোধনের আমিই স্বামিনী-মহারাজ্ঞী—এরূপ অভিমান যেরূপ কুমতি সেইরূপই লোকোত্তর সর্বজন-প্রাণভূত এই বালকের আমি মাতা, আমি পালয়িত্রী, দানধ্যানাদিতে বিপ্রদের আরাধনের দ্বারা ও নিত্য বিষ্ণু পূজনের দ্বারা সর্ব অনিষ্ট থেকে আমিই সতত একে রক্ষা করে থাকি, এই পূজাদি থেকেই এর শান্তি কল্যাণাদি হয়ে থাকে—এরূপ অভিমানও কুমতি। গোকুলের এই মহাঐশ্বর্য শ্রীবিষ্ণুরই কৃপার দান হেতু এখানে যেরূপ আমার অভিমান অনুচিত, সেইরূপ তাঁরই কৃপায় পূতনাদি অরিষ্ট থেকে প্রতিক্ষণ পরমলোকোত্তর এই পুত্রের সুরক্ষিত-অবস্থা প্রদত্ত হওয়াতে লৌকিক গোপজাতির মধ্যে নিকৃষ্টা অতি অযোগ্যা আমার মাতৃভাবে রক্ষাকারিণী বলে যে অভিমান, তাও অনুচিত হেতু কুমতিই। শ্রীযশোদার এই বিবেক-সম্মত বিচার গ্রহনেচ্ছা ক্ষণিক—এ তাঁর নিজস্ব স্থায়ী বিবেক নয়। যেরূপ মহামোহান্ধ ব্যবহারিক লোকদেরও কদাচিৎ পারমার্থিক প্রসঙ্গ হেতু সংসার স্ত্রীপুত্রাদি আসক্তি ত্যাগেচ্ছা হয়, সেইরূপ ভাব বি০ ৪২॥

৪৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ তদেবং তন্নিষ্ঠামেব দৃষ্ট্বা সোঽপি পরমতুষ্টস্তদ্বৈয়গ্র্য-প্রদর্শনেন ব্যগ্রশ্চ সন্ তং ভাবমেব তস্যা বিস্তারয়ামাসেত্যাহ—ইত্থমিতি। ইত্থম্ অহং মমাসাবিত্যাদিনা বিদিতং নির্দ্ধারিতং তত্ত্বং প্রথমপাদত্রয়োক্ত—কৃষ্ণলীলাযাথার্থ্যং যয়া, তস্যাং গোপিকায়াং সদা মাতৃভাবেন শ্রীকৃষ্ণপালয়িত্র্যাং স তয়া প্রার্থিত ঈশ্বরঃ, মায়াং তদ্বিষয়াং দয়ামেব ব্যতনোৎ—পূর্ব্বতোঽপি বিস্তারয়ামাস,

৪৪। সদ্যো নষ্টস্মৃতির্গোপী সারোপ্যারোহমাত্মজম্।
প্রবৃদ্ধস্নেহকলিলহৃদয়াসীৎ যথা পুরা॥

৪৪। **অন্বয়ঃ** সা গোপী (যশোদা) সদ্যঃ নষ্টস্মৃতিঃ (তিরোহিত বিশ্বরূপ দর্শনাদি সংস্কারা) আত্মজং (শ্রীকৃষ্ণম্) আরোহং (ক্রোড়ম্) আরোপ্য যথা পুরা প্রবৃদ্ধস্নেহ কলিল হৃদয়া (অতিশয় বাৎসল্য প্রেমপরিব্যাপ্ত হৃদয়া) আসীৎ।

৪৪। **মূলানুবাদঃ** আর অমনি বৈষ্ণবী মায়ায় মা যশোদার বিশ্বদর্শনাদি সব কিছু ভুল হয়ে গেল—পুত্রকে কোলে তুলে নিয়ে পূর্ববৎ উচ্ছলিত স্নেহে আকুল হয়ে উঠলেন।

যথা তদ্বিরোধিপ্রায়মীদৃশদর্শনাদিকং পুনর্ন জাতম্ ইতি তাং বিশিনষ্টি—পুত্রেতি। প্রাচুর্য্যে ময়ট্, প্রাচুর্য্যং চান্যদীয়স্নেহাপেক্ষয়া। তস্যাঃ প্রকৃতিসম্বন্ধিত্বং প্রত্যাচষ্টে, বৈষ্ণবীং বিষ্ণোঃ স্বরূপশক্তিম্॥ জী০ ৪৩॥

৪৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** অতঃপর এইরূপে মা যশোদার নিষ্ঠা দেখে শিশুরূপী শ্রীকৃষ্ণও পরম তুষ্ট হয়ে এবং তার উৎকণ্ঠা দর্শনে ব্যগ্র হয়ে পুত্রস্নেহময়ী মায়া তাঁর উপর বিস্তার করলেন—এই আশয়ে ইথম ইতি। **ইথম্ বিদিত তত্ত্বায়াং গোপিকায়াং**—এইরূপে যিনি তত্ত্ব বিদিত হলেন সেই গোপীকাতে—'অহং মম অসৌ' ইত্যাদি বিচারের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে 'তত্ত্বং' প্রথমপাদত্রয়োক্ত (৪২ শ্লোক) শ্রীকৃষ্ণলীলার যথার্থস্বরূপ যার দ্বারা, সেই সদা মাতৃভাব পালয়িতা গোপীকাতে। **স ঈশ্বর**—মা যশোদার দ্বারা প্রার্থিত ঈশ্বর অর্থাৎ কৃষ্ণ। **মায়াং**—মাতৃভাব যাতে পোষণ হয় সেইরূপ কৃপা **ব্যতনোৎ**—বি অতোনোৎ অর্থাৎ পূর্বের থেকে অধিক ভাবে বিস্তার করলেন—যাতে তদ্বিরোধিপ্রায় ঈদৃশ দর্শনাদি পুনরায় আর জাত না হয়। যে ভাবটি বিস্তার করলেন, তা কিরূপ? এরই উত্তরে—পুত্র স্নেহময়ীং। প্রাচুর্যে ময়ট্—এবং এই প্রাচুর্যও অন্যের স্নেহের অপেক্ষায়—মা যশোদার স্বভাব সম্বন্ধি ভাববৈশিষ্ট্য বলা হল। **বৈষ্ণবীং মায়াং**—বিষ্ণুর স্বরূপশক্তি মায়া॥ জী০ ৪৩॥

৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** ইথমনেন প্রকারেণ বিদিতং তত্ত্বং মমত্বজিহাসা যয়া তস্যাং যশোদায়াং সত্যাং তর্হি কা মাং লালয়িষ্যতি প্রতিক্ষণং কা পালয়িষ্যতীত্যতঃ পুত্রস্নেহময়ীং স্বরূপে ময়ট্। পুত্রস্নেহরূপং প্রেমবিশেষং ব্যতনোদিত্যর্থঃ। মোহনসাধর্ম্ম্যান্মায়াং তেন চ তাং প্রেমান্ধাং চকারেত্যর্থঃ॥ বি০ ৪৩॥

৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ইথম্**—এই প্রকারে **বিদিততত্ত্বায়াং**—তত্ত্ব নির্ধারিত হলে যখন তিনি মমত্ব ত্যাগ করতে ইচ্ছা করলেন, তখন ঐ বালকরূপী ঈশ্বর মনে করল—অহো অতঃপর কে আমাকে প্রতিক্ষণ লালন করবে, কে পালন করবে? এরূপ মনে করে পুত্রস্নেহময়ী মায়া বিস্তার করলেন যশোদার উপর। 'ময়ী' এই স্নেহটির স্বরূপ বুঝানোর জন্য 'ময়ট্' পদের প্রয়োগ—অর্থাৎ পুত্রস্নেহরূপ প্রেমবিশেষ বিস্তার করলেন। 'মোহন' বিষয়ে সাধর্ম্য হেতু 'মায়া' শব্দের প্রয়োগ—এর দ্বারা মা যশোদাকে প্রেমান্ধ করে দিলেন॥ বি০ ৪৩॥

৪৫। ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্॥

৪৫। **অন্বয়** ঃ সা (যশোদা) ত্রয্যা (বেদত্রয়েন) উপনিষদ্ভিঃ চ সাংখ্য যোগৈঃ সাত্বতৈঃ (পাঞ্চরাত্রাদি বৈষ্ণব শাস্ত্রৈঃ) উপগীয়মান মাহাত্ম্যং হরিং আত্মজং অমন্যত (পুত্রত্বেন জ্ঞাতবতী)।

৪৫। **মূলানুবাদ** ঃ বেদত্রয়, উপনিষৎ, সাংখ্য, যোগ এবং সাত্বত শাস্ত্রে যাঁর মহিমা বহুলভাবে কীর্তিত সেই শ্রীহরিকে যশোদা পুত্র বলে মনে করতে লাগলেন।

৪৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ ততশ্চ সদ্যো নষ্টা তিরোহিতা স্মৃতিস্তদনুসন্ধানং যস্যাস্তথাভূতাসীৎ। আরোহমঙ্কম্ আত্মজং নিজোদরাদুৎপন্নম্ ইতি তদ্ভাবানুবাদঃ নষ্টস্মৃতিত্বমেব দ্রঢ়য়তি—যথা পুরেতি॥ জী০ ৪৪॥

৪৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ সদ্য নষ্টস্মৃতি গোপী—বিশ্বরূপ দর্শনাদির অনুসন্ধানপর গোপী যশোদার স্মৃতি মায়া বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হয়ে গেলে তিনি **আরোহমঙ্কম্**—কোলে তুলে নিলেন **আত্মজং**—নিজ উদর থেকে উৎপন্ন পুত্রকে—এইরূপে গোপালের মনের ভাবের অনুবাদ হল অর্থাৎ সম্পূর্ণ পূরণ হল॥ জী০ ৪৪॥

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ নষ্টস্মৃতিরিতি। যথা স্বপ্নদৃষ্টোঽর্থঃ কশ্চিৎ কশ্চিদ্বিস্মর্য্যতে তথৈব সদ্য এব সা বিশ্বদর্শনাদিকং বিসস্মারেত্যর্থঃ। প্রবৃদ্ধেন সঙ্কোচকারণাদপ্যৈশ্বর্য্যজ্ঞানাদসঙ্কুচিতেন প্রত্যুত প্রবলীভূতেন স্নেহেন কলিলং ব্যাপ্তং হৃদয়ং যস্যাঃ সা॥ বি০ ৪৪॥

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **নষ্টস্মৃতি**—যেরূপ স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় কেউ কেউ ভুলে যায় সেইরূপ মায়া বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই মা যশোদা ভুলে গেলেন। **প্রবৃদ্ধ স্নেহ**—সঙ্কোচের কারণ ঐশ্বর্যজ্ঞান সত্ত্বেও অসঙ্কুচিত, প্রত্যুত প্রবলীভূত স্নেহে **কলিল**—ব্যাপ্ত হল হৃদয় যাঁর সেই গোপী॥ বি০ ৪৪॥

৪৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ তদেবমহো পরমভাগ্যবতী শ্রীযশোদেত্যাহ—ত্রয্যেতি; ত্রয্যা কর্ম্মোপাসনাময্যা তত্তদন্তর্যামিপর্য্যবসানয়া, উপনিষদ্ভিঃ স্বরূপগুণাভ্যা সর্ব্ববৃহত্তমে তস্মিন্নেব পর্য্যাবসিতাভিঃ, সাংখ্যযোগৈঃ সেশ্বরৈস্তৈশ্চ শ্রীভাগবতার্থপর্য্যবসানৈঃ পুরাণৈরিত্যর্থঃ। সাত্বতৈস্তদপাসনাময়ৈঃ পঞ্চরাত্রাগমৈঃ, অনয়োরপি বেদাঙ্গত্বাৎ তৎ সাহিত্যোক্তিঃ। উপ হীনে, যৎকিঞ্চিদ্গীয়মানমাহাত্ম্যং, ন তু সম্যক্ আনন্ত্যাৎ। তং হরিম্ আত্মজম্ অমন্যত, পুত্রভাবেন সাক্ষাত্তথা লালিতবতীতি কাক্বা চমৎকারাতিশয়ো ব্যঞ্জিতঃ। অত্রেদং বিচার্য্যম্—ন তাবদস্যা বিশ্বদর্শনমুৎকর্ষহেতুঃ, 'যাবন্ন জায়তে পরাবরেঽস্মিন্, বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি ভক্তিযোগঃ। তাবৎ স্থবীয়ঃ পুরুষস্য রূপং, ক্রিয়াবসানে প্রযতঃ স্মরেত॥' 'তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত, নান্যত্র সজ্জেদ্ যত আত্মপাতঃ' (শ্রীভা০ ২।২।১৪,২।১।৩৯) ইতি প্রথমসাধনেপি দ্বিতীয়স্কন্ধাবজ্ঞাতত্বাৎ। ন চ বিশ্বদর্শনেন শ্রীকৃষ্ণে পরমেশ্বরজ্ঞানমভূৎ, তুর্য্যনির্ণয়েপ্যায়ুষ্য মমার্ভকস্যেত্যাদ্যুক্তত্বাৎ। ঈশ্বরস্য যত্তচ্ছব্দাভ্যাং পরোক্ষতয়ৈব নির্দ্দেশাৎ পঞ্চমনির্ণয়ে চ পত্যাদিগণপাতিত্বেন 'এষ মে সুতঃ' ইতি যন্মায়য়েতি

চ তথৈব দর্শনাৎ, অন্যথা শ্রীদেবকীবদসৌ তমেবাস্তোষ্যৎ। ন চেশ্বরজ্ঞানমুত্তমং পুত্রাদিভাবময়-শ্রীকৃষ্ণাত্মনুভবস্তুত্তম ইতি প্রকরণার্থঃ, দর্শিতব্যাখ্যায়া তস্যার্থস্যাপ্রবেশাৎ। অন্যথোত্তরগ্রন্থে প্রশ্নোত্তরে চ ন সঙ্গচ্ছেতে তস্যাস্তাদৃগীশ্বরজ্ঞানং পরিত্যজ্য তদাবরণজ্ঞানমনুশোচ্য স্তন পায়নাদিকস্যৈব রাজ্ঞা স্তোষ্যমাণত্বাৎ, শ্রীবসুদেব দেবক্যঃ সত্যপি সর্ব্বজ্ঞানে তদুদারার্ভকেহিতানুভব ভাবেন শোচিষ্যমাণত্বাৎ, কবীনাং পরমজ্ঞানবতাং শ্রীব্যাসাদীনামপি তজ্‌জ্ঞানমাত্রভাগ্যত্বেন বক্ষ্যমাণত্বাৎ, শ্রীশুকেনাপি তৎপ্রাগ্‌জন্মকথামারভ্য মহিমারোহক্রমতঃ সর্ব্বজ্ঞানভক্তি গুরুতময়োর্বিরিঞ্চি-ভবয়োরহো তাদৃশ্যাঃ শ্রিয়োঽপি তন্ন্যূনপদে স্থাপয়িষ্যমাণত্বাৎ। অন্যেষামবশিষ্টানামপি জ্ঞানাদিমতামসুখায় শ্রীকৃষ্ণত্বেন সাধারণেভ্যোঽপি গোপিকাসুততয়া শ্রীকৃষ্ণং ভজদ্ভ্যো ন্যূনয়িষ্যমাণত্বাচ্চ। অন্যত্র চ তাদৃশভাবস্যৈব ততস্ততোঽতিশয়ঃ শ্রূয়তে—'রাজন্ পতিগুরুরলম্ (শ্রীভা° ৫।৬।১৮) ইত্যাদৌ, 'ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা' (শ্রীভা° ১০ ১২।১১) ইত্যাদৌ চ। ততঃ কিং পুনস্তদীয়স্য ইতি দর্শিত এবার্থঃ সাধীয়ান্॥ জী° ৪৫॥

৪৫। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে অহো পরমভাগ্যবতী শ্রীযশোদা—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—ত্রয্যেতি। **ত্রয্যা**—বেদত্রয়ের দ্বারা (কীর্তিত শ্রীকৃষ্ণকে)—কর্ম-উপাসনাময়ী বেদত্রয়ের দ্বারা—কর্মিদের সেই সেই পূজার উপাস্য দেবতাগণের অন্তর্যামিরূপে শ্রীকৃষ্ণই বিরাজমান্ থাকায় সেই সেই উপাসনা তাতেই পর্যবসিত। **উপনিষদ্ভিঃ**—উপনিষৎ সমূহের দ্বারা কীর্তিত শ্রীকৃষ্ণকে, কারণ উপনিষদে জ্ঞানিদের ব্রহ্মের যে উপাসনা তা স্বরূপ ও গুণের দ্বারা সর্ববৃহত্তম শ্রীকৃষ্ণেই পর্যবসিত। **সাংখ্য যোগৈঃ**—সেশ্বর সাংখ্য ও যোগের দ্বারা কীর্তিত-অর্থাৎ শ্রীভাগবতার্থ-পর্যাবসান পুরাণের দ্বারা কীর্তিত। **সাত্বতৈঃ**—শ্রীভগবৎ উপাসনাময় পঞ্চরাত্র আগমের দ্বারা কীর্তিত। আগম এবং পঞ্চরাত্র উভয়েই বেদাঙ্গ হেতু এখানে বেদের সহিত এদের একসঙ্গে যুক্ত করে বলা হয়েছে।

উপগীয়মান মাহাত্ম্যং—'হীন' অর্থে এখানে 'উপ' পদের ব্যবহার। যৎকিঞ্চিৎ গীয়মান-মাহাত্ম্য—সম্যক্ ভাবে কীর্তন করা হয় নি, কারণ তিনি যে অনন্ত—অনন্তের মহিমা সম্যক্ ভাবে কীর্তন করা যায় না। **হরিং**—সেই হরিকে আত্মজ মনে করলেন। পুত্রভাবে সাক্ষাৎ তথা লালন করতে লাগলেন মা যশোদা—অহো কি চমৎকার-আতিশয্যের প্রকাশ হল।

এখানে বিচার করার এই যে—এই বিশ্বদর্শন মা যশোদার পক্ষে উৎকর্ষতার হেতু হল না—কারণ ইহা দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রথম সাধন-প্রকরণেও অনাদৃত, যথা—"যে কাল পর্যন্ত ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও শীর্ষস্থানীয় এবং দ্রষ্টাস্বরূপ ভগবানে ভক্তিযোগ উদিত না হয়, সেই কাল পর্যন্তই আবশ্যক কর্মানুষ্ঠানের পর যত্নপূর্বক বিরাটপুরুষের স্থূলরূপই স্মরণ করবে।"—(ভা°২।২।১৪)। আরও, "সুতরাং সেই সত্য আনন্দনিধি বিরাড়-অন্তর্যামী শ্রীনারায়ণকে ভজন করবে। অন্যবুদ্ধি করে স্থূল বিরাটের অন্য ধারণায় আসক্ত হবে না, যেহেতু তাতে সংসার-প্রবৃত্তি ঘটে।"—(ভা° ২।১।৩৯)। এই অদ্ভুত দর্শনের চতুর্থ কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে এই যে মা যশোদা বিচার করছেন, যথা—"ইহা আমার বালকেরই স্বাভাবিক অচিন্ত্য ঐশ্বর্য"—

(৪০ শ্লোক), আরও, "যৎ-তৎ শব্দের দ্বারা পরোক্ষ নির্দেশ"—(৪১ শ্লোক)—এই প্রকার বিচার হেতু এবং পঞ্চম বিচার ধারায় "পতি প্রভৃতির মধ্যে এটি আমার পুত্র, এরূপ কুমতি যাঁর মায়ায়, এইরূপ বিচারে সেই-রূপই দর্শন হেতু (৪২ শ্লোক)—মা যশোদার বিশ্বদর্শনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে পরমেশ্বর জ্ঞান হল—এরূপ বলা যাবে না। যদি পরমেশ্বর জ্ঞান হত, তবে তো তিনি দেবকীর মতো ঐ বালককেই স্তব করতে আরম্ভ করতেন। ঈশ্বর জ্ঞান উত্তম এবং পুত্রাদি ভাবময় রূপে শ্রীকৃষ্ণাদির অনুভব উত্তম নয়—এই প্রকরণের আশয় এরূপ নয়। দর্শিত ব্যাখ্যায় সেই অর্থের প্রবেশ নেই। অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করলে পরের শ্লোক গুলিতে প্রশ্নোত্তরের সহিত সঙ্গতি হতো না,—কেন সঙ্গতি হতো না, তাই বলা হচ্ছে, যথা—তাদৃক্ ঈশ্বর-জ্ঞান পরিত্যাগ করত ঈশ্বর-জ্ঞানের আবরক-ভাবকে অনুশোচনা করে মা যশোদার পুত্রকে স্তন পান করানো প্রভৃতিকে রাজার দ্বারা স্তব স্তুতি করা হেতু সঙ্গতি হতো না, আরও, শ্রীবসুদেব দেবকীর পরমেশ্বর জ্ঞান থাকলেও সেই মহান্ বালকে মঙ্গল-অনুভব-অভাবে তাঁরা শোচ্য বলে বর্ণিত থাকা হেতু, পরমজ্ঞানবান্ কবিগণের এমন কি শ্রীব্যাসাদিরও ঈশ্বর-জ্ঞানমাত্রকে ভাগ্য বলে বর্ণন থাকায় শ্রীশুকদেবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রাক্‌জন্ম কথা আরম্ভ থেকে মহিমাশ্রেণীর ক্রমতঃ সর্বজ্ঞানভক্তির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিবব্রহ্মার অহো তাদৃশ লক্ষ্মীরও নন্দযশোদার থেকে (ভা০ ১০।৯।২০) ন্যূন পদে স্থাপন করে রাখা হেতু, অন্য অবশিষ্ট জ্ঞানী প্রভৃতির সুখে প্রাপ্তি হয় না, ইত্যাদি কথায় (ভা০ ১০।৯।২০) সাধারণদের থেকে গোপিকাসুত রূপে যারা কৃষ্ণকে ভজন করে তাদেরকে উচ্চ আসনে স্থাপন করে রাখা হেতু সঙ্গতি হত না।

অন্যত্রও তাদৃশ ভাবেরই সর্বশ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন শোনা যায়, যথা—"হে রাজা যুধিষ্ঠির! এই কৃষ্ণ আপনাদিগের ও যদুদিগের পালক-গুরু-উপাস্য। আপনাদের নিকটে এরূপ হলেও অন্যকে কিন্তু সহজে প্রেমভক্তি দেন না ইত্যাদি।"—(ভা০ ৫।৬।১৮)। আরও, "এই ব্রজে রাখালদের সঙ্গে যিনি খেলা করে বেড়াচ্ছেন তিনি কিন্তু অন্যের নিকট দূরে দূরে থাকেন—অহো এই বালকদের কি ভাগ্য ইত্যাদি"—(ভা০ ১০।১২।১১)। অতঃপর তদীয়জনের যে মহামহিমার কথা উপরে দেখান হয়েছে, সে সম্বন্ধে আর বলবার কি আছে—এইরূপে উপরে দর্শিত অর্থ দৃঢ়তর হল॥ জী০ ৪৫॥

৪৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ দেবক্যা অপি সকাশাৎ তস্যা উৎকর্ষমভিব্যঞ্জয়িতুমৈশ্বর্য্যদর্শনাদপি স্বীয় বাৎসল্যপ্রেম্নঃ সঙ্কোচাভাবমাখ্যায়ৈশ্বর্য্যশ্রবণাদপ্যাহ—ত্রয্যা যজ্ঞপুরুষত্বেন, উপনিষদ্ভির্ব্রহ্মত্বেন, সাংখ্যৈঃ পুরুষত্বেন, যোগৈঃ পরমাত্মত্বেন, সাত্বতৈঃ পঞ্চরাত্রৈর্ভগবত্ত্বেন ইত্যেবং কর্ম্মিপ্রভৃতিভিরুপগীয়মান মাহাত্ম্যং দেশকালানিয়মাত্তস্যাঃ সমক্ষমসমক্ষং বা উপ আধিক্যেন গীয়মানৈশ্বর্য্যং হরিং সা আত্মজমমন্যতেত্য-স্মদভীষ্টদৈবতেনাবয়ো ব্রতনিয়মসন্ততপূজনাদিভিঃ সন্তুষ্টেন পর্জ্জন্যাভিধানমদীয়শ্বশুরকৃতনিরবদ্য বহু-তপঃ সন্তোষিতেন শ্রীনারায়ণেন কৃপয়া দত্তো লোকোত্তরঃ পুত্রোঽয়ং যৎকর্ম্মিপ্রভৃতিভিস্ত্রয্যাদি প্রতিপাদ্য-ত্বেন স্তূয়তে তত্র খলু "নারায়ণসমো গুণৈ" রিতি সর্ব্বত্র গর্গেণ গীয়তয়া নারায়ণসাম্যপ্রথয়া অস্যতুষ্কর পূতনাদিবধানামেতৎকর্ত্তৃকত্বপ্রথয়া চায়মেব নারায়ণ ইতি তেষাং বিশ্বাস এব হেতুর্বস্তুতস্ত্বয়ং মৎপুত্র এব মাং মাতরং ক্ষণমপ্যদৃষ্ট্বা বিকলীভবত্যহঞ্চৈনং স্বনিমেষ ব্যবহিতং জ্ঞাত্বা বিহ্বলীভবামীত্যাবয়োর্জন্যজনন্যোরনু-

ভব এবাত্র প্রমাণমিতি মনসি সা সমাধত্তে। কিঞ্চ কর্ম্মিপ্রভৃতয়স্ত্রয্যাদিভির্যথা হরিং যজ্ঞপুরুষাদিকং মন্যন্তে তথৈবেয়ং বাৎসল্যপ্রেম্না হরিং আত্মজং মন্যতে তেভ্যস্তু তত্তদনুরূপং ফলং দদানস্তেষামনুগ্রাহকোবশয়িতা সন্নীষ্টে। অস্যৈ তু বাৎসল্যপ্রেমানুরূপং ফলং দাতুমসমর্থো ঋণী ভবন্নস্যা অনুগ্রাহ্যো বশ্য ঈশিতব্যত্বেন তিষ্ঠন্ সানন্দ তুষ্টোঽপ্যস্যাস্তন্যামৃতার্থং রোদিতীত্যাদি বিশেষ উত্তরাধ্যায়ে স্পষ্টীভবিষ্যতি পদ্যমিদং কৃষ্ণলীলায়াং পরিভাষাসূত্ররূপং জ্ঞেয়ম্। পরিভাষা হ্যেকদেশস্থা সকলং শাস্ত্রমভিপ্রকাশয়তি যথা বেশ্মপ্রদীপ ইতি। "ইকো গুণবৃদ্ধী" ইতি যত্র যত্র গুণবৃদ্ধী শ্রূয়েতে তত্র তত্র ইক্ পরিভাষোপতিষ্ঠতে যথা তথৈব কৌমার কৈশোরমাথুরকুরুক্ষেত্রাদিগতলীলাসু যত্র যত্র ঐশ্বর্যপ্রসঙ্গস্তত্রেদমুপতিষ্ঠতে ইতি ॥ বি০ ৪৫ ॥

৪৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ দেবকী থেকেও যশোদার উৎকর্ষ প্রকাশ করবার জন্য ঐশ্বর্য দর্শন সত্বেও এবং শাস্ত্রের কাহিনীতে ঐশ্বর্য শুনেও স্বীয় বাৎসল্য প্রেমের যে অসঙ্কোচ ভাব, তা বলা হচ্ছে —ত্রয্যা ইতি।

ত্রয্যা ইত্যাদি—বেদত্রয়ের দ্বারা-যজ্ঞপুরুষরূপে কীর্তিত। উপনিষদের দ্বারা ব্রহ্মরূপে কীর্তিত। সাংখ্যের দ্বারা পুরুষরূপে, যোগের দ্বারা পরমাত্ম রূপে এবং পঞ্চরাত্রে ভগবান্ রূপে কীর্তিত। এইরূপ বিভিন্ন রূপে কর্মী প্রভৃতির দ্বারা **উপগীয়মানমাহাত্ম্যং**—দেশ কালের নিয়ম না থাকায় মা যশোদার সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে অতি উল্লাসে সঙ্কীর্তিত-ঐশ্বর্য হরিকে নিজপুত্র বলে মনে করতে লাগলেন—আমাদের অভীষ্ট দেবতা বলে আমাদের দুজনের ব্রত নিয়ম পূজনাদি দ্বারা সন্তুষ্ট এবং পর্জন্য নামক মদীয় শ্বশুরকৃত নিরবদ্য বহু তপে সন্তোষিত শ্রীনারায়ণের দ্বারা কৃপা করে দেওয়া লোকোত্তর আমার এ-পুত্র, যাকে কর্মী প্রভৃতি বেদাদি প্রতিপাদ্য তত্ত্বরূপে স্তুতি করেন। এ বিষয়ে কারণ হল, গর্গাচার্যের 'গুণে নারায়ণ সম' বাক্যের জোরে সর্বত্র নারায়ণ সম খ্যাতি হেতু এবং অন্যের দুষ্কর পূতনাদি বধ খ্যাতি হেতু এ-ই নারায়ণ এরূপ স্থির বিশ্বাস কর্মী প্রভৃতির। কিন্তু বস্তুত এ-তো আমারই কোলের ছেলে। মা-আমাকে ক্ষণকাল না দেখলে সে অস্থির হয়ে যায়। আমিও একে নিমেষমাত্র চোখের আড়াল বুঝলে বিহ্বল হয়ে যাই—এইরূপে বাপ-মা আমাদের দুজনের অনুভবই এ বিষয়ে প্রমাণ। মা যশোদা মনে মনে এইরূপ সমাধান করে নিলেন।

আরও, কর্মী প্রভৃতি যেরূপ বেদাদি অনুসারে হরিকে যজ্ঞপুরুষ প্রভৃতি মনে করে সেইরূপই এই যশোদা বাৎসল্য প্রেমে এই হরিকে নিজ পুত্র মনে করে। কর্মী প্রভৃতিকে সেই সেই অনুরূপ ফল দাতা তাদের অনুগ্রাহক হরি মা যশোদার অনুগ্রহের জন্য লালায়িত। মা যশোদাকে কিন্তু তাঁর বাৎসল্য অনুরূপ ফল দানে অসমর্থ্যতা বশতঃ ঋণী হয়ে তাঁর অনুগ্রাহ্য, বশ্য ও শাসনের যোগ্য রূপে থেকে সানন্দ তুষ্ট হয়েও তার স্তন্যামৃতের জন্য রোদন করে থাকে—ইত্যাদি বিশেষ উত্তর অধ্যায়ে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই পদ্যকে কৃষ্ণলীলার পরিভাষা সূত্ররূপে জানতে হবে। ঘরের প্রদীপ যেমন এক কোণে থেকেও সমস্ত ঘরকে আলোকিত করে সেইরূপ যে কথা শাস্ত্রের যে কোন এক স্থানে থেকে সকল শাস্ত্রকে সর্বতোভাবে প্রকাশ করে অথবা সকল শাস্ত্র বাক্যকে নিয়মিত করে তাকে পরিভাষা বলে। কৌমার কৈশোর মাথুর কুরুক্ষেত্রাদি গত লীলায় যেখানে যেখানে ঐশ্বর্য প্রসঙ্গ সেখানেই এই পদ্যের বাক্য এসে দাঁড়াবে নিয়ামক হয়ে ॥

শ্রীরাজোবাচ।

৪৬। নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥

৪৬। অন্বয়ঃ শ্রীরাজা উবাচ—হে ব্রহ্মন্, হরিঃ যস্যাঃ স্তনং পপৌ মহাভাগা [সা] যশোদা নন্দঃ চ মহোদয়ং এবং শ্রেয়ঃ কিম্ অকরোৎ।

৪৬। মূলানুবাদঃ রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—হে ব্রহ্মন্! নন্দ এমন কি শ্রেয় সাধন করেছিল যার ফলে শ্রীহরির সঙ্গে তার স্নেহের এত উচ্ছলন দেখা যায়, আর যশোদাই বা কি এমন অধিক কিছু করেছিল যার ফলে শ্রীহরি নিত্য পরমাবেশে তার স্তন পান করল

৪৬। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা**ঃ ইত্থং তস্যাং তাদৃশং শ্রীভগবতঃ স্নেহং, তস্যাশ্চ তস্মিন্ বাৎসল্য শ্রুত্বা তদ্ভাগ্যভরেণাতিবিস্মিতঃ শ্রীনন্দস্য তস্যাশ্চ ভাগ্যং পৃচ্ছতি—নন্দ ইতি। কিং কতরৎ? এবমীদৃশো মহান্ উদয়ঃ সর্ব্বতঃ স্নেহোৎকর্ষো যস্মাৎ, মহাভাগেতি ততোঽপি তস্যাঃ শ্রেয়োঽধিকমভিপ্রেতি, তদেবাহ—পপাবিতি। অতঃ 'পীত্বামৃতং পয়স্তস্যাঃ পীতশেষং গদাভৃতঃ' (শ্রীভা০ ১০।৮৫।৫৫) ইত্যুক্তরীত্যা শ্রীদেবক্যাস্তথা বৎসবালকরূপেণান্যাসাং গোপীনাং স্তনপানে সত্যপি পূর্ব্বত্রৈশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রত্বাদ্যথাকথঞ্চিত্ত্বাপ্যসময়ে বারৈকজাতত্বাচ্চোত্তরত্রান্যরূপত্বাদুভয়ত্র পরস্পরৈতাদৃশ-স্নেহাভাবাদত্রৈব স্তনপানং সম্যগভিপ্রেতম্॥ জী০ ৪৬॥

৪৬। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ**ঃ এইরূপে মা যশোদার উপর শ্রীভগবানের তাদৃশ স্নেহ ও মা যশোদার ঐ ভগবানের বাৎসল্য শুনে এই ভাগ্যাতিশয্যে অতি বিস্মিত হয়ে রাজা শ্রীনন্দের ও যশোমার ভাগ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেন—নন্দ ইতি। **কিং**—কোন্ প্রকার। **এবং মহোদয়ম্**—যা থেকে ঈদৃশ মহান্ উদয় অর্থাৎ সর্বতোভাবে স্নেহের উৎকর্ষ। **মহাভাগা ইতি**—এই পদে নন্দ থেকেও মা যশোদার শ্রেয়ো সাধনের আধিক্য স্বীকার করা হল, তাই বলছেন—পপৌ ইতি। অতঃপর "দেবকীর সেই ছয়টি পুত্র গদাধারী শ্রীকৃষ্ণের পীতাবশিষ্ট স্তন্যামৃত পান করে দেবলোকে চলে গেলেন।"—(ভা০ ১০।৮৫।৫৫) এই উক্তি অনুসারে দেবকীর তথা রাখাল বালকরূপে অন্য গোপীদের স্তনপান হলেও দেবকীর বেলায় ঐশ্বর্যজ্ঞান মিশ্রতা হেতু এ-পান যথা কথঞ্চিৎ, তাও আবার অসময়ে একবার মাত্র হওয়া হেতু এবং অন্য গোপীদের বেলায় আচ্ছাদিত মূর্তিতে সুবলাদিরূপে পান হওয়া হেতু—এই উভয় ক্ষেত্রে পরস্পর এতাদৃশ স্নেহ-অভাব থাকায় এখানেই অর্থাৎ মা যশোদাতেই স্তনপান সম্যক্ অঙ্গীকার॥ জী০ ৪৬॥

৪৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা**ঃ ঐশ্বর্য্যদর্শন শ্রবণাভ্যামপি তস্যাঃ প্রেমদার্ঢ্যমাকর্ণ্য কর্ম্মিপ্রভৃতিভ্যো-ভক্তেভ্যশ্চাভিব্যজ্যমানমুৎকর্ষঞ্চ জানন্নতিবিস্ময়েন পৃচ্ছতি—নন্দ ইতি। মহান্ উদয়ঃ ফলং যস্য তৎ। মহাভাগেতি নন্দাদপি তস্যাঃ শ্রেয়োঽধিকমভিপ্রেতি॥ বি০ ৪৬॥

৪৭। পিতরৌ নাম্ববিন্দেতাং কৃষ্ণোদারার্ভকেহিতম্।
গায়ন্ত্যদ্যাপি কবয়ো যল্লোকশমলাপহম্॥

৪৭। অন্বয় ঃ পিতরৌ (দেবকী বসুদেবৌ) যৎ কৃষ্ণোদারার্ভকেহিতং (কৃষ্ণস্য উদারং বালচেষ্টিতং) ন অন্ববিন্দেতাং (ন প্রাপ্নুবান্ কবয়ঃ অদ্যাপি লোকশমলাপহং (লোকানাং কলুষনাশনং) যৎ (কৃষ্ণলীলাং) গায়ন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি)।

৪৭। মূলানুবাদ ঃ কৃষ্ণের যে-বাল্যলীলা পরে মাতা পিতা দেবকী বসুদেব চক্ষু প্রভৃতি দ্বারা আস্বাদন করতে পারেন নি, কবিগণ যা অদ্যাবধি কীর্তন করে থাকেন, যার শ্রবণ কীর্তনাদি মনুষ্য মাত্রেরই নিখিল কলুষকালিমাহারী—সেই উদার বাল্যলীলা নন্দযশোদা কোন্ সুকৃতি বলে সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হল!

৪৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ঐশ্বর্য দর্শন শ্রবণেও যশোদার প্রেম দৃঢ়তা টললো না, একথা শুনে কর্মি প্রভৃতি থেকে ও ভক্তগণের থেকে নন্দ যশোদার স্পষ্ট উৎকর্ষ জানতে পেরে অতি বিস্ময়ে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—নন্দ ইতি।

এবং শ্রেয় মহোদয়ম্—এইরূপ মহান্ ফল যার সেই শ্রেয় অর্থাৎ সুকৃতি কি? **মহাভাগা**—যশোদাকে বলা হল, মহাভাগা। কেন? নন্দের থেকেও তার সুকৃতি অধিক, এই অভিপ্রায়ে॥ বি০৪৬॥

৪৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ কিঞ্চ, পিতরাবিতি, পিতৃত্বেন সর্ব্বলোকখ্যাতৌ লব্ধবরৌ চাপি শ্রীকৃষ্ণস্যোদারং 'রাজন্ পতিঃ' (শ্রীভা০ ৫।৬।১৮) ইত্যাদৌ 'অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো, মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্' ইত্যুক্তদিশা পরমাদেয়স্যাপি দাতৃ যৎ অর্ভকেহিতং তদনু পশ্চাদপি নাবিন্দেতাং, মথুরায়াং গতেন বাল্যলীলাসম্বরণাৎ। কি বাচ্যম্? সাক্ষাদনুভবমাহাত্ম্যং, তস্য ভক্তা গুরবোঽপি যদ্গানেনাপি কৃতার্থম্মন্যাঃ পরঃ পরার্দ্ধং কালং গময়ন্তীত্যাহ—যচ্চ কবয়ো ব্রহ্মাদয়ঃ পূর্ব্বপরার্দ্ধাদৌ শ্রীনারাদাদীন্ প্রত্যুপদেশমারভ্যাদ্যাপি গায়ন্তি। অহো সর্ব্বেষামপি তদ্ভাগ্য-বিশেষ-হেতুরিত্যাহ—যদেব চাদ্য কলিকালেঽপি লোকমাত্রাণাং সর্ব্বেষাম্পি শমলাপহম্, একত্রাপি গীয়মানেন সম্বন্ধপরম্পরয়া কৃতার্থীকরণাৎ মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি' (শ্রীভা০ ১১।১৪।২৪) ইতি 'অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ' (শ্রীভা ১১।১৪।১৬) ইতিবৎ। অত উক্তং শ্রীসূতেন—'কৃষ্ণচরিতং কলি-কল্মষঘ্নম্' ইতি। যদ্বা, কবয় আত্মারাম শিরোমণয়োঽপি ভবদ্বিধা মহাভাগবতা অনাদিতঃ শ্রুতিপুরাণ-গীয়মানমপি অদ্যাপি গায়ন্তি, পরমানন্দভরেণ যত্রতত্র্যাপ্যুন্মত্তা ইব গায়ন্ত এব বর্ত্তন্তে' ন চ কথয়ন্তি মাত্রং, যচ্চ লোকস্যাতিদীনস্যাপি মদ্বিধস্য যচ্ছমলং তদন্তরায়কং কর্ম্ম, তস্য হন্তৃ, যৎ শ্রবণমাত্রেণ মদ্বিধোঽপি পরমকৃতার্থতাং মন্যত ইত্যর্থঃ। তৎ যো যো চ অবিন্দৎ স সা চ কিং শ্রেয়োঽকরোদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। এবং মহাবিস্ময়ো ব্যঞ্জিতঃ॥ জা০ ৪৭॥

৪৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ আরও, **পিতরৌ**—পিতামাতা বলে সর্বত্র বিখ্যাত লব্ধবর হলেও শ্রীবসুদেব-দেবকী দাতা শ্রীকৃষ্ণের উদার পরম অদেয় বাল্যলীলা তৎকালে এবং পরেও কখনও সাক্ষাৎ অনুভব লাভ করেন নি, কারণ, মথুরা গমনের সঙ্গে সঙ্গেই বাল্যলীলা সম্বরণ হয়ে গিয়েছিল।

এই বাল্যলীলা যে পরম অদেয় তা শ্রীমদ্ভাগবতের কথাতেই বুঝা যায়, যথা—"হে যুধিষ্ঠির, মুকুন্দ আপনাদের ও যদুদের পালকবন্ধু ইত্যাদি হলেও তাঁর ভজনকারী অন্য জনকে সহসা প্রেমভক্তি দেন না।"—(ভা০ ৫।৬।১৮)। সাক্ষাৎ অনুভব-মাহাত্ম্যের কথা দূরে থাকুক, তার ভক্ত গুরুবর্গও এ লীলার কীর্তন মাত্রের দ্বারাই নিজদিগকে কৃতার্থ মাননা করে যুগ যুগ কাল কাটিয়ে দিচ্ছেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**যচ্চ কবয়ো**—যা ব্রহ্মাদি পূর্ব পূর্ব পরার্ধে শ্রীনারদাদিকে উপদেশ দানের আরম্ভ থেকে অদ্যাপি কীর্তন করছেন—অহো, সেই বাল্যলীলা সর্বসাধারণেরও তদ্ভাগ্যবিশেষের অর্থাৎ বাৎসল্য ব্রজপ্রেমের উপাদান কারণ, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—যে লীলা (অদ্য + অপি) এই কলিকালেও লোকমাত্র সকলেরই **শমলাপহম্**—কলুষনাশন—কারণ ব্রহ্মাদি অদ্যাপি যে গান করছেন তার অনুসরণে গাইলেও ইহা শিষ্য-সম্বন্ধ পরম্পরায় জীবকে কৃতার্থ করে দেয়। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—(শ্রীভা০ ১১।১৪।২৪)—"আমার ভক্তিযুক্ত পুরুষ ত্রিভুবন পবিত্র করে থাকে।" (শ্রীভা০ ১১।১৪।১৬)—"আমি ভক্তপদধূলি দ্বারা আমার অন্তর্বর্তী ব্রহ্মাণ্ডকে পবিত্র করবো, এই জন্য তাঁদের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াই।"

অথবা, **কবয়ো**—আপনাদের মতো মহাভাগবতগণের দ্বারা অনাদিকাল থেকে শ্রুতিপুরাণে গাওয়া থাকলেও আত্মারাম শিরোমণিগণও অদ্যাপি গায়—পরমানন্দভরে যত্র তত্র উন্মত্তের মতো গাইতে গাইতে বিরাজমান হয়, কেবল যে বলেন মাত্র তাই নয়। আরও, যে বাল্যলীলা মদ্বিধ অতি দীন লোকেরও যে তৎ অন্তরায়ক কর্ম, তা নাশ করে দেয়—অর্থাৎ যে বাল্যলীলা শ্রবণমাত্রে মদ্বিধ জনও পরম কৃতার্থতা প্রাপ্ত হল বলে জানে। এইরূপ বাল্যলীলা যারা সাক্ষাৎ দেখেছে তারা যে কি সুকৃতি করে এসেছে তা কে জানে?—এইরূপে মহা বিস্ময় ব্যাঞ্জিত হল॥ জী০ ৪৭॥

৪৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নন্থ "পীতশেষং গদাভৃতঃ" ইতি বচনাদ্দেবক্যা অপি স্তনং পপাবিত্যত আহ পিতরৌ অস্মৎকুলে পিতৃত্বেন খ্যাতৌ দেবকীবসুদেবৌ কৃষ্ণস্য উদারমতিসুখপ্রদমতিমহচ্চ অর্ভকেহিতং বালচরিত্রং ন অন্ববিন্দেতাং চক্ষুরাদিভিরাস্বাদয়িতুং নালভতাং উদারপদেন রামমাতৃত্বাভিমানিনী রোহিণী বৎসাহরণলীলাপ্রাপ্তমাতৃভাবা গোপ্যশ্চ ব্যাবৃত্তাঃ যৎ অর্ভকেহিতম্॥ বি০ ৪৭॥

৪৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** পূর্বপক্ষ, "গদাধারী কৃষ্ণের পান-অবশেষ স্তন পান করে দেবকীর ছয়টি পুত্র দেবলোকে চলে গেলো।" ভাগবতের এই বাক্যে জানা যায় যে কৃষ্ণ দেবকীর স্তনও পান করেছিল, তবে এখানে আর এমন কি বিশেষ হল? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—পিতরৌ ইতি। আমাদের কুলে পিতামাতা বলে বিখ্যাত দেবকী-বসুদেব কৃষ্ণের **উদার**—অতি সুখপ্রদ ও অতি মহৎ বাল্যলীলা **নান্ববিন্দেতাং**—চক্ষু প্রভৃতি দ্বারা আস্বাদন করতে পারে নি। এখানে 'উদার' পদে এই বাল্যলীলা না-পাওয়ার দল থেকে রাম মাতা বলে অভিমানিনী রোহিণী এবং বৎসহরণ লীলা প্রাপ্তা মাতৃভাবা-গোপীগণকে বাদ দেওয়া হল॥ বি০ ৪৭॥

শ্রীশুক উবাচ।

৪৮। দ্রোণো বসূনাং প্রবরো ধরয়া ভার্য্যয়া সহ।
করিষ্যমাণ আদেশান্ ব্রহ্মণস্তমুবাচ হ॥

৪৮। অন্বয় ঃ শ্রীশুক উবাচ—বসূনাং প্রবরঃ (বসূনাং শ্রেষ্ঠঃ) দ্রোণঃ ধরয়া (ধরানাম্না) ভার্যয়া সহ ব্রহ্মণঃ আদেশান্ করিষ্যমানঃ (আচরিষ্যমাণঃ) তং (ব্রহ্মাণং) উবাচ হ।

৪৭। মূলানুবাদ ঃ শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! বসুগণের মধ্যে প্রধান দ্রোণ ধরা নামক পত্নীসহ মিলিত হয়ে ব্রহ্মার আদেশ পালন করবার ইচ্ছা করত ব্রহ্মাকে বললেন—

৪৮। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ অথাস্যাগ্রিমাধ্যায়ে মুখ্যঃ সিদ্ধান্তো বক্ষ্যতে, প্রথমং তাবৎ কিমকরোৎ শ্রেয় ইতি সাধনগতং তৎ প্রশ্নমনুসৃত্য তত্র সিদ্ধান্তাভাসং যাবদেতদধ্যায়ং বক্তুম্ আদৌ তয়োরংশেন যৎ পূর্ব্ববৃত্তং তদভেদেন তদাহ—দ্রোণ ইতি ত্রিভিঃ। প্রবরঃ পরমশ্রেষ্ঠঃ, শ্রীনন্দাংশত্বাৎ। আদেশান শ্রীমথুরামণ্ডলে গোপালন-প্রায়বাস-শ্রীবসুদেব-সখ্যাদিলক্ষণান্॥ জী° ৪৮॥

৪৮। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ অতঃপর এই স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে যে মুখ্য সিদ্ধান্ত বলা হয়েছে, সেই তথাকার সাধনগত প্রশ্ন 'কোন্' পর্যন্ত শ্রেয় সাধন করেছিল, ইহার অনুসরণ করে এখানে অধ্যায়ের শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত দিতে গিয়ে প্রথমে নন্দ যশোদার অংশের দ্বারা পূর্ব-জন্মে যে সাধন করা হয়েছিল, তাই বলা হচ্ছে, অংশের সহিত নন্দযশোদার অভেদ বিচারে—দ্রোণঃ ইতি তিন শ্লোকে। **প্রবরো**—পরম শ্রেষ্ঠ—নন্দের অংশ হওয়া হেতু। **আদেশান্ ইত্যাদি**—শ্রীমথুরামণ্ডলে গোপালন করার ভাবে শ্রীবসুদেবের সহিত সখ্যাদি রূপ অবস্থান—এইরূপ ব্রহ্মার আদেশ সমূহ (পালনে ইচ্ছা করে ব্রহ্মাকে বললেন)॥ জী° ৪৮॥

৪৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কৃষ্ণাবতারস্য তদীয় বাল্যলীলানাঞ্চ নিত্যত্বাদেব নন্দযশোদয়োর্নিত্য সিদ্ধত্বঃ স্পষ্টমিতি। নাপ্যেতাদৃশঃ প্রেমা সাধনসিদ্ধো ভবিতুমর্হতীত্যপি জানতোঽপি রাজ্ঞোঽস্য প্রশ্নোঽয়ং যথা ভক্ত্যাব্যুৎপন্নস্যেত্যতস্তত্র মমাপ্যুত্তরং তাদৃশীভবিতুমর্হতীতি প্রষ্টরি রাজন্যুদাসীনমনা এবাহ দ্রোণ ইতি। আদেশান্ গোপালনাদিলক্ষণান্ তৎ ব্রহ্মাণম্॥ বি° ৪৮॥

৪৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ কৃষ্ণ অবতারের এবং তার বাল্য লীলার নিত্যত্ব হেতু নন্দ-যশোদারও নিত্য সিদ্ধত্ব স্পষ্ট। তাদৃশ প্রেমও সাধনসিদ্ধ হওয়ার যোগ্য নয়—এ সকল কথা জানা সত্বেও ভক্তিবুৎপন্ন এই রাজার যেমন এ-প্রশ্ন আমার উত্তরও সেইরূপ হওয়া উচিত, এই ভাব অনুসারে প্রশ্নকর্তা রাজার প্রতি যেন উদাসীন মনা হয়ে বললেন—দ্রোণো ইতি। **আদেশান্**—গোপালনাদিরূপ আদেশ। **তৎ**—ব্রহ্মাকে॥ বি° ৪৮॥

৪৯। জাতয়োর্নৌ মহাদেবে ভুবি বিশ্বেশ্বরে হরৌ।
ভক্তিঃ স্যাৎ পরমা লোকে যয়াঞ্জোদুর্গতিং তরেৎ॥

৪৯। অন্বয় ঃ ভুবি জাতয়োঃ নৌ (আবয়োঃ দম্পত্যোঃ) বিশ্বেশ্বরে মহাদেবে হরৌ (বিষ্ণৌ) পরমা ভক্তিঃ স্যাৎ যয়া লোকে অঞ্জঃ (অনায়াসেন) দুর্গতিং তরেৎ।

৪৯। মূলানুবাদ ঃ হে ভগবন্! এই পৃথিবীস্থ ব্রজধামে অবতীর্ণ মধুর লীলাময় পূর্ণভগবান্ শ্রীহরিতে আমাদের পরমাভক্তি হউক, যার শ্রবণ কীর্তনেও অন্যসব লোক অনায়াসে ভবসমুদ্র পার হয়ে যায়।

৪৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ তত্র যদ্যপি শ্রীমন্নন্দাংশত্বাচ্ছুদ্ধ ভগবন্মাধুর্য্যাংশস্ফূর্ত্তি-যোগ্যস্তথাপি তত্তদেব মুনিসঙ্গেন তদৈশ্বর্য্যজ্ঞানমানলম্ব্য শ্লেষেণ স্বাভীষ্টমাহ—জাতয়োরিতি। ভুবি জাতয়োঃ সতোঃ নৌ আবয়োর্হরৌ মনোহরতা প্রধানে ভগবতি, অতএব বিশ্বেষামীশ্বরেইপি মহাদেবে পরমক্রীড়াপরে ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণা স্যাৎ; প্রার্থনায়াং লিঙ্। পরমেতি—স্বমনস্যাদৃতং তদ্বিশেষং বোধয়তি, স চ পিতৃয়োচিত বাৎসল্যাখ্য ইতি ফলেনানুমীয়তে। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' (শ্রীগী ৪।১১) ইত্যাদি-শ্রবণাৎ। এবং বচনমাত্র লভ্যাপরাশেষার্থ-পরিত্যাগময্যা প্রার্থনয়া পূর্ব্বমপি তয়োস্তাদৃশভক্তেরস্তিত্বমবগম্যতে, অস্তিত্বেইপি প্রার্থনা তাদৃশপ্রেমোৎকণ্ঠয়ৈব অতৃপ্তিস্বভাবাৎ প্রেম্ণঃ, যথা শ্রীধ্রুবস্য কুবেরে। সাক্ষাৎপুত্রত্ব-প্রার্থনা তু কেবল-কামনাময্যপি স্যাৎ। তাদৃশপুত্রেণ স্বমহিমাদি বৃদ্ধেঃ, অতঃ প্রেমস্বভাবত্বাত্তৎপ্রাধান্যেনৈব পার্থিতং, নান্যথা। যত্র তাদৃশত্বেন শ্রীকৃষ্ণস্যাপ্যনুগতিঃ স্বতো জাতেতি, এবং বসুদেবাদিতঃ সাধনেইপ্যুৎকর্ষো দর্শিতঃ। সাধনস্য সাধ্যস্য চ শুদ্ধভক্তিত্বাৎ—অতঃ শুদ্ধভগবৎপ্রেম বাসনত্বেন তত্র সর্ব্বেষামপি হিতং প্রার্থিতং, ন তু কামিজন-বন্মৎসরেণাত্মন এব, তদাহ—যয়াস্মদ্ভক্ত্যা তচ্ছ্রবণকীর্ত্তনাদিনান্যোইপি লোকঃ সর্ব্বো দুর্গতিং তরেৎ ইতি। লোকে ইতি সপ্তম্যন্তপাঠে লোকে যয়া প্রসিদ্ধয়ান্যোইপীতি শেষঃ। এবমুভয়োরপি বাৎসল্যশুদ্ধত্বে মাতৃভাব স্বাভাব্যাৎ শ্রীযশোদায়া আধিক্যমপি জ্ঞেয়ম্॥ জী০ ৪৯॥

৪৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এখানে যদিও দ্রোণ শ্রীমৎ নন্দের অংশ হওয়াতে শুদ্ধভগবৎ-মাধুর্যাংশের স্ফূর্তিযোগ্য তথাপি সেই সেই মুনি সঙ্গে সেই ঐশ্বর্যজ্ঞান আশ্রয়ে শ্লেষ অলঙ্কারে নিজের অভীষ্ট প্রার্থনা করলেন—**জাতয়োর্নৌ ইতি**—পৃথিবীতে অবতীর্ণ **নৌ**—আমাদের দুজনের **হরৌ**—মাধুর্য প্রধান ভগবানে, অতএব **বিশ্বেশ্বরে**—বিশ্বের ঈশ্বর হয়েও **মহাদেবে**—পরমক্রীড়াপরে **ভক্তিঃ**—প্রেমলক্ষণা ভক্তি হউক, এইরূপ প্রার্থনা। **পরম ইতি**—পরম ভক্তি চাইলেন—'পরম' পদে নিজমনের আদৃত—সেই ভক্তির বিশেষত্ব বুঝানো হল—সেই ভক্তি যে পিতামাতার সমুচিত বাৎসল্যাখ্য স্নেহ, তা ফলের দ্বারাই অনুমান করা যাচ্ছে—কারণ "যে যে-ভাবে আমার ভজনা করে তাদিকে আমি সে প্রকারেই অনুগ্রহ করি।"—গী০ ৪।১১। এইরূপে চাওয়া মাত্র প্রাপ্তি কারক, অপর অশেষ অর্থ পরিত্যাগ-

ময়ী প্রার্থনা হেতু বুঝা যাচ্ছে, দ্রোণ ধরার মধ্যে তাদৃশভক্তি নিত্য বিরাজিত, থাকা সত্ত্বেও যে চাইলেন, তা তাদৃশ প্রেম-উৎকণ্ঠ তেই, কারণ প্রেমের স্বভাবই হল অতৃপ্তি; যথা—কুবেরের নিকট শ্রীধ্রুবের শ্রীভগবৎ-ভক্তি প্রার্থনা। এখানে সাক্ষাৎ পুত্ররূপে তাঁকে না চেয়ে ভক্তি চাইলেন কেন? এরই উত্তরে—কেবল সাক্ষাৎ পুত্ররূপে চাওয়াটা কামনাময়ী হত—তাদৃশ পুত্র প্রাপ্তিতে নিজের মহিমাদি বৃদ্ধি হেতু। অতএব প্রেম-স্বভাবতা হেতু প্রেমভক্তি প্রধানভাবেই চাওয়া হল, অন্যরূপে নয়। যেখানে প্রেমভক্তি বিরাজিত—সেখানে শ্রীকৃষ্ণের অনুগতি আপনিই হয়ে থাকে। এইরূপে বসুদেবাদি যাঁরা পুত্ররূপে ভগবানকে চেয়েছিল তাঁদের থেকে সাধনেও উৎকর্ষ এখানে দেখান হল, যেহেতু সাধন এবং সাধ্য উভয়ই শুদ্ধা ভক্তি; তাই তাঁরা শুদ্ধপ্রেম পাত্রের ভাবেই এখানে সকল জীবেরই মঙ্গল প্রার্থনা করলেন কামিজনের মতো, মৎসরতা বশে শুধুমাত্র নিজের জন্য নয়; অতএব বললেন—যয়া লোকে ইত্যাদি। **যয়া**—আমাদের ভক্তি দ্বারা—তৎ শ্রবণকীর্তনাদি দ্বারা অন্য লোকও সকল দুর্গতি থেকে উদ্ধার পাক্। এইরূপে উভয়েরই শুদ্ধবাৎসল্য হলেও স্বাভাবিক মাতৃভাব হেতু শ্রীযশোদারই আধিক্য, একথা জানতে হবে॥ জী০ ৪৯॥

৪৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** জাতয়োরিত্যনেন ভাবিনি জন্মনীতি লভ্যতে। মহান্ দেবঃ ক্রীড়া যস্য তস্মিন্। ভুবি স্থিতো যে বিশ্বেশ্বরস্তস্মিন্ বিশ্বেঽপীশ্বরা যত্র তস্মিন্ "পরাবরেশৌ মহদংশযুক্তে" ইত্যুদ্ধ-বোক্তেঃ পূর্ণে ইত্যর্থঃ। হরৌ আবয়োর্মনশ্চৌরে। পরমেতি ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে ইতি ন্যায়াৎ স্বহৃদয়-বিচারিতা পিতৃত্বোচিতবাৎসল্যময়ীত্যর্থঃ যয়াস্মদ্ভক্ত্যা তচ্ছ্রবণ-কীর্ত্তনাদিনা অন্যোঽপি সর্ব্বোলোকঃ দুর্গতিং তরেদিতি শুদ্ধ প্রেমভক্তি প্রার্থনয়া তজ্জন্মনি তয়োস্তদনুরূপা সাধনভক্তিরপ্যেকা শুদ্ধৈবাসীদিত্যবগম্যতে। ন তু পৃশ্নিসুতপসোরিব ভক্তিস্তপোযোগৌ চেতি পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতমেব তৎপ্রসঙ্গে তৎফলম্॥ বি০ ৪৯॥

৪৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ জাতয়ো**—এই পদে ভবিষ্যৎ জন্মে, এরূপ বুঝা যায়। **মহাদেবে বিশ্বেশ্বরে**—মহা+দেবে 'দেবঃ' ক্রীড়া যার সেই হরিতে। **ভুবি**—পৃথিবীতে অবস্থিত যে বিশ্বেশ্বর সেই তাতে। **বিশ্বেশ্বরে**—এই বিশ্বে হলেও যাতে সর্ব ঐশ্বর্য সমূহ বিদ্যমান—অর্থাৎ (ভা০ ৩।২।১৫) শ্রীউদ্ধবের উক্তি "শ্রীনারায়ণ-ব্রহ্মাদির প্রভু স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—মহৎস্রষ্টা পুরুষ ও মৎসকুর্মাদি অংশের সহিত যুক্ত হয়ে আবির্ভূত।" এই উক্তি অনুসারে পূর্ণ। **হরৌ**—আমাদের মনো চোরে। **পরমা ইতি**—'ফলের দ্বারাই ফলের কারণ অনুমান করা যায়' এই ন্যায়ানুসারে স্বহৃদয়ে সঙ্কল্পিত পিতামাতার সমুচিত বাৎসল্যময়ী ভক্তি। **যয়া**—আমাদের এই ভক্তি দ্বারা—ভবিষ্যৎকালে আমাদের যে বালগোপালের লালন পালনাদি সেবা তার শ্রবণকীর্তনাদি দ্বারা অন্য সকল লোকও দুর্গতি মুক্ত হোক্। এইরূপ শুদ্ধ প্রেমভক্তি প্রার্থনা দ্বারা সেই জন্মে দ্রোণধরা দুইজনের যে শুদ্ধা সাধন ভক্তি ছিল, তা বুঝা যাচ্ছে।—পৃশ্নিসুতপার মতো তপ-যোগ মিশ্রা ভক্তি নয়—ইহা পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং তৎপ্রসঙ্গে তার ফলও সেইরূপই দেখা গিয়েছে॥ বি০ ৪৯॥

৫০। অস্ত্বিত্যুক্তঃ স ভগবান্ ব্রজে দ্রোণো মহাযশাঃ।
জজ্ঞে নন্দ ইতি খ্যাতো যশোদা সা ধরাভবৎ ॥
৫১। ততো ভক্তির্ভগবতি পুত্রীভূতে জনার্দ্দনে।
দম্পত্যোর্নিতরামাসীদ্গোপগোপীষু ভারত ॥

৫০। অন্বয় ঃ অস্তু ইতি উক্তঃ (যৎ তব বাঞ্ছিতং তদ্ ভবতু ইতি ব্রহ্মণা কথিতঃ সন্) সঃ ভগবান্ দ্রোণঃ ব্রজে মহাযশাঃ নন্দ ইতি খ্যাতঃ জজ্ঞে সা ধরা চ যশোদা অভবৎ।

৫১। অন্বয় ঃ হে ভারত! ততঃ পুত্রীভূতে ভগবতি জনার্দ্দনে (পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণে) দম্পত্যোঃ নিতরাং ভক্তিঃ আসীৎ। গোপ গোপীষু চ (গোপ গোপীনামপি ভগবদ্ভক্তিঃ জাতা)।

৫০। মূলানুবাদ ঃ অতঃপর ব্রহ্মা তথাস্তু বলে বর প্রদান করলে বিপুল কীর্তি দ্রোণ নন্দরূপে এবং তৎপত্নী ধরা যশোদা রূপে প্রাদুর্ভূত হলেন

৫১। মূলানুবাদ ঃ হে ভারত! অতঃপর তাঁদের ঘরে পুত্ররূপে আবির্ভূত হওয়ায় ভগবান্ জনার্দনে দম্পতি নন্দ-যশোদার অধিক ভক্তি হয়েছিল, বাৎসল্যময়ী অন্যান্য গোপ গোপীগণের অপেক্ষা।

৫০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ স এবেত্যভেদবিবক্ষয়া, ইহ শ্রীমথুরাপ্রদেশে স ভগবানিতি পাঠে পরমাদরো দর্শিতঃ, পূর্ব্বতোঽপি মহাযশাঃ সন্॥ জী০ ৫০॥

৫০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ [পাঠান্তর আছে—'স এব ইহ' এবং 'স ভগবান্'।] **স এব**—সেই দ্রোণই, অংশত নয়—এইরূপে অভেদ বলবার ইচ্ছায়। **ইহ**—এই মথুরা প্রদেশে, 'স ভগবান্' পাঠে—দ্রোণের প্রতি পরম আদর দেখান হল। পূর্ব থেকেও দ্রোণ মহাযশা হয়ে এল॥ জী০ ৫০॥

৫০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ স এব দ্রোণোব্রজে ইহ নন্দ ইতি খ্যাতঃ। সা ধরৈবেহ যশোদেতি নিত্যসিদ্ধয়োর্যশোদানন্দয়োঃ সাধনসিদ্ধৌ ধরাদ্রোণৌ প্রবিষ্টাবভূতামিত্যর্থঃ॥ বি০ ৫০॥

৫০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সেই দ্রোণই ব্রজে **ইহ**—এই নন্দরূপে বিখ্যাত, আর সেই ধরাই এই যশোদারূপে বিখ্যাত। নিত্যসিদ্ধ যশোদা-নন্দের ভিতরে সাধনসিদ্ধ ধরা-দ্রোণ প্রবিষ্ট হলেন, এরূপ বুঝতে হবে॥ বি০ ৫০॥

৫১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ ততস্তাদৃশভক্তের্হেতোঃ পুত্রীভূতে যোঽন্যস্য কস্যচিৎ পুত্রো নাসীৎ, তস্মিন্ পুত্রতাং প্রাপ্তে তয়োরেব শুদ্ধোদ্রিক্ততাদৃশ-ভাবাৎ, অতঃ 'পুত্রভূতে' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ সঙ্গত এব; কথম্ভূতেঽপি—জনৈর্ব্রহ্মাদিভির্ভক্তৈরর্দ্যতে যাচ্যতে মাত্রং, ন তু লভ্যতে যঃ তস্মিন্নপি, যতো ভগবতি স্বয়ং ভগবতি শ্রীকৃষ্ণ ইত্যর্থঃ। তস্মিন্ ভক্তির্নিতরাং পূর্ব্বতোঽপি বরীয়স্যাসীৎ। তথা প্রসিদ্ধব্রজজনমুখ্যত্বেন স্বাভাবিক-পরমবাৎসল্যবতীষু গোপগোপীষ্বপি নিতরামাসীদিত্যর্থঃ পুত্রীভূতত্বাদেবেতি॥ জী০ ৫১॥

৫২। কৃষ্ণো ব্রহ্মণ আদেশং সত্যং কর্ত্তুং ব্রজে বিভুঃ।
সহরামো বসংশ্চক্রে তেষাং প্রীতিং স্বলীলয়া॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে বিশ্বরূপদর্শনেঽষ্টমোধ্যায়ঃ।

৫২। অন্বয় ঃ বিভুঃ কৃষ্ণঃ ব্রহ্মণঃ আদেশং সত্যং কর্ত্তুং সহরামো ব্রজে বসন্ স্বীললয়া তেষাং প্রীতিং চক্রে।

৫২। মূলানুবাদ ঃ ব্রহ্মার বর সত্য করবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত ব্রজে অবস্থান করত নিজ বাল্যলীলা দ্বারা নন্দ-যশোদার এবং তাঁদের সঙ্গীগণের বাৎসল্যরসসাগর উচ্ছলিত করে উঠালেন।

৫১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অতঃপর তাদৃশ বাৎসল্যপ্রেম ভক্তির হেতু 'পুত্রীভূতে' অর্থাৎ পুত্ররূপে তাঁদের ঘরে এলে—যিনি অন্য কারুরই পুত্র ছিলেন না, সেই তিনিই তাঁদের ভিতরে শুদ্ধ উদয় প্রাপ্ত তাদৃশ ভাব হেতু তাঁদের ঘরেই পুত্রতা প্রাপ্ত হলেন। **জনার্দনে**—তিনি জনার্দন হয়েও পুত্রীভূতে—'জনার্দনে'—'জনৈঃ' ব্রহ্মাদি ভক্তজনের দ্বারা 'অর্দতে' যাচিত-মাত্রই হয়ে থাকেন, কিন্তু লভ্য হন না যিনি সেই তাতেও (ভক্তি হয়েছিল), **ভগবতি**—কারণ তিনি ভগবান্ অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাতে ভক্তি **নিতরাং**—পূর্ব থেকেও শ্রেষ্ঠ হয়েছিল। তথা প্রসিদ্ধ ব্রজজন মুখ্যস্বরূপ বলে স্বাভাবিক পরমবাৎসল্যবতী গোপ-গোপীগণের ভিতরেও **নিতরাং**—পূর্ব থেকেও শ্রেষ্ঠ ভক্তি হয়েছিল,—ব্রহ্মমোহনলীলায় তাঁদের নিকটেও পুত্ররূপে আসা হেতু॥ জী০ ৫১॥

৫১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ জনার্দ্দনে গোপীজনান্ প্রেম্না পীড়য়তি নবনীত চৌর্য্যাদ্যুপদ্রবৈঃ উদ্বেজয়তীতি বা স্তন্যরসং যাচমান ইতি বা গোপগোপীষু মধ্যে দম্পত্যোর্যশোদানন্দয়োর্ভক্তির্নিতরামাসীদিতি গোপা গোপ্যশ্চাপি দ্রোণধরয়োরনুবর্ত্তিনস্তাদৃশসাধনবন্তঃ পূর্ব্বজন্মন্যাসন্নিতি জ্ঞাপিতম্॥ বি০ ৫১॥

৫১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ জনার্দনে—গোপীজনদের প্রেমে পীড়া দান করেন—নবনীত-চৌর্য উপদ্রবের দ্বারা উদ্বেগ দান করে, অথবা স্তনদুগ্ধ যাচ্ঞা করে। **গোপগোপীষু**—গোপগোপীর মধ্যে দম্পতি নন্দ-যশোদার ভক্তি নিতরাং পূর্ব থেকে অধিক হয়েছিল—এই কথায় জানান হল, দ্রোণধরার অনুবর্তী তাদৃশ সাধনসম্পত্তি সম্পন্ন গোপ গোপীও পূর্ব জন্মে ছিল॥ বি০ ৫১॥

৫২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ তত্র প্রস্তুতসিদ্ধান্তাভাসদৃষ্ট্যা তাবদুপসংহরতি—কৃষ্ণঃ স্বয়ংভগবত্ত্বেন পরমস্বতন্ত্রোঽপি ব্রহ্মণো জগদ্গত-সর্ব্বনিজভক্তগুরোরাদেশং বরং সত্যং কর্ত্তুং তেন সামান্যতয়া দৃষ্ট্যাপি সা তয়োঃ পরমবিশেষেষ্টতয়াভীষ্টা ভক্তিরিত্থমেব প্রকটা স্যাদিতি নিদর্শনয়া জগত্যব্যভিচারিত্বেন খ্যাতং বিধাতুং পরম-স্বরমণসহায়েন শ্রীবলরামেণাপি সহ ব্রজে বসংস্তদানীং প্রকটীকৃতে তয়োঃ সম্বন্ধিনি ব্রজবিশেষে স্বয়মপি তৎপুত্রতয়া প্রকটীভূয় নিবসন্ স্বয়া নিজস্বাভাবিক্যৈব লীলয়া তেষাং তয়োস্তৎসঙ্গিনাঞ্চ

প্রীতিং তদ্বিশেষং চক্রে। বক্ষ্যমাণ তাত্ত্বিকসিদ্ধান্তানুসারেণ ত্বময়র্থঃ। নন্থ যদি তাদৃশী ভক্তিস্তয়োঃ পূর্ব্বমপি বিদ্যত এব, তর্হি ব্রহ্মাদেশেন কিং কৃতম্? তত্রাহ—কৃষ্ণ ইতি। স্বেষু ভক্তেষু লীলা তদ্ভক্তিবশা যা লীলেত্যর্থঃ, তয়ৈব তেষাং প্রীতিং কর্ত্তুং ব্রজে বসন্ কৃষ্ণো ব্রহ্মণ আদেশং বরং সত্যং চক্রে, 'বিপ্রা বেদবিদো যুক্তাঃ' ইত্যাদিবৎ কৃপয়া তন্মহিমানমপ্যদর্শয়দিত্যর্থঃ। অতস্তদাদেশেন তস্যৈব হিতং কৃতমিতি ভাবঃ। তদাদেশং বিনাপ্যন্যেষাং গোপাদীনাং তদ্ভাবকথনাৎ॥ জী০ ৫২॥

৫২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ এখানে প্রস্তুত সিদ্ধান্ত-আভাস দৃষ্টিতে এতাবৎ আলোচনার উপসংহার করা হচ্ছে—কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ বলে পরমস্বতন্ত্র হলেও জগদ্গত সর্বনিজভক্তের গুরু ব্রহ্মার **আদেশং**—বর সত্য করাবার জন্য তার যে সাধারণ দৃষ্টি পড়ল, তাতেই নন্দ-যশোদার নিত্যসিদ্ধ পরম বিশেষ ইষ্টরূপ অভীষ্ট সেই বাৎসল্যরসসাগর প্রকাশিত হল—এই বিষয়টি উদাহরণের দ্বারা জগতে অব্যভিচারী রূপে প্রচার করবার জন্য **সহরামো**—নিজের সুখপ্রদ পরম সহায় শ্রীবলরাম সহ **ব্রজে সন্**—তদানীং প্রকটীকৃত নন্দ-যশোদা সম্বন্ধী সর্বসমৃদ্ধিমান ব্রজবিশেষে নিজেও তাদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়ে বাস করত নিজের স্বাভাবিক লীলা দ্বারা **তেষাং**—তাদের দুজনের এবং তাঁদের সঙ্গীগণের **প্রীতিং চক্রে**—সেই বিশেষ প্রীতি উচ্ছলিত করে উঠালেন। বক্ষ্যমান তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তানুসারে অর্থ তো এইরূপই আসে। পূর্বপক্ষ, যদি তাদের তাদৃশ (নিত্যসিদ্ধ) ভক্তি পূর্বেই ছিল, তবে ব্রহ্মার বরের কি প্রয়োজন ছিল? এরই উত্তরে—কৃষ্ণো ইতি। **স্বলীলয়া**—নিজ ভক্তের মধ্যে যা লীলা—ব্রজের বাৎসল্যরসগর্ভা প্রেমভক্তিবশা যা লীলা—এই লীলা দ্বারা নন্দ-যশোদার এবং তাদের সঙ্গীদের সকলের সহিত প্রীতির খেলা খেলাবার জন্য ব্রজে বাস করত কৃষ্ণ ব্রহ্মার **আদেশং**—বর সত্য করলেন। এইরূপে কৃপা করে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করলেন—সুতরাং ব্রহ্মার বরে ব্রহ্মারই মঙ্গল করা হল। কারণ ব্রহ্মার আদেশ বিনাও অন্যান্য গোপদের তাদৃশ ভাব উক্ত আছে॥ জী০ ৫২॥

৫২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ আদেশং পরমাভক্তিরস্ত্বিতি বরম্। প্রীতিং চক্রে প্রেমাণমুৎপাদয়ামাস॥ বি০ ৫২॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমেস্যাষ্টমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

৫১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আদেশং—পরমা ভক্তি হউক, এইরূপ ব্রহ্মার বর। **প্রীতিং চক্রে**—প্রেম উৎপাদন করলেন নন্দ-যশোদার চিত্তে॥ বি০ ৫২॥

ইতি শ্রীরাধাচরণনূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাঁদনেচ্ছু
দীনমণিকৃত দশমে-অষ্টম অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ
সমাপ্ত